উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

ভাঁড়ের দল, রাহুলকে নিশানা বিজেপির ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
৩৫°	২৬°	৩৪°	২৫°	৩৫°	২৬°	৩৪°	২৫°

পদত্যাগ আগরকারের

বুমরাহ-রোহিত-লক্ষ্মণকে চটানোর জের ১১

শিলিগুড়ি ৩ আশ্বিন ১৪৩৩ সোমবার ৫.০০ টাকা 21 September 2026 Monday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 47 Issue No. 125

দার্জিলিং মোড়ে যানজট কাটার আশা

অবশেষে চালু আরওবি

রেলওয়ে ওভারব্রিজ দিয়ে চলাচল শুরু। রবিবার। ছবি : সূত্রধর

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২০ সেপ্টেম্বর : এতদিন যে রাস্তার সামনে এসে থমকে দাঁড়াতে হত, রবিবার বিকেল থেকে সেই রাস্তাতেই ছুটল গাড়ি। অপেক্ষার অবসান হল। এদিন বিকেলে পূর্ত ও জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের মন্ত্রী অজয় পোদ্দারকে সঙ্গে নিয়ে দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট দার্জিলিং মোড়ে নতুন রেল ওভারব্রিজ এবং সংযোগকারী এলিভেটেড রাস্তার উদ্বোধন করেন। আর তার কিছুক্ষণের মধ্যেই গাড়ি, বাইক চলতে শুরু করে দেয় সেই নতুন রাস্তায়। দীর্ঘদিন ধরে যানজটের জন্য পরিচিত দার্জিলিং মোড়ে এবার পরিস্থিতি বদলাবে- এই আশাতেই স্বস্তি খুঁজছে শহরবাসী।

সকালেও অবশ্য ছবিটা ছিল অন্যরকম। মাল্লাগুড়ির দিকে নতুন রেল ওভারব্রিজের মুখ খুলে দেওয়া হয়েছে দেখে বাইক নিয়ে এগিয়ে গিয়েছিলেন বিভাস দাস, মানিক বিশ্বাসরা। সঙ্গে সঙ্গে হাত তুলে থামালেন পুলিশকর্মীরা। বোঝালেন, এখনই যাওয়া যাবে না। একটু অপেক্ষা করতে হবে। কিন্তু বিভাসদের চোখ তখনও নতুন সেতুর দিকে। একটাই প্রশ্ন, আজই কি খুলবে? ইতিবাচক উত্তরটা তাঁরা পেয়ে গিয়েছিলেন পুলিশকর্মীদের হাসিতেই। বিকেলে তাতেই লাগল সিলমোহর।

নতুন এই যোগাযোগ ব্যবস্থার মূল লক্ষ্যই হল যানবাহনের ভিড়কে দুইদিকে আলাদা করে দেওয়া। মাল্লাগুড়ি থেকে দার্জিলিং মোড় পেরিয়ে সিটি সেন্টারের দিকে যাওয়ার জন্য ব্যবহার করা হবে নতুন আরওবি এবং সংযোগকারী রাস্তা। উলটো দিকে, সিটি সেন্টার থেকে দার্জিলিং মোড় হয়ে চম্পাসারির দিকে যাওয়ার জন্য আপাতত ব্যবহার করা হবে পুরোনো দুই লেন। অর্থাৎ দ্বিমুখী যান চলাচলে জটিলতা কমানোর চেষ্টা করা হয়েছে।

শহরের বাসিন্দা ইন্দ্রজিৎ বিশ্বাসের কথায়, 'দীর্ঘদিন ধরেই বলা হয়েছে, এই রেল ওভারব্রিজ চালু হলে যানজট সমস্যার সমাধান হবে। এখন দেখা যাক কী হয়।'

তবে নতুন রাস্তা চালু করেই দায়িত্ব শেষ হচ্ছে না প্রশাসনের। কোথা দিয়ে উঠতে হবে, কোথা দিয়ে নামতে হবে, কোন পথে ঘুরে চম্পাসারির দিকে যেতে হবে- প্রথম দিনেই তা নিয়ে অনেকের মধ্যে বিস্তর বিভ্রান্তি দেখা গিয়েছে। তাই রেল ওভারব্রিজ ও সংযোগকারী রাস্তার বিভিন্ন জায়গায় ট্রাফিক ব্যবস্থাকে কয়েকটি ভাগে সাজানো হয়েছে। চম্পাসারি ও হিলকার্ট রোড থেকে আসা গাড়ির একটি অংশকে নির্দিষ্ট লেন ধরে ঘুরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। দার্জিলিং মোড়ের কাছে পুরোনো লেনে ফেরার জন্য তৈরি করা হয়েছে আলাদা সংযোগপথ। সেখানে বসানো হয়েছে সিগন্যালও। ট্রাফিকের পদস্থ কর্তারাও বিষয়টি নিয়ে সতর্ক। এক কর্তার কথায়, 'সাধারণ মানুষের সুবিধার জন্য সোমবার আরও সাইনবোর্ড লাগানো হবে। নতুন ব্যবস্থায় কোথাও সমস্যা হচ্ছে কি না, সেটিও নজরে রাখা হবে।'

এদিন তো ছুটির দিন ছিল। নতুন এই ব্যবস্থা কতটা কাজ করে, তার আসল পরীক্ষা হবে সোমবার। কর্মদিবসে অফিসযাত্রী, স্কুলের গাড়ি, পণ্যবাহী যান এবং পাহাড়মুখী পর্যটকদের চাপ একসঙ্গে পড়লেই বোঝা যাবে নতুন এই ব্যবস্থায় দার্জিলিং মোড়ের পুরোনো যানজট কতটা কমে।

এদিন উদ্বোধনের সময় সাংসদ বলেন, 'বালাসন থেকে সেবক ক্যান্টনমেন্ট পর্যন্ত প্রায় সাড়ে ১২ কিলোমিটার এলিভেটেড রাস্তার কাজ ২০২৭ সালের মধ্যে শেষ করার লক্ষ্য রয়েছে।' পূর্তমন্ত্রীও নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করার আশ্বাস দিয়েছেন। তবে অনুষ্ঠানে সাংসদ ও পূর্তমন্ত্রী ছাড়া শিলিগুড়ির কোনও বিধায়ককে দেখা যায়নি।

এরপর দশের পাতায়

বন্ধ হয়েছে রেলগেট, থমকে শিবমন্দিরের জনজীবন

শমিদীপ দত্ত

শিবমন্দির, ২০ সেপ্টেম্বর : রাতারাতি এক কাজেই এলাকার জীবনটা নিমেষে বদলে গিয়েছে।

মেডিকেল মোড় থেকে রেলগেটের সামনে যেতেই বদলে যাওয়া ছবিটা চোখে পড়বে। রেলগেটের কিছুটা আগেই রাস্তা গভীর করে খুঁড়ে দেওয়া হয়েছে। কেউ যাতে রেলগেট না পেরোতে পারে, তার জন্য গেটের পরেই লোহার লম্বা বেড়া বসানো হয়েছে। তারপর লোহার খুঁটি পোঁতা হয়েছে। শনিবার রাত এগারোটা থেকে প্রায় রাত ৩টে পর্যন্ত রেল পুলিশ ও মাটিগাড়া থানার পুলিশের উপস্থিতিতে রেলকর্মীরা কাজ চালিয়েছেন। শেষে রেলের সীমানা থেকে রাস্তা খুঁড়ে গর্ত করে দেওয়া হয়। এই পথে যাতায়াত পাকাপাকিভাবে বন্ধ।

দিনের পর দিন শিবমন্দির থেকে মেডিকেল মোড় হয়ে এই রেলগেট পেরিয়ে সরাসরি নৌকাঘাট হয়ে বর্ধমান রোডে যাতায়াত করা যেত। রাস্তাটির পাশে একাধিক নার্সিংহোম, স্কুল রয়েছে। উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ যাতায়াতে এই রাস্তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। শিবমন্দির কিংবা মাটিগাড়া হয়ে ফ্লাইওভার দিয়ে নেমেও সরাসরি এই রেলগেট দিয়ে যাওয়া যেত। ওইসব জায়গা থেকেও মানুষ শিবমন্দিরে যাতায়াত করতেন। এখন সে সবই স্তব্ধ।

- রেলগেট বন্ধ হওয়ায় এলাকার প্রচুর মানুষ চরম সমস্যায় পড়েছেন
- এলাকার ব্যবসায় প্রভাব পড়ার পাশাপাশি, যাতায়াতে সমস্যা হবে বলে বাসিন্দাদের অভিযোগ
- ফ্লাইওভার ও বিকল্প সাইকেলপথের জন্য স্থানীয় বাসিন্দারা দাবি জানিয়েছেন

রেললাইনের দুই পাশে থাকা পাঁচশোরও বেশি মানুষ আপাতত সবচেয়ে বেশি সমস্যায়। এই রাস্তার উপরেই তাঁদের দোকান। এই রাস্তার ওপরই তাঁদের ব্যবসা দাঁড়িয়ে। রবিবার সকালে এলাকায় গিয়ে দেখা গেল পরিস্থিতি থমথমে। একটি আসবাবপত্রের দোকানের সামনে চেয়ার পেতে বিপ্লব রায় বসে ছিলেন। বন্ধ রেলগেটের দিকে তাকিয়ে ফাঁকা রাস্তা দেখিয়ে বললেন, 'রবিবার হলেও আগে সবসময় এই রাস্তা দিয়ে গাড়ি, মানুষজন যাওয়া-আসা করত। আজ কেউ নেই। রাস্তাই তো বন্ধ। কে আর যাওয়া-আসা করবে বলুন তো?'

এরপর দশের পাতায়

সাম্প্রতিককালের বড় আঘাত। ইউক্রেনের ড্রোন হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত মস্কোর তেল শোধনাগার। রবিবার। -পিটিআই

ফালাকাটায় ঘোষণা পঞ্চায়েতমন্ত্রীর

বেসরকারি হাতে কৃষক বাজার

সুভাষ বর্মন

ফালাকাটা, ২০ সেপ্টেম্বর : তৃণমূল কংগ্রেসের আমলে প্রতিটি ব্লকে গড়ে উঠেছিল কৃষক বাজার। কিন্তু অধিকাংশ কৃষক বাজার গত সরকারের আমলেই অচল অবস্থায় পড়ে থাকে। চেষ্টা করেও তখন কৃষিজ বিপণন দপ্তর এই অচল বাজারগুলিকে কোনওভাবেই সচল করতে পারেনি। এবার সরকার সেই সব অচল বাজার বেসরকারি সংস্থাকে ভাড়া দিয়ে সচল করতে চাইছে। সেখানে ফুড প্রসেসিং সহ যে কোনও কোম্পানি লিজে নিতে পারবে বাজার। রবিবার ফালাকাটা কৃষক বাজারে এসে এমনটাই জানিয়ে দেন রাজ্যের কৃষিজ বিপণন দপ্তরের মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ। অর্থাৎ, সরকারিভাবে গড়ে ওঠা এইসব কৃষক বাজার ধীরে ধীরে বেসরকারিকরণ হতে চলেছে। এ নিয়ে তীব্র আপত্তি তুলেছে সিপিএম।

মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ এদিন বিকেল পৌনে তিনটে নাগাদ ফালাকাটা কৃষক বাজারে আসেন। উপস্থিত ছিলেন কৃষিজ বিপণন দপ্তরের রাজ্য সচিব অভিনব চন্দ্রা, আলিপুরদুয়ারের জেলা শাসক ময়ূরী ভাসু, আরএমসি-র জেলা সচিব দেবরাজ সরকার। তবে সাংসদ মনোজ টিগ্গা ও শিক্ষামন্ত্রী তথা ফালাকাটার বিধায়ক দীপক বর্মন এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন না।

গত সরকারের আমলে গড়ে ওঠা ফালাকাটা কৃষক বাজারের সুনাম রয়েছে। রাজ্যের মধ্যে মডেল কৃষক বাজারের তকমাও পায় ফালাকাটা কৃষক বাজার। তবে এই বাজারেও একাধিক সমস্যা রয়েছে। যেখানে-সেখানে জমে থাকে জঞ্জাল। নিকাশিনালাও বেহাল। বৃষ্টি হলেই জল জমে যায়। পর্যাপ্ত শেডঘর নেই। কৃষকদের খোলা আকাশের নীচেই পণ্য বিক্রি করতে হয়। আবার অনেক সময় কৃষিজ পণ্যের ন্যায্যমূল্যও মেলে না। এসব সমস্যা নিয়ে অবশ্য মন্ত্রীকে সেভাবে কিছু বলতে শোনা যায়নি। তবে কৃষকরা যে অনেক সময় ফসলের ন্যায্যমূল্য পান না, সেজন্য নিজেদের পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করেন মন্ত্রী। তিনি বলেন, 'আলুর কোল্ড স্টোরেজ রয়েছে। তবে অন্য সবজির স্টোরেজ নেই। যাতে চাষিরা সব সবজির দাম পান, সেজন্য সেরকম মাল্টি স্টোরেজ তৈরি করা হবে।' ফালাকাটা থেকে বিভিন্ন সবজি ভিনরাজ্যের পাশাপাশি প্রতিবেশী দেশ ভুটানেও রপ্তানি হয়। এই রপ্তানি ব্যবস্থাকে আরও চাঙ্গা করা হবে বলেও মন্ত্রী জানান।

এরপর গোটা রাজ্যের কৃষক বাজারের প্রসঙ্গ টেনে দিলীপ ঘোষ বলেন, 'রাজ্যে ১৮৬টি কৃষক বাজার রয়েছে। সবকটি কাজে লাগে না, ফাঁকাই পড়ে থাকে। যারা ব্যবসা করতে চায়, এমন কিছু কোম্পানিকে আমরা আহ্বান জানিয়েছি। ফুড প্রসেসিং, আম থেকে আচার, আলুর চিপস তৈরি করতে পারবে।' তিনি বলেন, 'আমরা পুরো কৃষক বাজারকেই ভাড়া দিয়ে দেব। সব পরিকাঠামো আছে। অনেক কোম্পানি যোগাযোগও করেছে। আমরা দু'মাসের মধ্যে ব্যবসা শুরু করতে বলেছি।' এর পাশাপাশি মন্ত্রী ৫০টি কৃষক বাজারকে সুপার মার্কেট হিসেবে গড়ে তোলার কথাও বলেন। মন্ত্রীর কথায়, '৫০টি মার্কেটকে সুপার মার্কেট গড়ে তোলার চেষ্টা চলছে। সেখানে শুধু বাজার, স্টলই নয়, হলঘর, থাকার হোটেল, রেস্টুরেন্ট সবকিছুই থাকবে।'

রবিবার ফালাকাটা কৃষক বাজারে মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ।

মন্ত্রীর এমন ঘোষণায় কৃষকদের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছে। কালীপুরের কৃষক দেবেন বর্মনের কথায়, 'এই কৃষক বাজারে আরও শেডঘর প্রয়োজন। আমরা তো খোলা আকাশের নীচেই উৎপাদিত পণ্য বিক্রি করি।

এরপর দশের পাতায়

সময়ের কথা

উত্তরবঙ্গের প্রকাশনায় সম্ভাবনা ও সংকট

সুরজিৎ বণিক

বাংলা প্রকাশনার কথা উঠলে এখনও কলকাতার কলেজ স্ট্রিট, পুরোনো প্রকাশনা সংস্থা, ছাপাখানা, বইয়ের দোকান, পরিবেশক এবং কলকাতা বইমেলার কথা মনে পড়ে। তবে উত্তরবঙ্গে গত কয়েক দশকে তৈরি হয়েছে নিজস্ব পাঠক, লেখক, প্রকাশক ও বই বিক্রির পরিসর। এটাও ঘটনা যে উত্তরবঙ্গের বহু লেখক, গবেষক কিংবা বিষয় কলকাতার প্রকাশকদের কাছে পৌঁছায়। ফলে প্রশ্নটি এখন উত্তরবঙ্গে পাঠক আছে কি না, তা নয়। প্রশ্ন হল, উত্তরবঙ্গে টেকসই প্রকাশনা ব্যবস্থা তৈরি করা সম্ভব কি না।

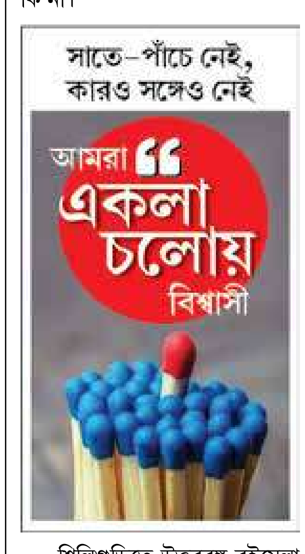

শিলিগুড়িতে উত্তরবঙ্গ বইমেলা এবং বিভিন্ন জেলায় বইমেলা যে পরিসর তৈরি করে দিয়েছে, তা এই সম্ভাবনার দিকেই ইঙ্গিত করে। ২০২৪ সালের ৪২তম উত্তরবঙ্গ বইমেলায় ৯৪টি স্টল ছিল এবং আয়োজকদের দেওয়া হিসাব অনুযায়ী আগের বছরের মেলায় প্রায় ৫ কোটি টাকার বই বিক্রি হয়েছিল। বড় প্রকাশকরাও উত্তরবঙ্গের বইমেলায় অংশ নিচ্ছেন। অর্থাৎ বইয়ের বাজার উত্তরবঙ্গে নেই-এমন ধারণার সঙ্গে বাস্তবের মিল নেই।

তবে প্রকাশনাশিল্প মানে শুধু বই ছাপা নয়। লেখক, সম্পাদক, প্রুফরিডার, প্রচ্ছদশিল্পী, মুদ্রক, বাঁধাইকার, পরিবেশক, বই বিক্রেতা- সব মিলিয়ে প্রকাশনার পরিবেশ তৈরি করে। কলকাতায় এই পরিকাঠামো তৈরি হয়েছে দীর্ঘদিনে। উত্তরবঙ্গে সেই পরিকাঠামো সীমিত। ছোট প্রকাশকের ক্ষেত্রে মুদ্রণ, কাগজ কেনা, বাঁধাই, পরিবহণ, বিপণন এবং বই বিক্রি না হওয়ার ঝুঁকি থাকে সবসময়। কলকাতার বাজার ধরতে পরিবেশক, কমিশন ও রিটার্ন ব্যবস্থার অতিরিক্ত চাপও থাকে।

প্রকাশনা সুযোগে নতুন সুযোগ তৈরি করেছে প্রযুক্তি। যেমন কম্পিউটার কম্পোজ, ডিজিটাল প্রি-প্রেস, ডিজিটাল প্রিন্টিং এবং অনলাইন পরিষেবা।

এরপর দশের পাতায়

পুজোয় আনন্দের লক্ষ্যে মধ্যবিত্তের হিসেবনিকেশ

পুজোয় যাতে বেশ ভালো আনন্দ করা যায় তাই আগেভাগেই খরচে রাশ টানছেন মধ্যবিত্ত পরিবারের গৃহিণীরা। বাইরে খাওয়া, অনলাইন কেনাকাটা, পার্লারের খরচে চলছে কাটছাঁট। সন্তানের পড়াশোনা, ওষুধপত্র ও জরুরি খরচ অক্ষুণ্ণ রেখে অল্প অল্প করে সঞ্চয় করছেন অনেকে।

দামিনী সাহা

আলিপুরদুয়ার, ২০ সেপ্টেম্বর : শিউলির গন্ধে পুজোর আগমনী বার্তা। আকাশে পেঁজা তুলোর মতো মেঘ। উৎসবের রং ছড়িয়ে পড়ার আগেই অবশ্য মধ্যবিত্তের ঘরে শুরু হয়ে গিয়েছে হিসাবের নীরব পালা। ডাইনিং টেবিলে খোলা বাজারের খাতা। পাশে ক্যালকুলেটর। মোবাইলে জামাকাপড়ের শপিং কার্ট। যোগ-বিয়োগের সেই নীরব অঙ্কে কখনও কপালে ভাঁজ পড়ছে গৃহিণীদের। আবার কোথাও ছোট ছোট সাশ্রয়ের মধ্যেই খুঁজে নেওয়া হচ্ছে পুজোর আনন্দ। সন্তানের পড়াশোনা, বয়স্কদের ওষুধ কিংবা বাড়ির জরুরি খরচে আপসের সুযোগ নেই। তাই কাঁচি পড়ছে শখের খরচে। বাইরে খাওয়া, অনলাইন কেনাকাটা, পার্লারের খরচ, উপহারের বাজেট, সবকিছুতেই চুলচেরা হিসাব চলছে। পাশাপাশি, পরিবারের মুখে হাসি ফোটানোর আপ্রাণ চেষ্টাও।

আলিপুরদুয়ার শহরের বাসিন্দা রিমি শিকদারের বাজেট বিশ্লেষণ, 'আগে মাসে প্রায় চারবার বাইরে খাওয়া হত। পুজোর কেনাকাটার খরচটা সামলাতে অগাস্টের মাঝামাঝি থেকেই সেটা কমিয়ে মাসে একবার করেছি। ওই টাকাটাই এখন পুজোর জন্য তুলে রাখছি।' অনলাইন কেনাকাটাতেও সতর্ক হয়েছেন অনেকে। এই যেমন নিউটাউনের অনিন্দিতা কুণ্ডু। তাঁর কথায়, 'অনলাইনে অফার দেখলেই অনেক সময় প্রয়োজন না থাকলেও অনেক কিছু কিনে ফেলি। সেই প্রবণতা ঠেকাতে এবারে বেশ সতর্ক হয়েছি। তাই পুজোর আগে বিভিন্ন শপিং সাইটের অফার নোটিফিকেশন বন্ধ করে দিয়েছি। ছোট ছোট কেনাকাটা বন্ধ রাখায় মাসে কয়েক হাজার টাকা বেঁচে যাচ্ছে।'

আলিপুরদুয়ার শহরের একটি দোকানে পুজোর কেনাকাটা। রবিবার। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

সংসারের বিদ্যুতের বিলেও সাশ্রয়ের চেষ্টা চলছে। অপ্রয়োজনীয় আলো, পাখা কিংবা অতিরিক্ত বিদ্যুৎ খরচ কমিয়ে পুজোর বাড়তি ব্যয় সামলানোর চেষ্টা করছেন অনেকেই। সাজগোজের ক্ষেত্রেও বদল এসেছে। কেউ স্যালনের খরচ কমিয়ে ঘরোয়া রূপচর্চায় ভরসা রাখছেন। কেউ আবার নতুন প্রসাধনী না কিনে পুরোনো জিনিসই ব্যবহার করছেন।

শহরের বাসিন্দা পিয়ালী বসু বললেন, 'পুজোর আগে পার্লারে গিয়ে নিয়মিত ফেসিয়াল, হেয়ার স্পা কিংবা কিছু বিউটি ট্রিটমেন্ট করানোর ইচ্ছে থাকলেও এবার সবটা করছি না। একেবারে পুজোর আগে শেষ সপ্তাহে পার্লারে যাব। তবে এখন ঘরেই অনেকটা যত্ন নিচ্ছি। ওই টাকাটা পুজোর কেনাকাটার জন্য রাখছি।' একসঙ্গে বড় খরচের চাপ এড়াতে আগেভাগেই প্রস্তুতি শুরু করেছেন নিকিতা সরকার। তাঁর কথায়, 'পুজোর উপহারের জন্য এক মাসে অনেক টাকা খরচ হয়ে যায়। তাই তিন মাস আগে থেকেই অল্প অল্প করে কিনছি। বাজারের ক্ষেত্রেও প্রতিদিনের খরচটা একটু নজরে রাখছি, যাতে পুজোর সময় একসঙ্গে চাপ না পড়ে।'

তবে কাটছাঁটেরও সীমা রয়েছে। সন্তানের পড়াশোনা, ওষুধপত্র এবং বাড়ির জরুরি বাজারে কোনও আপস করতে নারাজ পরিবারগুলি। তানিয়া সরকার বললেন, 'প্রয়োজনের জিনিসে কাটছাঁট করা সম্ভব নয়। তাই বাইরে খাওয়া, ঘোরাঘুরি বা হঠাৎ কিছু কিনে ফেলার মতো খরচগুলোই আগে কমাচ্ছি।'

এরপর দশের পাতায়

মন্দিরে ফিরল ছয় সিংহ

মেরামত করে পুনঃপ্রতিষ্ঠা শিকারপুরে

পূর্ণেন্দু সরকার ও অনীক চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ২০ সেপ্টেম্বর : অবশেষে আট বছর পর, রবিবার, শিকারপুরের সন্ন্যাসী বিদ্রোহের স্মৃতিজড়িত মন্দিরের প্রবেশদ্বারে পুনঃস্থাপন করা হল ছয়টি সিংহের বিগ্রহ। তবে অনভিজ্ঞ মিস্ত্রিকে দিয়ে বসাতে গিয়ে একাধিক সিংহের লেজ ও পা ভেঙেছে বলে অভিযোগ। হোয়াইট সিমেন্ট ও অন্যান্য রাসায়নিকের সাহায্যে কোনও পরিকল্পনা ছাড়াই ঐতিহাসিক সিংহ বিগ্রহগুলি বসাতে গিয়েই বিপত্তি ঘটে। কাজ চলাকালীন মন্দির কমিটির দু-একজন সদস্য ছাড়া কোনও সরকারি আধিকারিক কিংবা পুরাতত্ত্ব বিশেষজ্ঞকে দেখা যায়নি। মন্দির কর্তৃপক্ষের দাবি, ওই সিংহ বিগ্রহগুলি মেরামত করে সুষ্ঠুভাবে বসানো হয়েছে।

২০১৮ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছিল কাঠের ভবানী পাঠক মন্দির। তবে পাথরের গুঁড়ো দিয়ে তৈরি ওই সিংহ বিগ্রহগুলি অক্ষত ছিল। অগ্নিকাণ্ডের পর সুরক্ষার স্বার্থে তৎকালীন জেলা শাসক অভিষেক তিওয়ারির তত্ত্বাবধানে সেগুলি সরকারি কোষাগারে জমা রাখা হয়।

সন্ন্যাসী মন্দিরের প্রবেশদ্বারে পুনঃস্থাপন করা হল ছয়টি সিংহের বিগ্রহ।

গত বছর প্রাচীন ওই সিংহ বিগ্রহগুলি জেলা ট্রেজারি থেকে মন্দির কমিটির হাতে তুলে দেওয়া হয়। প্রাক্তন বিধায়ক খগেশ্বর রায়ের নেতৃত্বে মন্দির কমিটি, শিকারপুর চা বাগান কর্তৃপক্ষ ওই বিগ্রহগুলি গ্রহণ করেছিল।

২০২২ সালে নতুন করে মন্দির তৈরি ও মন্দিরের ভিতর দেবী চৌধুরানি ও ভবানী পাঠক সহ সমস্ত বিগ্রহ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হয়। গজলডোবা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের প্রায় ১ কোটি টাকা খরচে সীমানা প্রাচীর, সন্ন্যাসী বিদ্রোহের খোদাই করা কারুকার্য ও গেট তৈরি করে সৌন্দর্যায়ন করা হলেও সিংহের বিগ্রহগুলি না থাকায় মন্দিরের রূপ অসম্পূর্ণই ছিল। ভাস্কর্যশিল্পী বিশ্বজিৎ ঘোষ নতুন করে মন্দির ও নতুন বিগ্রহ তৈরি করেছিলেন।

তাঁর কথা, 'পুরাতত্ত্বের নিয়ম ও হেরিটেজ নির্দেশাবলি মেনে সিংহের বিগ্রহগুলিকে প্রতিস্থাপন করা উচিত ছিল। এইভাবে ভেঙেচুরে ঐতিহাসিক সিংহের বিগ্রহগুলি সাধারণ ঠিকাদার দিয়ে বসানো একেবারেই উচিত হয়নি। মন্দিরের ইতিহাস ও বিগ্রহগুলির প্রামাণ্যতাকে মর্যাদা দেওয়া হল না।' মন্দির কমিটির সম্পাদক গোপাল রায় জানিয়েছেন, ভক্তদের আবদারে দুর্গাপুজোর আগে ওই সিংহের বিগ্রহগুলি পুনঃস্থাপন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তিনি বলেন, 'যে বিগ্রহগুলি অল্পবিস্তর ভেঙেছে, সেগুলি মেরামত করে সুষ্ঠুভাবে বসানো হয়েছে।'

শিকারপুর চা বাগানের মাঝে দেবী চৌধুরানি ও ভবানী পাঠকের স্মৃতিচিহ্ন বহনকারী মন্দিরটি স্থানীয়দের কাছে 'সন্ন্যাসী মন্দির' নামে পরিচিত। জঙ্গলঘেরা এই জায়গায় পাশাপাশি দুটি মন্দির। একটি কালী মন্দির। অন্যটিতে একটি পুরুষ ও নারী বিগ্রহ। যাদের ঘিরে বাঘ, শিয়াল সহ আরও কিছু বিগ্রহ। ঐতিহাসিকরা মনে করেন, এটি শিব-পার্বতীর মূর্তি। তবে স্থানীয়দের বিশ্বাস, এই দুটি বিগ্রহ ভবানী পাঠক এবং দেবী চৌধুরানির। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে জীবন্ত হয়ে ওঠা এই দুই চরিত্র কখন যে ইতিহাসের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়েছেন, তা বলা কঠিন।

রাজ্য হেরিটেজ কমিশনের প্রাক্তন সদস্য আনন্দগোপাল ঘোষ বলেন, 'লোকায়ত বিশ্বাস থেকেই এখানে বাঘ কিংবা সিংহ দেবতার স্থান পেয়েছে। এই প্রাচীন মূর্তিগুলির সংরক্ষণে বিশেষ যত্ন নেওয়া জরুরি।' মন্দিরের কেয়ারটেকার ভোলা ওরাওঁ বলেন, 'মন্দির কমিটি নিজের খরচে সিংহের বিগ্রহগুলি বসিয়েছে। কয়েকটি বিগ্রহের পা ও লেজ ভেঙেছে। সেগুলি মেরামত করা হয়েছে।'

আলমজিরা ধানের সুগন্ধে লাভের আশা

বিশ্বজিৎ প্রামাণিক

পতিরাম, ২০ সেপ্টেম্বর : ধান গাছ এখনও পুরোপুরি বড় হয়নি। কিন্তু মাঠের হাওয়ায় নাকি ইতিমধ্যেই মিশছে হালকা সুগন্ধ। তাহলে ভাত রান্না করার সময় নিশ্চয়ই ঘরদোর মাত হয়ে যাবে! 'নতুন' সুগন্ধি ধানের চাষ ঘিরে তাই পতিরাম সংলগ্ন গ্রামগুলোর কৃষকদের আগ্রহ বাড়ছে। দক্ষিণ দিনাজপুরের খাঁপুর, কৈগ্রাম, সৈয়দপুর, নাজিরপুর থেকে পতিরাম— বেশ কয়েকটি এলাকার জমিতে এ বছর দেখা মিলছে আলমজিরা ধানের। গত বছরই পরীক্ষামূলক চাষ করা হয়েছিল। এবার সেই ধানের চাষের জমির পরিমাণ অনেকটা বেড়েছে।

আমন মরশুমে চেনা ধানের পাশাপাশি অন্য জাত নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা নতুন নয়। দক্ষিণ দিনাজপুরের এই এলাকায় তুলাইপাঞ্জি, চিনি আতপের মতো সুগন্ধি ধান চাষ করা হয়েছে আগেই। তার সঙ্গে এবার আলমজিরাকে ঘিরে কৃষকমহলে আলাদা আগ্রহ তৈরি হয়েছে। বাংলাদেশের এই ধান ইতিমধ্যেই প্রতিবেশী দেশের বাজারে তার সুগন্ধের জন্য পরিচিত। এবার এ রাজ্যের বাজারে ভালো চাহিদা তৈরি হলে চাষে লাভের সম্ভাবনাও রয়েছে। সেই আশাতেই এবার একটু বেশি জমিতে বীজ ফেলেছেন অনেক চাষি। কিন্তু এখন চাষিদের মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে সাপের উপদ্রব।

কৈগ্রামের কৃষক শুভঙ্কর বর্মন যেমন তিন বিঘা জমিতে আলমজিরা ধান চাষ করেছেন। বললেন, 'প্রায় ১২০০ টাকা দিয়ে আলমজিরার বীজ কিনেছি। কিন্তু সাপের ভয়ে এখন জমিতে আগাছা পরিষ্কার বা ওষুধ প্রয়োগের জন্য শ্রমিক পাওয়া কঠিন হয়ে পড়েছে।' জমিতে আগাছা পরিষ্কার, সার দেওয়া কিংবা কীটনাশক প্রয়োগ— ধানের পরিচর্যার প্রায় প্রতিটি কাজেই শ্রমিকের প্রয়োজন। সেখানে সাপ দেখা যাওয়ার কথা ছড়িয়ে পড়ায় অনেকে জমিতে যেতে চাইছেন না। কৃষ্ণগড়ের কৃষক দেবু ঘোষ এ বছর প্রথমবার এক একর জমিতে এই ধান চাষ করেছেন। বললেন, 'ধান

- পতিরাম সংলগ্ন এলাকায় বাড়ছে আলমজিরা ধানের চাষ
- সুগন্ধি ধানে লাভের আশা, তবে সাপের ভয়ে শ্রমিক মিলছে না
- এ ধরনের ধানের চাষের সঙ্গে সরাসরি সাপের উপদ্রবের যোগ নেই, বলছে কৃষি দপ্তর

আসার আগেই গাছ থেকে সুগন্ধ পাওয়া যাচ্ছে।' তবে জমিতে সাপের উপস্থিতি নিয়ে সমস্যা হচ্ছে তাঁরও।

কৃষি দপ্তরের আধিকারিক অমিত চট্টোপাধ্যায় বলেন, বিষয়টি তাঁদের নজরে এসেছে। কিন্তু এই ধানের সঙ্গে সাপের উপদ্রব বৃদ্ধির সরাসরি সম্পর্কের কারণ এখনও জানা যায়নি। কৃষিবিজ্ঞানী ডঃ নকুল মণ্ডল মনে করেন, জমিতে ইঁদুরের উপস্থিতি বেশি হলে এবং জমি নীচু হলে সেখানে সাপের আনাগোনা বাড়তে পারে। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে সুগন্ধি ধানের ভালো বাজার রয়েছে। ফলে অপ্রচলিত কোনও সুগন্ধি ধান স্থানীয় কৃষকদের আগ্রহী করে তুলবে, সেটাই স্বাভাবিক।

বন্দুক দেখিয়ে অপহরণ, মুক্তিপণ দাবি

তপন, ২০ সেপ্টেম্বর : তিনটি মোটরসাইকেল নিয়ে এসে কয়েকজন নিজেদের পুলিশ পরিচয় দিয়ে থানায় ডাকার নাম করে এক ব্যক্তিকে অপহরণ করেছে—এমন অভিযোগে চাঞ্চল্য ছড়াল তপন এলাকায়।

অভিযোগ, এরপর জোর করে সাহাজাহান মোল্লা নামের ওই ব্যক্তিকে মোটরসাইকেলে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়। পথেই তাঁকে মারধর করা হয়, এমনকি কপালে বন্দুক ঠেকিয়ে ভয় দেখানো হয়। পরে পরিবারের কাছে দুই লক্ষ টাকা মুক্তিপণ দাবি করা হয়। টাকা না দিলে সাহাজাহানকে মেরে ফেলার হুমকি দেওয়া হয় বলেও অভিযোগ।

খবর পেয়ে তপন থানার পুলিশ তাঁকে উদ্ধার করে এবং তপন হাসপাতালে নিয়ে যায়। ঘটনার পর রবিবার থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন ওই ব্যক্তি।

কর্মখালি

লেডিস বিউটি পার্লারের জন্য স্টাফ/Staff চাই। Siliguri 8617333562. (C/123883)

•

আমন্ত্রণ বস্ত্র প্রতিষ্ঠান শিলিগুড়িতে Sales/Cashier/ Cash Memo লেখার জন্য মহিলা/পুরুষ কর্মী আবশ্যক। M. No.-7699990313. (P/N)

•

Anybody who is honest and hardworking under the age of 30 and have interest in business but is financially unstable, can mail us his mobile no. to debjaymisra036@gmail.com (C/123166)

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Abridged e-Tender Notice
Divisional Forest Officer, Coochbehar Division invites e-tenders for – i) NIT No–02/RMZ/COBDIVN/2026-27 for Supply of Diet (Fish) for animal of Rasikbeel Min Zoo. ii) NIT No–03/RMZ/COBDIVN/2026-27 for Supply of Diet (Beef, Chicken & Desi Chicken) for animal of Rasikbeel Min Zoo. and Other details may be had from office Notice Board & Website : wbtenders.gov.in Date & Time Schedule : 1. Date of Publication (Offline) = 21/09/2026-News Paper. 2. Date of e-Publication (Online) = 22/09/2026 from 05:00 P.M. 3. Date of uploading of NIT & other documents = 23/09/2026 from 09:00 A.M. 4. Documents download/Sell start date = 23/09/2026 from 09:00 A.M. 5. Bid submission start date = 23/09/2026 from 09:00 A.M. 6. Bid submission closing date = 06/10/2026 from 12:30 P.M. 7. Bid opening date for technical proposals = 08/10/2026 after 01:00 P.M. Sd/- Divisional Forest Officer, Coochbehar Division. ICA-T18024(3)/2026

ভাড়া

445 sqft space for shop, godown on rent. Mob 8073503048. (K)

•

শিলিগুড়িতে কোচিং সেন্টারের জন্য ন্যূনতম 500 sqft, বাড়ি/Flat/ মল প্রয়োজন। Ph-9667802567. (C/123562)

অ্যাফিডেভিট

আমার কন্যা Sueety Khatun-এর জন্ম শংসাপত্র Reg No. 91, তাং 17-03-2008, শুকটাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রদত্ত, আমার নাম Nurjahan Bibi নথিবদ্ধ হয়েছে। গত 08.09.26 J.M. 1st Court, সদর, কোচবিহার-অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমি Nurjahan Khatun এবং Nurjahan Bibi এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। সর্বত্র আমার নাম Nurjahan Khatun প্রতিষ্ঠিত করতে এই হলফনামা পেশ করলাম। গ্রাম ও পোঃ দুধেরকুঠি দেওয়ানবস, থানা-কোতোয়ালি, জেলা ঃ কোচবিহার। (C/122691)

•

আমার কন্যা Suhina Parvin-এর জন্ম শংসাপত্র Reg No. 14, তাং 21-01-2013, শুকটাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রদত্ত, আমার নাম Nurjahan Bibi নথিবদ্ধ হয়েছে। গত 08-09-26, J.M. 1st Court, সদর, কোচবিহার-অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমি Nurjahan Khatun এবং Nurjahan Bibi এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। সর্বত্র আমার নাম Nurjahan Khatun প্রতিষ্ঠা করতে এই হলফনামা পেশ করলাম। গ্রাম ও পোঃ দুধেরকুঠি দেওয়ানবস, থানা-কোতোয়ালি, জেলা ঃ কোচবিহার। (C/122692)

•

আমি Archana Mandal, গ্রাম-ভারতীনাওদা, পোঃ বিরামপুর, থানা-মোথাবাড়ি, মালদা-732207 আমার ছেলের জন্ম প্রমাণপত্রে জন্মস্থান Rural Hospital Bangitola (যার রেজিঃ নং B/2025/0403681, Dt. 12/03/2025) ছেলের নাম ভুল থাকায় গত 17/09/26 তারিখে মালদা ১ম শ্রেণি J.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে ছেলের নাম Rajkumar Roy থেকে Aditya Roy করা হইল যা উভয়ই এক ও অভিন্ন ব্যক্তি। (C/123889)

•

It is general information that I, Md Shibzadul Haque S/o Md Ainul Haque. R/o- Barogachiya, Chanchal, Post- Chanchal, Dist- Malda, West Bengal- 732123, declare that the names of mine and my father have been wrongly written as Mohammed Shibzadul Hoque and Mohammed Ainul Hoque in my passport No. R4870692. The actual names of mine and my father are Md Shibzadul Haque and Md Ainul Haque respectively, which may be amended accordingly. (C/123886)

হোল্ডিং সেন্টারে চার রোহিঙ্গা

রাজগঞ্জ, ২০ সেপ্টেম্বর : শনিবার রাতে রাজগঞ্জের ফাটাপুকুরের মার্কেট কমপ্লেক্সের জায়গায় তৈরি অস্থায়ী হোল্ডিং সেন্টারে চার রোহিঙ্গাকে আনা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে একজন মহিলা রয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। শুক্রবার নিউ জলপাইগুড়ি (এনজেপি) স্টেশনে ত্রিপুরা সুন্দরী এক্সপ্রেস থেকে ওই চারজনকে গ্রেপ্তার করে জিআরপি। তাঁদের নাম মহম্মদ সালাম, মহম্মদ সুফায়েদ, মুজিবর রহমান এবং জয়নুর বিবি। প্রশাসনের দাবি, তাঁদের কাছে ভারতে প্রবেশ বা অবস্থানের কোনও বৈধ নথি ছিল না। শনিবার জিআরপির পক্ষ থেকে তাঁদের জলপাইগুড়ি আদালতে পেশ করা হয়। আদালতের প্রক্রিয়া শেষে পরবর্তী পদক্ষেপের জন্য তাঁদের ফাটাপুকুরের অস্থায়ী হোল্ডিং সেন্টারে পাঠানো হয়। জেলা পুলিশ সুপার সুজাতাকুমারী বীণাপাণি জানান, এনজেপিতে জিআরপি ওঁদের গ্রেপ্তার করেছে। আদালত চারজনকে হোল্ডিং সেন্টারে রাখার নির্দেশ দিয়েছে।

শরতের আগমনী বার্তা। আলিপুরদুয়ার শহর সংলগ্ন এলাকায় আয়ুষ্মান চক্রবর্তীর ক্যামেরায়।

এজিএম বাতিল

কোচবিহার, ২০ সেপ্টেম্বর : নতুন সদস্যপদকে কেন্দ্র করে ক্ষোভের জেরে বাতিল হয়ে গেল দ্য কোচবিহার ক্ষত্রিয় সোসাইটির বার্ষিক সাধারণ সভা। সংগঠন সূত্রে খবর, প্রায় ৪-৫ বছর পর রবিবার গুঞ্জবাড়ি এলাকার পঞ্চানন হলঘরে সভা শুরু হয়েছিল। দীর্ঘদিন সংগঠনের নতুন সদস্যপদ দেওয়া বন্ধ ছিল। এদিন সভা শুরু হতেই নতুন সদস্যপদ নিয়ে অল্পবয়সি কয়েকজন ব্যাপক ক্ষোভ প্রকাশ করেন। শেষ পর্যন্ত সভা বাতিল করা হয়। সংগঠনের সভাপতি অন্নময়ী অধিকারী ও সম্পাদক শুভদীপ সরকারকে একাধিকবার ফোন করা হলেও তাঁরা ফোন ধরেননি। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক সিনিয়ার সদস্য বলেন, 'এদিন সভা বাতিল হয়ে গিয়েছে। আগামী ১৫ দিনের মধ্যে পুনরায় এই সভা হবে।'

রহস্যে মোড়া হনুমান দণ্ডের নানা কাহিনী

তন্দ্রা চক্রবর্তী

কোচবিহার, ২০ সেপ্টেম্বর : ঠিক যেন রূপকথায় গুপ্তধনের যক্ষ! খোদ রাজার শহর কোচবিহারের বুকেই রয়েছে রাজ আমলের শতাব্দীপ্রাচীন প্রতিনিধি, হনুমান দণ্ড। অথচ কোচবিহারের অধিকাংশ মানুষই তাকে স্বচক্ষে দেখেননি কোনওদিন। প্রাণের ঠাকুর মদনমোহনের মন্দিরের গর্ভগৃহে, বিগ্রহের পেছনে বারো মাস তার অবস্থান। বছরে চারবার দুয়ারবক্সীর তত্ত্বাবধানে নিয়ম মেনে সেখান থেকে বের করে আনেন কোনও এক দেউরি। তবু, আজও রহস্যের মোড়কে ঢাকা রয়েছে রাজপরিবারের প্রতীক এই দণ্ড।

নিয়মিত মদনমোহনবাড়িতে গেলেও হনুমান দণ্ডের বিষয়ে কিছুই শোনেননি হাজরাপাড়ার বাসিন্দা বুলবুল ঘোষ। তিনি বললেন, 'আমার বাপেরবাড়ির সামনেই মদনমোহনবাড়ি। এতবার গিয়েছি, এতবার পুজো দিয়েছি, কখনও হনুমান দণ্ড চোখে দেখিনি।' আসলে রাজ আমলের ঐতিহাসিক মুদ্রা, ঢাল, তলোয়ারের কথা সবাই জানেন। কিন্তু বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এই হনুমান দণ্ডের গুরুত্ব তার চেয়ে অনেক বেশি। ভক্তরা মদনমোহনের দর্শন করেন। কিন্তু গর্ভগৃহের ভেতরে সিংহাসনের পেছনের দেওয়ালে, ডানদিকে রাখা দণ্ডটি দেখার সুযোগ হয় না কারও। লম্বায় প্রায় সাড়ে আট ফুট, রুপোর পাতে মোড়া এই হনুমান দণ্ড। ওপরে রয়েছে ছোট একটি হনুমানের মুখ। আনুমানিক ১২ থেকে ১৫ কিলোগ্রাম ওজন দণ্ডটির।

মদনমোহনের পুরোহিত শিবপ্রসাদ চক্রবর্তী বলেন, 'রাধাষ্টমীতে হনুমান দণ্ড নিয়ে যাওয়া হয় মদনমোহনবাড়ি থেকে। দুয়ারবক্সীর তত্ত্বাবধানে কোনও এক দেউরির কাঁধে চেপে ওই দণ্ড পৌঁছোয় দেড় কিলোমিটার দূরে দেবীবাড়িতে। সেখানে ময়না কাঠের পুজোর পর ফিরে আসে মদনমোহনবাড়িতে। দেবীমূর্তি

মদনমোহন মন্দিরে হনুমান দণ্ড।

তৈরি শেষ হলে দ্বিতীয়ার দিন হয় দেওদেখা। সেদিন বড় কোষায় দেবীর মুখ দেখা হয়। তার সাক্ষী থাকে এই দণ্ড। সেদিনের পুজো শেষ হলে আবার দণ্ডটি ফেরত আসে মদনমোহনবাড়িতে।' শিবপ্রসাদ আরও বলেন, 'মহাষ্টমীর রাতে মদনমোহনবাড়ি থেকে দেবীবাড়ি নিয়ে গিয়ে হনুমান দণ্ডের গুপ্তপুজো হয়। এরপর ভোরবেলা মদনমোহনবাড়িতে ফেরত আসে

> রাধাষ্টমীতে হনুমান দণ্ড নিয়ে যাওয়া হয় মদনমোহনবাড়ি থেকে। কোনও এক দেউরির কাঁধে চেপে দণ্ড পৌঁছোয় দেড় কিলোমিটার দূরে দেবীবাড়িতে।
>
> **শিবপ্রসাদ চক্রবর্তী**
> মদনমোহনের পুরোহিত

এই রাজপ্রতীক।' বিজয়া দশমীর এক মাস পরে হয় বামাপুজো। সেদিনও মদনমোহনবাড়ি থেকে হনুমান দণ্ড বের করা হয়। একমাত্র দেবীবাড়ি যাওয়া ছাড়া অন্য কোনও সময় হনুমান দণ্ড দেখতে পান না কোচবিহারবাসী। দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের এক অবসরপ্রাপ্ত কর্মী বলেন, 'বহু আগে দুয়ারবক্সী অমিয় দেব বক্সীর কাছে শুনেছি, ওই দণ্ডের গায়ে শংকরাচার্যের শ্লোক লেখা কাপড় মোড়া থাকত। এর ওপর বছর বছর নতুন কাপড় পরানো হয়। তাই দণ্ডটির ওপরে হনুমানের মুখ আর নীচের অংশ ছাড়া কিছুই দেখা যায় না।' পুরোহিত শিবপ্রসাদ বলেন, 'আমাদের আগের পুরোহিতরা বলে গিয়েছেন, ওই কাপড় কখনও খোলা যায় না। তাই পুরো হনুমান দণ্ড কেমন দেখতে, আমরাও জানি না।'

দ্য কোচবিহার রয়্যাল ফ্যামিলি সাকসেসর্স ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের মুখপাত্র কুমার মৃদুলনারায়ণ বলেন, 'হনুমান দণ্ডের সংরক্ষণের জন্য আবেদন করেছি। নতুন প্রজন্ম মন্দিরে যায়। মদনমোহনের ভোগ খায়। কিন্তু, জানে না এ শহরেই পাহারা দিচ্ছে নীরব এই রাজপ্রতীক।'

আজ টিভিতে

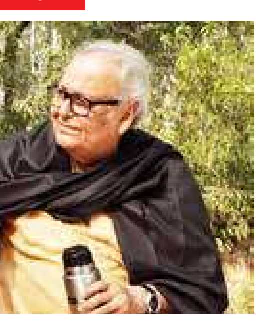

বেলাশুরু বিকেল ৫.০০ জলসা মুভিজ

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ৮.১৫ ড্রাকুলা স্যর, বেলা ১১.০০ রকি, দুপুর ১.৪৫ পাগলু টু, বিকেল ৫.০০ বেলাশুরু, রাত ৯.৩০ শক্তি
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.৩০ কেঁচো খুঁড়তে কেউটে, দুপুর ২.০০ মহান, বিকেল ৫.০০ নাটের গুরু, রাত ৯.৩০ সূর্য
জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.০০ তুমি যে আমার, দুপুর ১২.০০ মাটির মানুষ, ২.৩০ পিতা মাতা সন্তান, বিকেল ৫.০০ সত্য মিথ্যা, রাত ৮.০০ চিতা, ১০.৩০ জীবন যৌবন
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ অগ্নি সংস্কার
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ তুমি কত সুন্দর
কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড : বেলা ১১.০৩ সূর্যবংশী, দুপুর ২.০৮ লজ্জা, সন্ধে ৬.৫০ জিদ্দি, রাত ৯.৫৭ অগ্নিপথ
স্টার গোল্ড : সকাল ১০.৩০ রাজা সাব, দুপুর ১.৫৫ মা, বিকেল ৪.৫৭ মেরি তাকত মেরা ফয়সলা, সন্ধে ৭.৫০ চুপ চুপ কে, রাত ১১.১৬ পার্টনার
স্টার গোল্ড রোমান্স : সকাল ৯.৩৮ মুঝসে দোস্তি করোগে, দুপুর ১২.৪১ হলচল, বিকেল ৩.৩০ কভি খুশি কভি গম, সন্ধে ৭.৫৫ জব উই মেট, রাত ১০.৫৫ গোলমাল থ্রি

লাইফ অফ আ প্রিডেটর সন্ধে ৬.১৮ অ্যানিমাল প্ল্যানেট

ফায়ার পাওয়ার-ডিফেন্ডিং ইন্ডিয়া বিকেল ৪.৩০ হিস্ট্রি টিভি এইটিন এইচডি

জিদ্দি সন্ধে ৬.৫০ কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড

চরের মানুষের দুর্গতিনাশিনী যেন আশাকর্মী দ্রৌপদী

মালদা, ২০ সেপ্টেম্বর : ঝাড়খণ্ডের ঠিক কোল ঘেঁষে বয়ে চলা গঙ্গার বুক চিরে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকা এক টুকরো বিচ্ছিন্ন জনপদ— মানিকচকের নারায়ণপুর চর। বর্ষা এলেই এই চরের বাসিন্দাদের কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়ে। গঙ্গার কোপে যখন গোটা গ্রাম জলের তলায় চলে যায়, তখন ত্রাতা বলতে কেউ থাকেন না। তবে গত কয়েক সপ্তাহ ধরে সেই চরের এক হাজার মানুষের মুখে ফিরছে এক নারীর নাম— দ্রৌপদী চৌধুরী। এলাকার মানুষ তাঁকে এখন 'দুর্গতিনাশিনী' উমা না হলেও আক্ষরিক অর্থেই ঘরের মেয়ে আর আস্থার প্রতীক বলে মানেন।

চার বছর আগে ২০২২ সালে এই চরের একমাত্র আশাকর্মী হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছিলেন দ্রৌপদী। কিন্তু গত কয়েক মাসে যেভাবে ফুঁসে উঠেছে গঙ্গা, তাতে তাঁর কাজের পরিধি শুধু স্বাস্থ্য পরিষেবায় আটকে থাকেনি, হয়ে উঠেছে জীবন বাঁচানোর লড়াই।

চোখের সামনে যখন গোটা চরটা জলমগ্ন, চারপাশে থইথই করছে গঙ্গার সর্বগ্রাসী জল, তখন বাঁশের মাচা বা ভাঙাচোরা নৌকাই ছিল সম্বল। ঘরের ভেতর বন্দি দশায় ছটফট করছিল মানুষ। সেই উত্তাল স্রোতকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে ছোট একটা টিনের নৌকায় চেপে বেরিয়ে পড়েছিলেন দ্রৌপদী। একহাতে টিনের নৌকার দাঁড় টেনেছেন, অন্যহাতে মাথার ওপর উঁচিয়ে ধরেছেন ওষুধের ব্যাগটা— একটু এদিক-ওদিক হলেই সমস্ত ওষুধ তলিয়ে যাবে জলের তলায়। শুধু তাই নয়, ভাসমান এই অবস্থার মধ্যেও স্বাস্থ্য দপ্তরে নিয়মিত রিপোর্ট পাঠানো বা অফিশিয়াল কাজকর্মে একটুও ছেদ পড়তে দেননি তিনি।

এখন গঙ্গার জল খানিক কমলেও বিপদ কাটেনি একটুও। জলের টানে ভেসে আসা কাদা আর পচা জলে এখন গোটা চরে শুরু হয়েছে রোগব্যাধি। হাত-পা ফুলে জলকাদায় ইনফেকশন, চর্মরোগ, পেটের অসুখ আর জ্বরে শয্যাশায়ী প্রায় প্রতিটা ঘর। কিন্তু চরের মানুষ যাবে কোথায়? মূল ভূখণ্ডের মানিকচক ঘাট পর্যন্ত পৌঁছাতেই যেখানে সময় লাগে প্রায় দেড় ঘণ্টা, সেখানে ফুঁসতে থাকা গঙ্গা পেরিয়ে মানিকচক ব্লক হাসপাতালে গিয়ে চিকিৎসা করানোর সামর্থ্য বা সাহস— কোনওটাই এই দরিদ্র মানুষগুলোর নেই।

টিনের নৌকায় চেপে বানভাসি এলাকায় আশাকর্মী দ্রৌপদী চৌধুরী।

আর ঠিক এখানেই মুশকিল আসান হয়ে দাঁড়িয়েছেন দ্রৌপদী ও তাঁর স্বামী উত্তম চৌধুরী। একা দ্রৌপদী আজও প্রতিদিন ওই নদী পেরিয়ে মানিকচক ব্লক স্বাস্থ্য দপ্তরে আসেন, চিকিৎসকদের সঙ্গে কথা বলেন, চরের রুগ্ন মানুষগুলোর প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী ওষুধপত্র পিঠে করে বয়ে নিয়ে যান চরের দিকে। স্থানীয়দের কথায়, আমাদের সরকারি সুযোগ-সুবিধা বলতে ওই দম্পতিই শেষ কথা। পেট চালাতে গিয়ে গঙ্গার মাছেই যাদের দিন কাটে, তারা বড় ডাক্তারের কাছে যাওয়ার কথা ভাববে কী করে? দ্রৌপদীদি আর উত্তমদা না থাকলে বন্যায় ভেসে মরতাম আমরা।

প্রশাসনের কড়া নজরদারির বাইরে থাকা এই চরের মানুষগুলো আজও আধুনিক সুযোগ-সুবিধা থেকে বহুদূরে। কিন্তু সেই আক্ষেপ ঢেকে যায় যখন দেখা যায়, গলাজলে নেমে মানুষের বাড়ি বাড়ি চাল-ডাল আর ওষুধের প্যাকেট পৌঁছে দিচ্ছেন এক নারী। কোনও মেডেল বা পুরস্কারের তোয়াক্কা তাঁর নেই। তিনি প্রমাণ করে দিয়েছেন— সদিচ্ছা আর বুকভরা সাহস থাকলে সরকারি পদের সীমানা পেরিয়েও সত্যিকারের 'মানবিক মুখ' হয়ে ওঠা যায়।

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : সাংসারিক সমস্যায় নিকট কোনও আত্মীয়ের কাছ থেকে সহায়তা পেতে পারেন। বাবার শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা কেটে যাবে। বৃষ : পারিবারিক কোনও কাজে দূরে যেতে হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সঙ্গে সুমধুর সম্পর্ক বজায় থাকবে। মিথুন : অল্পে সন্তুষ্ট থাকুন। রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের নতুন কোনও দায়িত্ব নিতে হতে পারে। কর্কট : খুব নিকটজনের দ্বারা আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন। মামলা-মোকদ্দমায় জয়ের সম্ভাবনা। সিংহ : নতুন কোনও কাজে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত। মাথাব্যথায় ভোগান্তি বাড়বে। কন্যা : ধার শোধ করতে পেরে স্বস্তি। কাপড়, লোহা প্রভৃতি ব্যবসায় লাভ হবে। তুলা : আজ রাস্তাঘাটে খুব সাবধানে চলাফেরা করুন। বাড়িতে আত্মীয়স্বজনের আগমনে আনন্দ। বৃশ্চিক : ব্যবসায় সামান্য পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করতে পারেন। পথে বিতর্কে জড়ালেই খুব সমস্যা হতে পারে। ধনু : মায়ের পরামর্শে দাম্পত্যের সমস্যা কাটবে। পাওনা আদায় হবে। মকর : আজ সাবধানে চলাফেরা করুন। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সঙ্গে মনোমালিন্য। কুম্ভ : বাড়িতে অতিথির আগমন। ভাইয়ের সুসংবাদে খুশি হবেন। মীন : সংসারের কাজে দূরে যেতে হতে পারে। শ্লেষ্মাজনিত সমস্যায় ভোগান্তি। হার্টের রোগীরা সাবধানে থাকুন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৩ আশ্বিন, ১৪৩৩, ভাঃ ৩০ ভাদ্র, ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ৩ আহিন, সংবৎ ১০ ভাদ্রপদ সুদি, ৯ রবিঃ সানি। সূঃ উঃ ৫।২৮, অঃ ৫।৩৩। সোমবার, দশমী সন্ধ্যা ৬।২৩। উত্তরাঢ়ানক্ষত্র অহোরাত্র। শোভনযোগ অপরাহ্ন ৫।১। গরকরণ সন্ধ্যা ৬।২৩ গতে বণিজকরণ। জন্মে- ধনুরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী বৃহস্পতির ও বিংশোত্তরী রবির দশা, দিবা ১১।২ গতে মকররাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ। মৃতে-দ্বিপাদদোষ। যোগিনী- উত্তরে, সন্ধ্যা ৬।২৩ গতে অগ্নিকোণে। কালবেলাদি ৬।৫৯ গতে ৮।২৯ মধ্যে ও ২।৩২ গতে ৪।৩ মধ্যে। কালরাত্রি ১০।২ গতে ১১।৩১ মধ্যে। যাত্রা- নাই। শুভকর্ম- অপরাহ্ন ৫।১ মধ্যে (অতিরিক্ত গাত্রহরিদ্রা ও অব্যূঢ়ান্ন) নামকরণ দীক্ষা নবশয্যাসনাদ্যুভোগ নিষ্ক্রমণ অন্নপ্রাশন জলাশয়ারম্ভ দেবতাগঠন ক্রয়বাণিজ্য বিক্রয়বাণিজ্য বিপণ্যারম্ভ পুণ্যাহ গ্রহপূজা শান্তিস্বস্ত্যয়ন হলপ্রবাহ বীজবপন বৃক্ষাদিরোপণ ধান্যচ্ছেদন ধান্যস্থাপন ধান্যবৃদ্ধিদান ধান্যনিষ্ক্রমণ কারখানারম্ভ। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)-দশমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। বিশ্ব অ্যালঝাইমার দিবস (২১ সেপ্টেম্বর) অমৃতযোগ – দিবা ৭।৯ মধ্যে ও ৮।৪১ গতে ১০।৫৯ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৩৭ গতে ১০।৫৭ মধ্যে ও ২।১৭ গতে ৩।৭ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সত্যতা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

বাগডোগরার রূপসিংজোতে নিকাশিনালা নিয়ে তদন্ত দাবি

কাজের আগেই বিল পাশ

কার্তিক দাস

বাগডোগরা, ২০ সেপ্টেম্বর : খোদ মন্ত্রীর এলাকায় পুকুর চুরির পর্দা ফাঁস! কাজ না করেই বিল পাশ করে টাকা গায়েব করে দেওয়া হয়েছে। বিডিও-কে অন্ধকারে রেখে দায়িত্বপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ার (নির্মাণ সহায়ক) ও বরাতপ্রাপ্ত ঠিকাদারের যোগসাজশে এক ভয়ংকর দুর্নীতির খবর সামনে এসেছে। অর্থ প্রতিমন্ত্রী আনন্দময় বর্মন এই আর্থিক কেলেঙ্কারির তদন্ত করে দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপের আশ্বাস দিয়েছেন।

তৎকালীন তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের আমলে নকশালবাড়ির লোয়ার বাগডোগরা গ্রাম পঞ্চায়েতের রূপসিংজোত উত্তর এলাকায় ‘আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান’ প্রকল্পে দুটি নিকাশিনালা তৈরির পরিকল্পনা হয়েছিল। একটি নন্দী বর্মনের বাড়ি থেকে উত্তরা গেট পর্যন্ত। অন্যদিকে, সিন্ধু ওরাওঁয়ের বাড়ি থেকে মন্মথ বর্মনের বাড়ি পর্যন্ত পুরোনো নিকাশিনালা সংস্কারের কথা ছিল।

এ জন্য ২০২৫ সালের ২০ সেপ্টেম্বর নকশালবাড়ি বিডিও অফিস থেকে টেন্ডার ডাকা হয়। (টেন্ডার নম্বর : 17/APAS/NXL/2025-26, Sl No.01) ২৮ নভেম্বর ‘মা তারা এন্টারপ্রাইজ’-কে ৬ লক্ষ ৭০ হাজার ৩৩০ টাকার কাজের ওয়ার্কঅর্ডার দেওয়া হয়। অভিযোগ, কাজ শুরু না হলেও ২০২৬ সালের ২৬ মার্চ ঠিকাদারকে ৬ লক্ষ ৭০ হাজার ১৮৪ টাকা মেটানো হয়।

বিষয়টি নিয়ে রূপসিংজোতের বিজেপি পঞ্চায়েত সদস্য বিক্রম সিংহ প্রশ্ন তোলেন। তাঁর দাবি, কাজ না হওয়ায় তিনি দায়িত্বপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ারকে জানিয়েছিলেন।

এই নিকাশিনালা নিয়েই সমস্যা। -সংবাদচিত্র

ইঞ্জিনিয়ার তাঁকে ফান্ডে টাকা নেই বলে জানিয়েছিলেন। পরে কাজের টাকা এসেছে জানিয়ে কাজ শুরু করা হয়। কিন্তু কাজ শুরুর আগে নিয়ম অনুযায়ী বোর্ড লাগানো হয়নি। সেখান থেকেই তাঁর সন্দেহ বাড়ে।

বিডিও অফিস সূত্রে খবর, নিয়ম অনুযায়ী কাজ শুরুর আগে বোর্ড লাগিয়ে জিও ট্যাগিং স্টিল ছবি তুলতে হয়। কাজের মাঝে এবং শেষে জিও ট্যাগিং ছবি তুলতে হয়। কাজ শেষ হলে নির্মাণ সহায়ক এস্টিমেট ও শিডিউল অনুযায়ী মাপজোখ করে বিল তৈরি করেন। এরপর অ্যাকাউন্ট্যান্ট তা খতিয়ে দেখেন। শেষে বিডিও ‘পাশ ফর পেমেন্ট’ লিখে ক্যাশিয়ারের কাছে পাঠান। অভিযোগ, এই ক্ষেত্রে কাজ না হয়েও সম্পূর্ণ কাজের রিপোর্ট দিয়ে বিল পাশ করানো হয়।

স্থানীয় সূত্রের দাবি, রেলগেটের পাশে দীর্ঘদিন কাজের কোনও চিহ্ন ছিল না। বোর্ডও ছিল না। রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর বিজেপির প্রভাব বাড়ায় এবং ওই এলাকায় অর্থ প্রতিমন্ত্রী আনন্দময় বর্মন পুনর্নির্বাচিত হয়ে মন্ত্রী হওয়ায় ফের কাজ শুরু করা হয়েছে বলে বিজেপি নেতৃত্বের অভিযোগ। সেপ্টেম্বর মাসে তড়িঘড়ি কাজ শুরু হয়।

সম্প্রতি সেখানে চার শ্রমিককে নিয়ে কাজ করতে দেখা যায়। হেড রাজমিস্ত্রি সনৎ বর্মন বলেন, ‘মাসখানেক ধরে কাজ শুরু হয়েছে। বাকি কিছু বলতে পারব না।’ স্থানীয় বাসিন্দা সুদীপ ঘোষের অভিযোগ, ‘বহুদিন আগে কাজ হওয়ার কথা ছিল। এখন প্রায় তিন সপ্তাহ থেকে তড়িঘড়ি কাজ হচ্ছে। কাজটা অত্যন্ত নিম্নমানের হচ্ছে।’ তবে কাজ হওয়ায় তাঁরা খুশি বলে স্থানীয় বাসিন্দা সুশীলা ঘোষ জানিয়েছেন। এজেন্সির অংশীদার বিপ্লব দত্তের সঙ্গে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা হলেও তিনি ফোন ধরেননি।

বিক্রম সিংহের প্রশ্ন, ‘কাজ না করে কীভাবে সরকারি টাকা রিলিজ হল এবং নির্মাণ সহায়ক কীভাবে ভুয়ো বিল পাশ করালেন সে বিষয়ে তদন্ত প্রয়োজন।’ এই কাজের দায়িত্বপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ার তথা নির্মাণ সহায়ক অংশুমান চক্রবর্তী বললেন, ‘টেন্ডার বহুদিন আগে হয়েছিল ঠিকই কিন্তু আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান প্রকল্পের ফান্ডে টাকা ছিল না। তাই কাজ দেরিতে শুরু করা হয়েছে।’ কাজ না শুরু করলেও কী করে তিনি ২৬ মার্চ বিল পাশ করালেন বলে প্রশ্ন করা হলে অংশুমান অবশ্য সটান ব্যাকফুটে। কোনওমতে আমতা আমতা করে বললেন, ‘দেখুন, কীভাবে অফিসে কাজ হয় তা তো আপনারা বোঝেন।’ তাঁর আরও বক্তব্য, ‘আসলে বিল না পাশ করলে টাকা ফিরে যেত। আর এলাকার উন্নয়ন ব্যাহত হত।’ বিষয়টি নকশালবাড়ি বিডিও জানেন বলেও তিনি দাবি করেন।

সূত্রের দাবি, অংশুমান তৎকালীন শাসকদলের ঘনিষ্ঠ ছিলেন। ঠিকাদারদের সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠতার কথা এলাকায় প্রচলিত। ২০১৪ সালের মাস্টাররোলে জাল সই ও স্ট্যাম্প ব্যবহার করে টাকা আত্মসাতের অভিযোগে তৎকালীন উপপ্রধান কুমারী বিভা বিশ্বকর্মা এবং নকশালবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির তৎকালীন কর্মাধ্যক্ষ পবন সিন্ধু তাঁর বিরুদ্ধে বাগডোগরা থানায় পৃথক দুটি অভিযোগ করেছিলেন। নকশালবাড়ির বিডিও প্রণব চট্টরাজের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তাঁর প্রতিক্রিয়া, ‘প্রচুর বিল পাশ করতে হয়। সব খুঁটিয়ে দেখা বিডিওর পক্ষে সম্ভব নয়। নির্মাণ সহায়কের উপর নির্ভর করতে হয়। তবে কাজ না করিয়ে বিল পাশ হয়ে থাকলে তদন্ত করে কড়া পদক্ষেপ করা হবে।’

ঘটনায় রাজ্যের অর্থ ও পরিবহণ প্রতিমন্ত্রী আনন্দময় বর্মন বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। তাঁর কথায়, ‘ইঞ্জিনিয়ার বা বিডিও, কাউকেই রেয়াত করা হবে না। জালিয়াতির অভিযোগের তদন্তে সক্রিয় ভূমিকা নেওয়া এবং আইন অনুযায়ী ব্যবস্থার বিষয়ে তিনি হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

শিলিগুড়ি স্টেট গেস্টহাউসের বৈঠকে মন্ত্রী অজয় পোদ্দার।

জল জীবন মিশনের কাজের সময়সীমা ২০২৮

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ২০ সেপ্টেম্বর : কাজ শেষের সময়সীমা কয়েক দফায় বেড়েছে। কিন্তু তারপরও জল জীবন মিশন প্রকল্পে বাড়ি বাড়ি নলবাহিত পানীয় জল পৌঁছোনোর কাজ সম্পূর্ণ হয়নি। রাজ্যে পালাবদলের আগে থেকে বরাদ্দ আটকে থাকার কারণে প্রকল্পের কাজ দীর্ঘদিন বন্ধ ছিল। টাকার দাবিতে বাস্তুকারদের অফিসে অফিসে বিক্ষোভ, অবস্থানে বসেছিলেন ঠিকাদাররা। বর্তমানে রাজ্যে সরকার পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু তাতেও প্রকল্পের কাজ গতি পায়নি। এবার সেই কাজে গতি আনতে ফের সময়সীমা বেঁধে দিল রাজ্যের পূর্ত এবং জনস্বাস্থ্য কারিগরি (পিএইচই) দপ্তরের মন্ত্রী অজয় পোদ্দার। রবিবার তিনি শিলিগুড়ি স্টেট গেস্ট হাউসে দপ্তরের বাস্তুকার এবং দার্জিলিং জেলা প্রশাসনের আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠক করেছেন। সেখানেই মন্ত্রী জানিয়েছেন, প্রকল্পের কাজ ২০২৮ সালের সেপ্টেম্বরের মধ্যে শেষ করতে হবে।

২০২৯ সালে দেশে লোকসভা ভোট। যে কাজ ২০২৪ সালে শেষ হওয়ার কথা, সেই প্রকল্পের সাফল্যকে ২০২৯-এর আগে প্রচারের আলোয় আনতেই কি মন্ত্রী ফের কাজের সময়সীমা বাড়ালেন—সেই প্রশ্ন উঠছে। এদিন মন্ত্রী প্রকল্পের কাজে অনিয়মের অভিযোগ তুলে তৃণমূল সরকারের আমলকে বিঁধতেও ছাড়েননি। তিনি দাবি করেন, ‘কেন্দ্র টাকা দিলেও আগের সরকার হিসেব ঠিকমতো দেয়নি। এছাড়া সঠিকভাবে কাজ না করার কারণে প্রকল্পের অগ্রগতি পিছিয়েছে।’ এদিন মূলত দার্জিলিং, কালিম্পং জেলা ও শিলিগুড়ি এলাকার বাস্তুকারদের নিয়ে বৈঠক করেন। এদিন উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের পরিবহণ এবং অর্থ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী আনন্দময় বর্মন, সাংসদ রাজু বিস্ট। আনন্দময় বলেন, ‘তৃণমূল কাজের হিসেব দেয়নি। দুর্নীতি করেছে। দ্রুত কাজ শেষ হবে। তবে এর সঙ্গে ভোটের যোগ নেই।’

প্রশাসন সূত্রে খবর, শুধু শিলিগুড়িতে জল জীবন মিশন প্রকল্পে এখনও পর্যন্ত প্রায় ৫১ শতাংশ বাড়িতে নলবাহিত পানীয় জল পৌঁছেছে। মহকুমার চার ব্লকে মোট ১.৮০ লক্ষের মতো পরিবার রয়েছে। জল পেয়েছে প্রায় ৯১ হাজার পরিবার। সজল গ্রাম হয়েছে মাত্র ৩৬টি। পাহাড়ের অবস্থা আরও খারাপ। সেখানে মাত্র ৩৬ শতাংশের কিছু বেশি বাড়িতে জল পৌঁছেছে। রাজ্যজুড়ে জল জীবন মিশন প্রকল্পের কাজ বন্ধ ছিল প্রায় বছরখানেক। যদিও এখন তা শুরু হয়েছে। কাজ দেরি হওয়ায় বিধানসভা ভোটের প্রচারে পাহাড়ে পানীয় জলের নলে মুখ লাগিয়ে তৃণমূলের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ফোন করার ঢঙে বার্তা পাঠিয়েছিলেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট। সেই ছবি ভাইরাল হয়েছিল। তবে এদিন মন্ত্রী কেবল বললেন, ‘প্রকল্পের কাজে গতি আনতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।’

সড়ক মেরামতিতে কড়া বার্তা

শিলিগুড়ি, ২০ সেপ্টেম্বর : পালাবদলের পরেও রাজ্যের বিভিন্ন অংশে সড়কের বেহাল ছবিটা বদলাচ্ছে না কিছুতেই। পুজোর মুখে এবার এই নিয়ে কড়া বার্তা দিলেন রাজ্যের পূর্ত এবং জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দপ্তরের মন্ত্রী অজয় পোদ্দার। রবিবার তিনি দপ্তরের বাস্তুকারদের নিয়ে শিলিগুড়ি স্টেট গেস্টহাউসে বৈঠক করেন। সেখানেই তিনি সামগ্রিকভাবে দার্জিলিং জেলা এবং বিশেষ করে শিলিগুড়ি শহরের রাস্তা সংস্কারের কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে বিশদে খোঁজখবর নেন। বাস্তুকাররা মন্ত্রী অজয়কে জানিয়েছেন, বর্ষার কারণে রাজ্যে সড়ক মেরামতির কাজ আটকে ছিল। এখনও বৃষ্টির মরশুম পুরোপুরি কাটেনি। ফলে ধীরগতিতে কাজ চলছে। পাশাপাশি দপ্তরের কর্তাদের আশা, পুজোর আগেই সড়ক মেরামতির কাজ শেষ করা সম্ভব হবে।

মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সরকারের চার মাসের বেশি সময় পার হওয়ার পরেও রাস্তার হাল ফেরেনি। এটাই এখন রাজ্যের অন্যতম বড় সমস্যা। ফলে দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে জনতাকে। শহর, গ্রামাঞ্চলের অনেক রাস্তা এখনও ভাঙা অবস্থায় পড়ে রয়েছে বলে অভিযোগ। শিলিগুড়ি শহরেও ইতিমধ্যে বেশ কিছু রাস্তা সংস্কার শুরু করেছে পূর্ত দপ্তর।

স্টেট গেস্টহাউসের বৈঠকের পরে এদিন দলের জেলা সাংগঠনিক কার্যালয়ে যান পূর্তমন্ত্রী অজয়। দলীয় স্তরে সেখানেও তিনি জানান, সড়ক মেরামতির বিষয়ে পদক্ষেপ করছে রাজ্য সরকার। এদিকে দলের অন্দরে দুর্নীতি, কাটমানি সংস্কৃতি নিয়ে দার্জিলিং লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ রাজু বিস্টের কড়া অবস্থান নিয়ে অস্বস্তি বাড়ে। পূর্তমন্ত্রীর সামনেই দলীয় কর্মীদের একাংশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন রাজু। সাংসদের অভিযোগ, সরকারি কাজের ঠিকা পাওয়া থেকে শুরু করে তোলাবাজি, চাঁদার জুলুমের ঘটনায় নাম জড়াচ্ছে দলীয় কর্মীদের একাংশের। তাঁর বক্তব্য, ‘দলীয় শৃঙ্খলা মেনে সকলকে চলতে হবে।’ নাম প্রকাশ্যে অনিচ্ছুক এক মণ্ডল সভাপতি বলেন, ‘কাজের টেন্ডার থেকে সবকিছুতেই নেতাদের হাত পাতা সঠিক নয়। দায়িত্ব হাতেগোনা কয়েকজন নিতে চাইছেন। তাতে সমস্যা বেশি হতে পারে।’

হোমস্টেতে শুরু অভিযান

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২০ সেপ্টেম্বর : সিটংয়ের হোমস্টে-তে এক বধূর অগ্নিদগ্ধ হওয়ার ঘটনার পর পাহাড়ের সমস্ত হোমস্টের অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা খতিয়ে দেখার নির্দেশ দিয়েছে রাজ্য সরকার। সেইমতো পাহাড়ের বিভিন্ন এলাকায় অভিযান শুরু করেছে দমকল বিভাগ। শনিবার থেকে এই প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে বলে দার্জিলিং জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে। পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ এ প্রসঙ্গে বলেছেন, ‘এটা খুবই স্বাভাবিক, যে একটা হোটেল বা হোমস্টে-তে ন্যূনতম অগ্নিনির্বাপণের ব্যবস্থা থাকবে। সিটংয়ের ঘটনার পর এই ধরনের বিপদ আটকাতে সমস্ত হোমস্টে-তে সতর্কতামূলক কী ব্যবস্থা রয়েছে তা খতিয়ে দেখতে বলা হয়েছে। তা না হলে পর্যটকরা আসবেন না। ফলে হোমস্টের ব্যবসা মার খাবে।’

শনিবার থেকেই দমকল বিভাগের কর্মীরা বিভিন্ন অগ্নিনির্বাপণ কেন্দ্র থেকে পৃথক দলে ভাগ হয়ে এলাকার হোমস্টেগুলিতে যাচ্ছেন। এক হাতে হোমস্টের তালিকা, অন্য হাতে রেজিস্টার নিয়ে প্রতিটি হোমস্টে পরিদর্শন করছেন তাঁরা। বিস্তারিত তথ্য নিয়ে রেজিস্টারে নথিভুক্ত করা হচ্ছে। এরই সঙ্গে হোমস্টের চারদিক ঘুরে দেখে সেখানে যাতায়াতের পথ ঠিক রয়েছে কি না, জলের ব্যবস্থা রয়েছে কি না পুরোটাই খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এ নিয়ে মিরিক অগ্নিনির্বাপণ কেন্দ্রের এক কর্মীর বক্তব্য, ‘দুধিয়া থেকে শুরু করে মিরিকের প্রত্যেকটি হোমস্টে পরিদর্শন হচ্ছে। সেখানকার পরিস্থিতি নিয়ে রিপোর্ট তৈরি করে পাঠাতে বলা হয়েছে। সেইমতো আমরা কাজ করছি।’

সরকারি সূত্রের খবর, কালিম্পং এবং দার্জিলিং মিলিয়ে পাহাড়ে নথিভুক্ত হোমস্টের সংখ্যা ১৫৪৯টি। এর মধ্যে কালিম্পংয়েই রয়েছে ১১৩৫টি হোমস্টে। এছাড়া আরও বেশ কিছু হোমস্টে এখনও সরকারিভাবে নথিভুক্ত হয়নি। দার্জিলিং হোমস্টে ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি সুভাষ ছেত্রী দাবি করেছেন, ‘সংগঠনের তরফে প্রত্যেকটি হোমস্টের মালিককেই অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা রাখার জন্য বলা হয়েছে।’

গত ১৩ সেপ্টেম্বর সিটং-১ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার একটি হোমস্টে-তে চিকেন বারবিকিউ তৈরির সময় অগ্নিদগ্ধ হন এক বধূ। উত্তর দিনাজপুর জেলার চোপড়ার ওই বাসিন্দা এখনও শিলিগুড়ির কাওয়াখালির একটি বেসরকারি হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন। সিটংয়ের এই ঘটনার পর রাজ্যের পর্যটন মহল থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ উদ্বিগ্ন। ইতিমধ্যেই হোমস্টের মালিক, ম্যানেজার সহ চারজনকে কার্সিয়াং থানার পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। এই ঘটনা নিয়ে হইচই শুরু হতেই পর্যটন দপ্তর পাহাড়ের প্রত্যেকটি হোমস্টের অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা খতিয়ে দেখার নির্দেশ দিয়েছে। দমকল বিভাগ সূত্রে খবর, অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা, জরুরি প্রয়োজনের জন্য জলের ব্যবস্থা, হোমস্টে-তে পৌঁছোনোর পথ প্রশস্ত কি না সে সব কিছুই খতিয়ে দেখতে বলা হয়েছে।

সিটং কাণ্ডের পর তৎপরতা

সিটংয়ের ঘটনার পর এই ধরনের বিপদ আটকাতে সমস্ত হোমস্টেতে সতর্কতামূলক কী ব্যবস্থা রয়েছে তা খতিয়ে দেখতে বলা হয়েছে। তা না হলে পর্যটকরা আসবেন না। ফলে হোমস্টের ব্যবসা মার খাবে।

শংকর ঘোষ, পর্যটনমন্ত্রী

শুভ্র কাঞ্চনজঙ্ঘা।। রবিবার কালিম্পংয়ের পাবং থেকে মানসী দেব সরকারের ক্যামেরায়।

দুর্নীতিপরায়ণ কেউ বাঁচবে না : দিলীপ

কোচবিহার, ২০ সেপ্টেম্বর : গ্রাম পঞ্চায়েতে ১৫ দিন ধরে প্রধান না এলে সেখানে প্রশাসক বসানো হবে। পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ এমনটাই জানালেন। রবিবার কোচবিহারের রবীন্দ্র ভবনে কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ার জেলার পঞ্চায়েত দপ্তরের বিভিন্ন কাজকর্ম নিয়ে রুদ্ধদ্বার রিভিউ বৈঠক হয়। সেই বৈঠকেই মন্ত্রী এই কথা জানান। একই সঙ্গে মন্ত্রী দুর্নীতিতে জড়িত পঞ্চায়েত সদস্যদের বিরুদ্ধেও কড়া হুঁশিয়ারি বার্তা দেন।

এদিনের বৈঠকে দিলীপ ঘোষ ছাড়াও মন্ত্রী মালতী রাভা, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের সচিব পি উলগানাথন, আলিপুরদুয়ারের সাংসদ মনোজ টিগ্গা, কোচবিহারের জেলা শাসক জিতিন যাদব এবং আলিপুরদুয়ারের জেলা শাসক ময়ূরী ভাসু উপস্থিত ছিলেন। দুই জেলার একাধিক অতিরিক্ত জেলা শাসক, বিডিও এবং প্রশাসনিক আধিকারিকরাও বৈঠকে ছিলেন।

বৈঠক শেষে সাংবাদিক বৈঠকে পঞ্চায়েতের কাজের গতি কমে যাওয়া নিয়ে দিলীপ বলেন, ‘কিছু রাজনৈতিক সমস্যা আসছে। বহু গ্রাম পঞ্চায়েতে অনাস্থা এসেছে। অনেক পঞ্চায়েত সদস্য পদত্যাগ করেছেন। ফলে সেই জায়গাগুলিতে কিছু ডামাডোল হয়েছে প্রধান না থাকার কারণে। প্রধান থাকলেও আসছেন না। অফিসাররা সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন না, সেক্ষেত্রে আমরা বলেছি প্রধানকে বাদ দিয়েই আপনারা সিদ্ধান্ত নিন। সেই অধিকার তাঁদের দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি যে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিতে ১৫ দিন ধরে প্রধান আসছেন না, সেখানে প্রশাসক বসানোর কথা পরিষ্কার করে বলা হয়েছে।’ সূত্রের খবর, বৈঠকে পি উলগানাথন বিভিন্ন এডিএম ও বিডিও-কে সময়মতো কাজ শেষ না হওয়ার কারণ জানতে চান। কেন টাকা আটকে রয়েছে, সেই প্রশ্নও করেন তিনি। ফালাকাটার এক আধিকারিককে মার্চ মাসে কাজ শেষ হওয়ার কথা মনে করিয়ে দিয়ে বলেন, ‘অথচ আপনারা এখন কাজ শুরু করছেন।’ আধিকারিকরা তাঁদের নানা অসুবিধার কথাও বৈঠকে জানান।

১০০ দিনের কাজের দুর্নীতি প্রসঙ্গে পঞ্চায়েতমন্ত্রী বলেন, ‘এই নিয়ে কিছু অভিযোগ আমাদের কাছে এসেছে। যেখানে বেশি দুর্নীতি হয়েছে সেখানে স্পেশাল অডিটও হচ্ছে। এছাড়া আবাস যোজনায় যোগ্য নন এ ধরনের প্রায় সাড়ে ১২ হাজার লোক টাকা নিয়েছেন। টাকা ফেরত দিতে আমরা তাঁদের দু’বার নোটিশ পাঠিয়েছি। অনেকে দুটো নোটিশ পাওয়ার পরও জবাব দেননি। তাঁদের নামে অভিযোগ দায়ের করা হবে। সবাইকে গ্রেপ্তার করা হবে।’

রাস্তা সংস্কারের কাজের ওয়েবসাইট বন্ধ থাকা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘কিছু সমস্যা হচ্ছিল।’ এর আগে এদিন মর্নিংওয়াক করতে বেরিয়ে মন্ত্রী তৃণমূল কংগ্রেসকে আক্রমণ করেন। তিনি বলেন, ‘সাতদিনের মধ্যে তৃণমূল পার্টি শেষ হয়ে গেল। দুর্নীতি করে তারা বাংলাকে কলুষিত করেছে। যারা দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত আছে তারা কেউ বাঁচবে না।’ নন্দীগ্রামে কংগ্রেস প্রার্থীর গ্রেপ্তারি প্রসঙ্গে রাহুল গান্ধিকে কটাক্ষ করে দিলীপ বলেন, ‘সমাজবিরোধীদের কেন প্রার্থী করেছে?’ এদিকে, এদিনের বৈঠকে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিকের আসার কথা থাকলেও তিনি উপস্থিত ছিলেন না।’

কালচিনিতে মুখ্যমন্ত্রীর সভা

আলিপুরদুয়ার, ২০ সেপ্টেম্বর : বিশ্ব গন্ডার দিবস উপলক্ষ্যে মঙ্গলবার আলিপুরদুয়ার জেলায় আসবেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর। জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানকে কেন্দ্র করে আয়োজিত এই বিশেষ কর্মসূচিতে মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতির সম্ভাবনা ঘিরে ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে জোর প্রস্তুতি। তবে মূল অনুষ্ঠান হওয়ার কথা কালচিনির সুভাষিণী চা বাগানের মাঠে। সেখানে শুভেন্দু অধিকারীর হাত ধরে বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের উদ্বোধন হতে পারে। এমনকি হলং পিলখানার দুটি হস্তীশাবকের নামকরণও করতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী। রাজ্যের বনমন্ত্রী মনোজকুমার ওরাওঁ বলেন, ‘মুখ্যমন্ত্রী নিজেই বন দপ্তরের কর্মসূচিতে উপস্থিত থাকার ব্যাপারে ইচ্ছে প্রকাশ করেছেন।’

ওইদিন কালচিনির সুভাষিণী চা বাগানের মাঠ থেকে মুখ্যমন্ত্রী নানা সামাজিক প্রকল্প ঘোষণা করতে পারেন। এছাড়া, সেখান থেকে ভার্চুয়ালি ফালাকাটার বিদ্যুৎ দপ্তরের ডিভিশন অফিসের উদ্বোধন করতে পারেন তিনি। পাশাপাশি, বেশকিছু এলাকায় নতুন রাস্তা, ড্রেন, স্বাস্থ্য মন্দিরের কাজের সূচনা করার কথা রয়েছে তাঁর। প্রশাসন সূত্রে খবর, সুভাষিণী চা বাগানের অনুষ্ঠান শেষ করে মুখ্যমন্ত্রী সরাসরি জলদাপাড়ার হলং পিলখানায় যেতে পারেন। এছাড়াও আগুনে পুড়ে যাওয়া হলং বনবাংলোর কাজ পরিদর্শন করার কথা রয়েছে তাঁর। এরপর জলদাপাড়াতে উদ্ধার হওয়া বন্যপ্রাণীদের দেহাংশ পুড়িয়ে ফেলার অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার কথা রয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর।

সুকনায় খুলছে ফোটো গ্যালারি

নিতাই সাহা

শিলিগুড়ি, ২০ সেপ্টেম্বর : পাহাড়ের বাঁকে ছুটে চলা খেলনা গাড়ি এমনিতেই পর্যটকদের অতি প্রিয়। তবে ঐতিহ্যবাহী টয়ট্রেন নিয়ে পর্যটকদের আকর্ষণ আরও বাড়াতে এবার নতুন উদ্যোগ নিল দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে (ডিএইচআর)। পর্যটকদের জন্য নতুন আঙ্গিকে টয়ট্রেন সংক্রান্ত ছবির গ্যালারি চালু হতে চলেছে। ইতিমধ্যে নির্মাণকাজ শেষ হয়ে গিয়েছে। ডিএইচআর কর্তাদের দাবি, সুকনা রেলস্টেশন চত্বরের গ্যালারি এবার পর্যটকমহলে আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠবে। এবিষয়ে ডিএইচআর-এর ডিরেক্টর ঋষভ চৌধুরী বলেন, ‘সুকনা স্টেশনে একাধিক ছবি সংবলিত একটি গ্যালারি রয়েছে। তা সুন্দর করে সাজিয়ে তোলা হয়েছে। শীঘ্রই তা উদ্বোধন করা হবে। সেখানে আগের সংগ্রহশালার বিভিন্ন সামগ্রীও থাকবে। তারপরই পর্যটকদের জন্য খুলে দেওয়া হবে। গ্যালারি ঘুরে দেখার জন্য পর্যটকদের সামান্য কিছু ফি দিতে হবে।’

অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহ থেকেই পর্যটকরা গ্যালারি ঘুরে দেখার সুযোগ পাবেন বলে জানা গিয়েছে। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, টিকিট মূল্য ১০ থেকে ১৫ টাকা হতে পারে। সমতল থেকে পাহাড় পর্যন্ত এঁকেবেঁকে চলা খেলনা গাড়ির রেলপথে একাধিক স্টেশন রয়েছে। তবে কার্সিয়াং, ঘুম ও দার্জিলিং স্টেশনের জনপ্রিয়তা সব থেকে বেশি। যে সকল পর্যটক টয়ট্রেনে চড়েন না, অথচ পাহাড়ে আসেন, তাঁরা একবার হলেও ওই স্টেশনগুলিতে পা রাখেন। সেই তালিকায় স্থানীয় পর্যটকরা থাকেন। তবে হেরিটেজ তকমাধারী টয়ট্রেনের প্রতিটি স্টেশনকেই পর্যটকমহলের কাছে আকর্ষণীয় করে তুলতে বদ্ধপরিকর ডিএইচআর। তারই অঙ্গ হিসেবে সুকনার ওই গ্যালারিকে নতুন রূপ দেওয়া হল। এর জন্য প্রায় ১৩ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে। অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের জেনারেল ম্যানেজার ওই গ্যালারির উদ্বোধন করবেন বলেই ডিএইচআর সূত্রে খবর মিলেছে।

জানা গিয়েছে, ডিএইচআর হেরিটেজ তকমা পাওয়ার পরপর সুকনা স্টেশনে একটি ঘরে ১৯ শতকের বেশকিছু ছবি একত্রিত করে গ্যালারি তৈরি হয়েছিল। ব্রিটিশ শাসনকালে ওই ঘরটি ছিল স্টেশন মাস্টারের। ডিএইচআরের তরফে এবার সেটিকে সুন্দর করে সাজিয়ে তোলা হয়েছে। প্রতিটি ছবি ফ্রেমবন্দি করা হয়েছে। সেইসঙ্গে আলোকসজ্জার দিকেও নজর দেওয়া হয়েছে। ডিএইচআর কর্তারা জানাচ্ছেন, ১৯৬০ সাল নাগাদ জাপানের এক ফোটোগ্রাফার ওই স্টেশন পরিদর্শন করেছিলেন। তাঁর তোলা ছবিও গ্যালারিতে রাখা হয়েছে।

সংগ্রহশালায় নতুন করে ফোটো গ্যালারি তৈরি হচ্ছে।

‘মুখ্যমন্ত্রী কেন চুপ’

ন্যায়বিচার চেয়ে প্রশ্ন দাড়িভিটে মৃতদের পরিবারের

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ২০ সেপ্টেম্বর : দাড়িভিট নিয়ে তৃণমূল আমলে দিল্লি পর্যন্ত দরবার করার নজির থাকলেও বিজেপির সরকারের কাছে দাড়িভিট ইস্যু ক্রমশ ‘শক্ত গাঁটে’ পরিণত হচ্ছে। হাইকোর্টের নির্দেশে চলা এনআইএ তদন্তের ‘ধোঁয়াশা’ নিয়ে রবিবার উষ্মা প্রকাশ করেছে খুন হওয়া দুই প্রাক্তন পড়ুয়ার পরিবার। বিজেপি সরকার সহ মুখ্যমন্ত্রীর ভূমিকা নিয়েও সুর বদল হচ্ছে মৃত রাজেশ-তাপসের পরিজনদের। তাঁদের প্রশ্ন, ‘রাজনীতি তো হচ্ছে। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী দাড়িভিট নিয়ে মুখ খুলছেন না কেন?’ দাড়িভিট কাণ্ডে এনআইএ তদন্ত নিয়ে ফলাফল চাই, ‘আই ওয়াশ’ নয় বলে মন্তব্য করেছেন অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের (এবিভিপি) কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য শুভব্রত অধিকারী। ফলে হতাশা ও অসন্তোষ কাটিয়ে দাড়িভিট কাণ্ডে দোষীদের চিহ্নিত করাই সরকারের কাছে বর্তমানে বড় চ্যালেঞ্জ। বিজেপির উত্তর দিনাজপুর জেলার সহ সভাপতি সুরজিৎ সেন বিষয়টি যে চ্যালেঞ্জের, তা স্বীকার করলেও এর দায় বিগত তৃণমূল সরকারের ঘাড়ে চাপিয়েছেন।

রবিবার দাড়িভিটে এবিভিপি’র নেতৃত্বে মিছিল বের করা হয়েছিল। পাশাপাশি ২০ সেপ্টেম্বরকে ‘ভাষা শহিদ দিবস’ হিসেবে রাজ্য সরকার স্বীকৃতি দিক সেই দাবিও সংগঠনের অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে তোলা হয়। এদিন কালিয়াগঞ্জ, রায়গঞ্জ, হেমতাবাদ, করণদিঘির চার বিজেপি বিধায়ক যথাক্রমে উৎপল

দাড়িভিটে এবিভিপি’র মিছিল। রবিবার।

মহারাজ, কৌশিক চৌধুরী, হরিপদ বর্মন এবং বিরাজ বিশ্বাস দাড়িভিট পৌঁছে রাজেশ-তাপসের সমাধিতে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করে তাঁদের পরিবারকে দ্রুত বিচারের আশ্বাস দেন। কৌশিক ও বিরাজ রাজ্যের প্রতিমন্ত্রীও বটে। উপস্থিত ছিলেন রায়গঞ্জের সাংসদ কার্তিক পাল।

২০১৮ সালের ২০ সেপ্টেম্বর দাড়িভিট হাইস্কুলে ‘উর্দু নয়, বাংলা শিক্ষক চাই’ এই দাবিতে স্কুল পড়ুয়ারা আন্দোলনে শামিল হয়েছিল। আচমকা নিরীহ পড়ুয়াদের উপর পুলিশ কাঁদানে গ্যাসের শেল ফাটাতে শুরু করে। মুহূর্তে এলাকা রণক্ষেত্রের চেহারা নেয়। ওই স্কুলের প্রাক্তন দুই পড়ুয়া রাজেশ সরকার ও তাপস বর্মন স্কুল পড়ুয়াদের নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিলেন। সেই সময় আচমকা তাঁদের লক্ষ্য করে গুলি ছোড়া হয়। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে দু’জনই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। দাড়িভিট স্কুলের এক পড়ুয়া বিপ্লব সরকারের পায়ে গুলি লেগেছিল।

রাজেশ ও তাপসের পরিবারের বরাবরের অভিযোগ, পুলিশ গুলি করে ছেলেদের সেদিন খুন করেছিল। অভিযোগ, তৎকালীন মন্ত্রী তথা গোয়ালপোখরের বর্তমান বিধায়ক গোলাম রব্বানি, ইসলামপুরের তৎকালীন ও বর্তমান বিধায়ক কানাইয়ালাল আগারওয়ালকে গোটা ঘটনার অন্যতম ‘মাস্টারমাইন্ড’ তকমা সেঁটে দাড়িভিট আন্দোলন উত্তাল হয়ে উঠেছিল। যদিও এদিন এই বিষয়ে প্রতিক্রিয়া জানতে রব্বানি ও কানাইয়াকে ফোন করা হলেও তাঁরা সাড়া দেননি।

কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে এনআইএ দীর্ঘদিন ধরে ঘটনার তদন্ত করছে। দাড়িভিট কাণ্ডের প্রথম দিন থেকেই বিজেপির ঘোষণা ছিল, তাদের সরকার ক্ষমতায় এলেই দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি পদক্ষেপ করা হবে। বর্তমানে রাজ্যে বিজেপির সরকার। কিন্তু দাড়িভিট নিয়ে তিনি কার্যত নীরব। যদিও এদিন মুখ্যমন্ত্রী নিজের সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেল থেকে রাজেশ ও তাপসকে ‘শ্রদ্ধাঞ্জলি’ জানিয়ে পোস্ট করেছেন। দাড়িভিটে এদিন বৃষ্টি মাথায় নিয়ে এবিভিপি মিছিল করে ভাষা শহিদ দিবসের স্বীকৃতির দাবিতে সরব হয়।

রাজেশের বাবা নীলকমলের মন্তব্য, ‘আট বছর পার হয়ে গেল। আমাদের কথা কেউ কি আদৌ ভাবছে? রাজনীতিই হচ্ছে শুধু। অথচ মুখ্যমন্ত্রী দাড়িভিট নিয়ে নীরব কেন? জানি না বিচার পাব কি না।’ তাপসের মা মঞ্জু বলেন, ‘সরকার আমাদের। মুখ্যমন্ত্রী দাড়িভিটের বিচার নিয়ে মুখ খুলছেন না। অপরাধীরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। সরকার তদন্তের ফাইল খুলছে না কেন?’

অন্যদিকে আইন প্রতিমন্ত্রী বিরাজ সংবাদমাধ্যমকে বলেছেন, ‘আমাদের সরকার বিচার দিতে দায়বদ্ধ। আর মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে দ্রুত এর বিচার হবেই।’

> আট বছর পার হয়ে গেল। আমাদের কথা কেউ কি আদৌ ভাবছে? রাজনীতিই হচ্ছে শুধু। অথচ মুখ্যমন্ত্রী দাড়িভিট নিয়ে নীরব কেন? জানি না বিচার পাব কি না।
>
> **নীলকমল সরকার**
> মৃত রাজেশের বাবা

জলমগ্ন ভুতনিতে ডিঙি নিয়ে জীবনযাত্রা। রবিবার।

তৃণমূলের নয়া সমস্যা পুরোনো পতাকা

দলের নামে মমতা থাকায় সুবিধা, দাবি নেতৃত্বের

নিতাই সাহা

শিলিগুড়ি, ২০ সেপ্টেম্বর : ক্ষমতাচ্যুত হতেই তৃণমূল দ্বিখণ্ডিত। দুই তৃণমূলের ঘাসফুল প্রতীক নিয়ে দীর্ঘদিনের দড়ি টানাটানির খেলাও শেষ হয়ে গিয়েছে নির্বাচন কমিশনের রায়ে। কোনও পক্ষই পায়নি ঘাসফুল। পরিবর্তন ঘটেছে দলের নামেও। আর এতেই নতুন বিড়ম্বনায় পড়তে হচ্ছে রাজ্যের ক্ষমতায় দেড় দশক থাকা দলটিকে। এখন নতুন করে তৈরি করতে হবে ফ্ল্যাগ, ফেস্টুন, ব্যানার। পুরোনোগুলির কী হবে, তা নিয়েও চিন্তা কম নয়।

দুর্গাপুজো মিটলেই পুরভোটের ঢাকে কাঠি পড়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। ফলে নির্বাচনি প্রস্তুতির তেমন সময় নেই হাতে। এরই মধ্যে প্রচারের ক্ষেত্রে নতুন করে সমস্ত কিছু তৈরি করা যে যথেষ্ট খরচসাপেক্ষ, তা মানছেন তৃণমূল নেতারা। তবে সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে ‘মমতা’ জুড়ে যাওয়ায় কিছুটা হলেও অ্যাডভান্টেজ রয়েছে বলে মনে করছেন কালীঘাটপন্থী নেতারা। কারণ, মমতার নাম থাকায় তাঁরা যে আসল তৃণমূল, তা বোঝাতে বেশি বেগ পেতে হবে না বলে মনে করছেন তাঁরা। কিন্তু এতদিন ধরে বিভিন্ন কর্মসূচি বা নির্বাচনে ব্যবহৃত দলীয় পতাকা, ফেস্টুন, ব্যানারের কী হবে?

মমতাপন্থী তৃণমূল সূত্রে খবর, প্রতিটি জিনিস শহর থেকে গ্রাম, প্রতিটি কার্যালয়ে সংরক্ষিত করে রাখা হবে। মমতা সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের দার্জিলিং জেলা (সমতল) কমিটির সভাপতি কুন্তল রায় বলেন, ‘নতুন নাম ও প্রতীকে কোনও সমস্যা নেই। বরং দলের নামের সঙ্গে মমতা জুড়ে প্রকারান্তরে ভালোই হয়েছে। মানুষ সহজেই বুঝতে পারবে আসল দল কোনটি। যদিও সেক্ষেত্রে একটু খাটতে হবে। মানুষের কাছে গিয়ে বোঝাতে হবে। তার জন্য এখন থেকেই প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছি। নতুন নাম ও প্রতীককে সামনে রেখে কীভাবে মানুষের দুয়ারে যাওয়া হবে, তা নিয়ে এ সপ্তাহেই মহকুমা এলাকায় বৈঠকে বসতে চলেছি।’

খোঁজ নিয়ে জানা গিয়েছে, তৃণমূলের প্রতিটি কার্যালয়ে প্রচুর দলীয় পতাকা (পুরোনো) রয়েছে। ঘাসফুল সংবলিত ফেস্টুন বা ব্যানারের সংখ্যাও কম নয়। দলের নাম ও প্রতীক পরিবর্তন হওয়ায় যা ব্যবহার করা আর সম্ভব নয়। কালীঘাটপন্থী নেতারা সংরক্ষণের কথা বলছেন। কিন্তু সংরক্ষণ কেন? ভবিষ্যতের কথা ভেবেই সংরক্ষণ, বলছেন নেতারা।

তাঁদের আশা, আগামীতে নির্বাচন কমিশন ফের ঘাসফুল ব্যবহারের অনুমতি দেবে এবং ফিরে আসবে দলের পুরোনো নামও। তবে বর্তমান সময়ে নাম ও প্রতীক বদলের জেরে খানিকটা হলেও হোঁচট খেতে হবে বলে আশঙ্কা রয়েছে তাঁদের।

তবে যে ওয়ার্ডে দলের কাউন্সিলার (কালীঘাটপন্থী) রয়েছেন, সেখানে তেমন সমস্যা হবে না বলে মনে করেন অনেকে। যেমন ৩৮ নম্বর ওয়ার্ডের প্রাক্তন কাউন্সিলার দুলাল দত্ত বলছেন, ‘দলের জন্ম হওয়ার ৩৬ দিনের মাথায় লোকসভা ভোট হয়েছিল। তখনও কোনও সমস্যা হয়নি। এবারও বিশেষ কোনও সমস্যা হবে না। কারণ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখেই মানুষ ভোট দিয়ে থাকেন।’

এদিকে, এমন পরিস্থিতিতে জেলা কমিটির চেয়ারম্যান গৌতম দেব কলকাতায় গিয়েছেন। তাঁর মাধ্যমে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কী নির্দেশ দেন, তা জানতে অধীর আগ্রহে রয়েছেন কালীঘাটপন্থী নেতারা। সোমবার নেত্রীর সঙ্গে তাঁর দেখা এবং কথা হবে বলে রবিবার জানান গৌতম।

> নতুন নাম ও প্রতীকে কোনও সমস্যা নেই। বরং দলের নামের সঙ্গে মমতা জুড়ে প্রকারান্তরে ভালোই হয়েছে। মানুষ সহজেই বুঝতে পারবে আসল দল কোনটি। সেক্ষেত্রে একটু খাটতে হবে। মানুষের কাছে গিয়ে বোঝাতে হবে।
>
> **কুন্তল রায়**
> জেলা সভাপতি, মমতা সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস

হস্টেলে ঢুকে পড়ুয়াদের মারধর

শিলিগুড়ি, ২০ সেপ্টেম্বর : অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ এবং ন্যাশনাল মেডিকোস অর্গানাইজেশন (এনএমও)-এর বিরোধে শনিবার মধ্যরাতে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ। অভিযোগ, এবিভিপির কিছু বহিরাগত সদস্য নিউ বয়েজ হস্টেলে ঢুকে এনএমও-র ডাক্তারি পড়ুয়াদের মারধর করেন। এই পরিস্থিতিতে পড়ুয়াদের মধ্যে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে। তাঁরা নিরাপত্তার অভাব বোধ করে পুলিশকে খবর দেন।

মেডিকেল ফাঁড়ি থেকে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। রাজ্যের শাসকদল-প্রভাবিত

এবিভিপি-এনএমও দ্বন্দ্ব মেডিকেলে

দুই ছাত্র সংগঠনের বিরোধকে ঘিরে মেডিকেল কলেজে রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। কলেজ অধ্যক্ষ ডাঃ সুজয় মিস্ত্রি বলছেন, ‘অফিসের কাজে বাইরে রয়েছি। এই বিষয়ে বিস্তারিত কিছু জানি না।’

রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় আসার পরেই উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে প্রভাব বিস্তার করছে এবিভিপি। একইসঙ্গে এই মেডিকেলে নতুন করে শাসকদল-প্রভাবিত এনএমও মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। যাকে কেন্দ্র করে সমস্যা তৈরি হয়েছে। কলেজের ছাত্র সংগঠনে কর্তৃত্ব মূলত কার হাতে থাকবে, তা নিয়ে মাঝেমধ্যেই বিরোধ বাধছে। জানা গিয়েছে, ঝগড়া, ঝামেলা, হাতাহাতি— কার্যত বাদ যাচ্ছে না কিছুই। এমনকি এবিভিপির বিরুদ্ধে তালা ভেঙে এনএমও-র সাংস্কৃতিক কক্ষে ঢুকে সেখানকার ব্যানার, পোস্টার ছিঁড়ে ফেলার অভিযোগও রয়েছে।

এরই মধ্যে শনিবার রাতে নিউ বয়েজ হস্টেলে ঢুকে এবিভিপির কিছু বহিরাগত এনএমও-র সমর্থক পড়ুয়াদের মারধর করেন এবং হুমকি দেন বলে অভিযোগ। মধ্যরাতে দু’পক্ষের মধ্যে গন্ডগোলে পরিস্থিতি এতটাই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে যে পুলিশ ডাকতে হয়।

পুলিশের সামনেই এনএমও-র পড়ুয়াদের বলতে শোনা যায়, তাঁরা কলেজ ক্যাম্পাসে নিরাপদ বোধ করছেন না। বাইরে থেকে যে কেউ ঢুকে মারধর করছে। যদিও সংবাদমাধ্যমের কাছে কেউ মুখ খুলছেন না। অন্যদিকে, বিষয়টি নিয়ে এবিভিপি নেতা অভিজিৎ রায় বলেছেন, ‘মেডিকেল কলেজে এ ধরনের কোনও ঝামেলার খবর আমার জানা নেই।’ পরিস্থিতির উপর পুলিশ নজর রাখছে। ভবিষ্যতে যাতে এ ধরনের ঘটনা না ঘটে সেই দাবিও তুলেছেন পড়ুয়ারা।

ট্রেন দাবি

জলপাইগুড়ি, ২০ সেপ্টেম্বর : নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনের পরিবর্তে শিলিগুড়ি জংশন থেকে দুটি গুরুত্বপূর্ণ ডিইএমইউ ট্রেন ছাড়ার দাবিতে সাংসদ জয়ন্ত রায়কে চিঠি দিল নর্থ বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ। সংগঠনের সভাপতি পুরজিৎ বক্সী গুপ্ত জানান, বর্তমানে এনজেপি থেকে সকাল ৯টায় ৭৫৭০৯ নম্বর ট্রেন এবং দুপুর আড়াইটেয় ৭৫৭১১ নম্বর ট্রেনটি ছাড়ে। এই ট্রেন দুটি স্থানীয় ব্যবসায়ী, ছাত্রছাত্রী এবং সাধারণ যাত্রীদের যাতায়াতের অন্যতম ভরসা। সংগঠনের দাবি, ট্রেন দুটি যদি এনজেপির বদলে শিলিগুড়ি জংশন থেকে যাত্রা শুরু করে, তবে শহর ও সংলগ্ন এলাকার যাত্রীদের সময় অনেকটাই বাঁচবে। পাশাপাশি দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি- জেলার ব্যবসা-বাণিজ্য এবং যোগাযোগের ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য সুবিধা থাকবে। বিষয়টি রেল কর্তৃপক্ষের কাছে তুলে ধরার জন্য সাংসদের কাছে আর্জি জানিয়েছে ব্যবসায়ী সংগঠনটি।

সংবর্ধনা

বাগডোগরা, ২০ সেপ্টেম্বর : শিক্ষা, সংস্কৃতি, ক্রীড়া ও সমাজসেবায় বিশেষ অবদানের জন্য সমাজের বিশিষ্ট গুণীজনদের সংবর্ধনা প্রদান করল একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। রবিবার শিবমন্দির ব্লক অফিস ক্যাম্পাসের ঠাকুর পঞ্চানন বর্মা ভবনে এই অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সরকারের প্রতিমন্ত্রী আনন্দময় বর্মন। উপস্থিত ছিলেন দুই পদ্মশ্রী প্রাপক মহেন্দ্রনাথ রায় ও নগেন্দ্রনাথ রায়। সংবর্ধনা মঞ্চে ছিলেন প্রতিমন্ত্রীর পিতা তথা প্রবীণ শিক্ষক ও সমাজসেবী সুরেন্দ্রনাথ বর্মন।

৭টি গাড়ি আটক

চোপড়া, ২০ সেপ্টেম্বর : চোপড়া থানার পুলিশ ও ব্লক ভূমি দপ্তরের যৌথ অভিযানে আর্থমুভার সহ সাতটি বালিবোঝাই গাড়ি আটক করা হয়েছে। চোপড়া ব্লকের বিভিন্ন এলাকায় বালি পরিবহণ ও উত্তোলন সংক্রান্ত অনিয়মের অভিযোগে প্রশাসনের তরফে এদিনের অভিযান চালানো হয়। অভিযানে একটি আর্থমুভার সহ সাতটি গাড়ি আটক করা হয়েছে। তবে ঘটনায় কাউকে গ্রেপ্তার করা যায়নি।

রক্তদান শিবির

চোপড়া, ২০ সেপ্টেম্বর : দাসপাড়া মহিলা সমিতির উদ্যোগে রবিবার দাসপাড়া স্পোর্টিং ক্লাব প্রাঙ্গণে রক্তদান ও চক্ষু পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয়। শিবিরে মোট ৭৩ জন রক্তদান করেন। সংগৃহীত রক্ত ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংকের কর্মীদের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

বাউল আসর

চোপড়া, ২০ সেপ্টেম্বর : চোপড়ার রাজাগছ এলাকায় মাছ ব্যবসায়ীদের উদ্যোগে বিশ্বকর্মাপুজো উপলক্ষ্যে রবিবার থেকে দু’দিনব্যাপী বাউলের আসর বসেছে। উদ্যোক্তাদের সূত্রে জানা গিয়েছে, বিশ্বকর্মাপুজোকে ঘিরে এবার বাউল উৎসবের নবম বর্ষ।

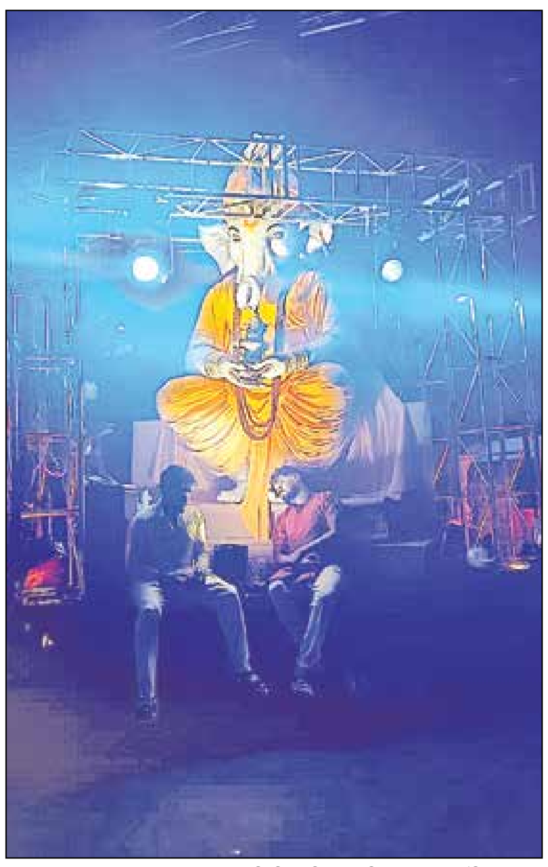

যাত্রাপথে ভরসাদাতা।। শিলিগুড়ি হাসমি চকে মুহূর্তটি ক্যামেরাবন্দি করেছেন সুমন চ্যাটার্জি।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

নিকাশিনালার আবর্জনার দুর্গন্ধে অতিষ্ঠ

নকশালবাড়ি, ২০সেপ্টেম্বর : আবর্জনায় বন্ধ হয়ে গিয়েছে নিকাশিনালা। সেই আবর্জনার স্তূপের পাশেই পসরা সাজাতে বাধ্য হচ্ছেন ব্যবসায়ীরা। আবর্জনার উপরই চলছে শৌচকর্ম, ফেলা হচ্ছে মরা জীবজন্তু। এমনই দৃশ্য দেখা যাচ্ছে নকশালবাড়ি হাটের। ফলে চূড়ান্ত সমস্যায় পড়েছে নকশালবাড়ি হাটের ব্যবসায়ী, ক্রেতা থেকে স্থানীয় বাসিন্দারা।

সদর নকশালবাড়ি এলাকায় সপ্তাহে শনিবার ও মঙ্গলবার হাট বসে। এই দু’দিন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা হাটে পসরা সাজান। নকশালবাড়ি ব্লকের মধ্যে এটি অন্যতম প্রধান হাট। চারপাশের চা বাগান ছাড়াও প্রতিবেশী দেশ নেপাল থেকেও বহু ক্রেতা এখানে কেনাকাটা করতে আসেন। এই হাটের উপর নির্ভর করেন বহু ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী। কিন্তু চারপাশে জঞ্জাল জমতে থাকায় সমস্যা বাড়ছে। নকশালবাড়ির বাতাবিয়া নদীর তীর, মহিষহাটি, পঞ্চায়েত অফিসের সামনে ও শেডগুলিতে অবাধে আবর্জনা ফেলা হচ্ছে। পচা দুর্গন্ধে পথচারীদের নাকে রুমাল দিয়ে চলতে হচ্ছে।

পাশাপাশি হাটে পর্যাপ্ত সরকারি শৌচালয়ের অভাব রয়েছে বলেও অভিযোগ ব্যবসায়ীদের। যে কয়েকটি সুলভ শৌচালয় রয়েছে, সেগুলিতে ইচ্ছেমতো বেশি টাকা নেওয়া হয় বলে জানান ক্রেতারা। স্থানীয় বাসিন্দা সন্দীপ সিং জানান, বাজারের নিকাশিনালাগুলি ভরাট হয়ে গিয়েছে। আবর্জনা জমলেও দেখার কেউ নেই। এর ফলে কুয়োর জল নষ্ট হয়ে গিয়েছে। বাড়িতেও নিকাশিনালার জল ঢুকে পড়ছে।

ব্যবসায়ী বিনোদ রায়ের অভিযোগ, ‘আমাদের কাছে হাটের কর নেওয়া হলেও ব্যবসায়ীরা দুর্গন্ধের মধ্যেই পসরা সাজাতে হয়। মাঝে মাঝে দোকানে বসাই যায় না। প্রশাসনকে জানিয়েও লাভ হয়নি।’

নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান জয়ন্তী কিরো অবশ্য গোটা ঘটনা নিয়ে চুপ। এ বিষয়ে তাঁকে একাধিকবার ফোন করা হলেও কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

গুলি কাণ্ডে অভিযুক্তরা অধরা

জলপাইগুড়ি, ২০ সেপ্টেম্বর : রবিবারের সকাল। ধীরে ধীরে আড়মোড়া ভাঙছিল শহর জলপাইগুড়ি। সপ্তাহের অন্যদিনের মতো চেনা ব্যস্ততা তখনও শুরু হয়নি। তবে ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের পানপাড়া সংলগ্ন ৪ নম্বর গুমটি এলাকার বাতাসে ভাসছিল চাপা গুঞ্জন। কারণ, মমতাপন্থী তৃণমূল কাউন্সিলারের বাড়ির সামনে গুলি চলার ২৪ ঘণ্টা পেরিয়ে গেলেও এখনও অভিযুক্তরা অধরা। সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজে অভিযুক্তের মুখ স্পষ্ট বোঝা গেলেও পুলিশ এখনও কাউকে গ্রেপ্তার করেনি।

এনিয়ে পাড়ার মোড় থেকে চায়ের ঠেক- চর্চা সর্বত্র। বিষয়টি অবাক করেছে বাসিন্দাদের। শহরের নাগরিক তমালকান্তি বিশ্বাস ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেছেন, ‘এমন কালচারের সঙ্গে জলপাইগুড়ির মানুষ অভ্যস্ত নন। শান্তিপ্রিয় শহরে এসব ঘটনা বড্ড বেমানান।’ তাঁর প্রশ্ন, ‘দুই ঘণ্টা ধরে কিছু দুষ্কৃতী দাপিয়ে বেড়াল অথচ পুলিশ জানতেই পারল না!’ যদিও কোতোয়ালি থানা সূত্রে খবর, প্রাথমিক তদন্ত শুরু হয়েছে। ফুটেজ খতিয়ে দেখার পাশাপাশি হামলার বিষয়ে খোঁজখবর নেওয়া হয়েছে। তদন্ত কতদূর এগোল, জানতে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শ্রীনিবাসনের সঙ্গে যোগাযোগ চেষ্টা করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি।

অন্যদিকে, বোর্ড গঠনের মিটিং করতে প্রশাসনের বাধা, মধ্যরাতে বাড়িতে দুষ্কৃতী হানা, হুমকি ও গুলি চালানোর ঘটনা নিয়ে এবার হাইকোর্টের দ্বারস্থ হতে চলেছেন কাউন্সিলাররা। মমতাপন্থী তৃণমূলের কাউন্সিলার তপন বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন, ‘আমরা অভিযোগ দায়েরের পর পুলিশ বাড়িতে এসেছিল। সমস্ত ঘটনা শুনেছে। সিসিটিভি ফুটেজ তাদের দেখানো হয়েছে। কিন্তু জানি না এরপর আর কী হবে?’ তাঁর সংযোজন, ‘প্রশাসন যেভাবে আমাদের বোর্ড গঠনে বাধা দিয়েছে সেটা সম্পূর্ণ সংবিধান বিরোধী। ওরা

হাইকোর্টে যাচ্ছেন মমতাপন্থীরা

ডিভিশন বেঞ্চে মামলা করবে, সেজন্য আমরা মিটিং করতে পারব না– এটা তো হতে পারে না। আমরা এনিয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হচ্ছি।’

প্রশাসনের নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে শনিবার বেলা বারোটায় বোর্ড গঠনের মিটিংয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন মমতাপন্থী তৃণমূল কাউন্সিলাররা। তার আগে শুক্রবার মাঝরাতে থেকে শনিবার ভোর পর্যন্ত চার কাউন্সিলারের বাড়িতে হামলা চালায় একদল দুষ্কৃতী। সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যায়, মুখে কাপড় বেঁধে কাউন্সিলারদের বাড়ির গেট ধাক্কাধাক্কি করার পাশাপাশি শূন্যে গুলি ছুড়ছে দুষ্কৃতীরা। নিরাপত্তার অভাব বোধ করায় শনিবার কাউন্সিলারদের কেউই বোর্ড গঠনের মিটিংয়ে যেতে পারেননি।

চিকিৎসার খরচ কমাতে উদ্যোগ

ওষুধ, ইমপ্ল্যান্টে ছাড়ের পরামর্শ স্বাস্থ্য কমিশনের

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২০ সেপ্টেম্বর : বেসরকারি হাসপাতাল ও নার্সিংহোমে চিকিৎসা পরিষেবা নিতে আসা রোগীর ওপর আর্থিক বোঝা কমাতে খরচে রাশ টানার উদ্যোগ নিল পশ্চিমবঙ্গ ক্লিনিক্যাল এস্টাবলিশমেন্ট রেগুলেটরি কমিশন। হাসপাতালের বিলের বহর কমাতে ওষুধ, সার্জিক্যাল ইমপ্ল্যান্টে নির্দিষ্ট হারে ছাড় দেওয়া এবং শয্যা ভাড়া কমানোর পরামর্শ দিয়েছে কমিশন। তাদের যুক্তি, ওষুধ, ইমপ্ল্যান্ট কেনার সময় বেসরকারি হাসপাতাল ও নার্সিংহোমগুলো সর্বাধিক বিক্রিত মূল্যের ওপরে (এমআরপি) ভালো অঙ্কের ছাড় পায়। সেখান থেকে কিছুটা ছাড় রোগীদের দেওয়া হলে সাধারণ মানুষের আর্থিক বোঝা কমবে। এর পাশাপাশি আইসিইউ (ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট) বা এইচডিইউ (হাই ডিপেন্ডেন্সি ইউনিট)-এ বিভিন্ন রোগীর ক্ষেত্রে শয্যার জন্য পৃথক পৃথক বিল না নিয়ে নির্দিষ্ট ভাড়া কার্যকর করার পক্ষপাতী কমিশন। চিকিৎসা পরিষেবায় স্বচ্ছতা ও মানবিকতার ওপর জোর দিতেও পরামর্শ দিয়েছে কমিশন।

রবিবার সকাল থেকে শিলিগুড়ির বিভিন্ন বেসরকারি হাসপাতাল ও নার্সিংহোমে অভিযানে নামে ক্লিনিক্যাল এস্টাবলিশমেন্ট

রেগুলেটরি কমিশন। শনিবার পরিদর্শনের প্রায় প্রত্যেকটি হাসপাতাল ও নার্সিংহোমের পরিকাঠামোয় গলদ ধরা পড়েছিল, যা নিয়ে রীতিমতো ক্ষুব্ধ কমিশনের সদস্যরা দ্রুত তা শুধরে না নিলে চিকিৎসাপ্রতিষ্ঠান বন্ধের হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন। রবিবার ফুলবাড়ির একটি বেসরকারি হাসপাতাল থেকে কমিশনের পরিদর্শন শুরু হয়। অবশ্য কমিশনের চেয়ারম্যান অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু কলকাতায় ফিরে যাওয়ায় কমিশনের সচিব ডাঃ আরশাদ হাসান ওয়ারসি, ডাঃ নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ধনপতরাম আগরওয়াল পরিদর্শনে আসেন। এখান থেকে বেরিয়ে অপর একটি বেসরকারি হাসপাতাল পরিদর্শন করেন তাঁরা। এখানে তাঁরা মালিকপক্ষের সঙ্গে বৈঠক করেন। সেখানেই শয্যার ভাড়া কমানো এবং বিভিন্ন ওষুধের ওপরে রোগীদের ছাড় দেওয়ার জন্য বলা হয়। কমিশনের সদস্য ধনপতরামের বক্তব্য, ‘হাসপাতালের তরফে একসঙ্গে প্রচুর ওষুধ, ইমপ্ল্যান্ট কেনা হয়। ফলে ছাড়ের পরিমাণ বেশি থাকে। সাধারণ একটা ওষুধের দোকান যদি ২০-২২ শতাংশ ছাড় দেয়, তাহলে নার্সিংহোমে কেন ওষুধে ছাড় দেওয়া হবে না? আপনারা এমআরপিতেই সমস্ত দাম নিচ্ছেন কেন?’

বর্ধমান রোডের একটি নার্সিংহোমে গিয়ে একইভাবে ওষুধ এবং ইমপ্ল্যান্টে ছাড় দেওয়ার আর্জি জানান কমিশনের সদস্যরা।

ডাঃ নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, ‘প্রত্যেকটি বেসরকারি হাসপাতাল এবং নার্সিংহোমে আইসিইউ-তে এক-একজন রোগীকে রাখার জন্য এক-একরকম ভাড়া নেওয়া হচ্ছে। আবার সেই রোগীকে অক্সিজেন দেওয়ার জন্য ঘণ্টা হিসেবে পৃথক পৃথক চার্জ নেওয়া হচ্ছে। এটা নিয়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এবং রোগীর পরিজনদের মধ্যে বিরোধ তৈরি হয়। সেই জন্য একটা নির্দিষ্ট ভাড়া হওয়া উচিত।’ প্রতিটি হাসপাতাল ও নার্সিংহোমে কোন চিকিৎসার জন্য কত খরচ, সেটা ডিসপ্লে করা বাধ্যতামূলক বলে জানিয়েছেন ডাঃ বন্দ্যোপাধ্যায়।

কমিশনের সদস্য ধনপতরাম বলেছেন, ‘ওষুধ এবং অপারেশনের সরঞ্জামে এমআরপি থেকে ১০-২০ শতাংশ ছাড় দেওয়া উচিত। কেননা হাসপাতালগুলো এগুলি অনেক ছাড়েই কিনে নিয়ে আসে। তাহলে রোগীদেরও সেই ছাড় পাওয়া উচিত।’ এদিন দুপুরে পরিদর্শন শেষ করে কলকাতায় ফিরেছেন কমিশনের সদস্যরা।

তেলের আকালেও পরীক্ষার্থীদের জন্য গাড়ি

শিলিগুড়ি, ২০ সেপ্টেম্বর : গত প্রায় ছয় মাস থেকে গাড়ির তেলের টাকা পাচ্ছে না কার্সিয়াং ডিভিশনের বিভিন্ন রেঞ্জ। এই পরিস্থিতিতে সোমবার থেকে উচ্চমাধ্যমিকের তৃতীয় সিমেস্টারের পরীক্ষা শুরু। প্রত্যেকবার জঙ্গল এলাকার পরীক্ষার্থীদের নিজেদের গাড়িতে পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছে দেয় বন দপ্তর। এছাড়া হাতি তাড়ানোর বিশেষ গাড়ি ‘ঐরাবত’ রাখা থাকে। কিন্তু পেট্রোলের অভাবে বন দপ্তর সমস্ত গাড়ি চালাতে পারবে কি না, তা নিয়ে দুশ্চিন্তায় পরীক্ষার্থী ও অভিভাবকরা।

কার্সিয়াং ডিভিশনের ডিএফও দেবেশ পান্ডে অবশ্য বলছেন, ‘তিন মাস পেট্রোল পাম্পগুলি থেকে ধারে তেল নিয়ে চালানো হয়েছে। এখন আর তারা ধারে তেল দিচ্ছে না। তবে আমাদের ডিউটিতে ফাঁকি নেই। পরীক্ষার্থীদের যথাসময়ে পৌঁছে দিতেও কোনও সমস্যা হবে না।’ পরীক্ষার্থীদের জন্য প্রধান রাস্তায় উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের বাসের ব্যবস্থাও থাকছে বলে জানিয়েছেন প্রতিমন্ত্রী আনন্দময় বর্মন।

কার্সিয়াং ডিভিশন সূত্রে খবর, বাগডোগরা, টুকরিয়াঝাড়, পানিঘাটা, কলাবাড়ি, বামনপোখরি, ঘোষপুকুর জঙ্গল এবং সংলগ্ন এলাকায় চলতি বছর প্রায় আড়াই হাজার উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থী রয়েছে। তাদের পৌঁছে দিতে বন দপ্তর ১১টি গাড়ির ব্যবস্থা করেছে। প্রয়োজনে আরও কয়েকটি গাড়ি চালানো হতে পারে। বাগডোগরা

এআই

জঙ্গলে ১৬০টির বেশি হাতি ঘুরছে। এই পরিস্থিতিতে যে কোনও সময় রাস্তায় হাতি বের হলে গাড়ির আরও প্রয়োজন হওয়া স্বাভাবিক। বন দপ্তরের এক আধিকারিক বলেছেন, ‘হাতি তাড়াতে ঐরাবত গাড়ি রয়েছে। সেখানে উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন বাতি, মোটা দড়ি, শব্দের জন্য বাজি রাখা থাকে। দ্রুত হাতিকে সরিয়ে দিতে এই গাড়ির অবদান অনেক। গত বছর সেটিও খারাপ হয়ে পড়েছিল। সারাই করার অভাবে কয়েক মাস পড়েছিল। এবার সেটি ঠিক করা হয়েছে।’ কিন্তু পুরোনো ‘ঐরাবত’ গাড়িটি আচমকা খারাপ হলে চরম সংকট তৈরি হতে পারে বলে দাবি বনকর্মীদের।

কার্সিয়াং ডিভিশনের দাবি, অন্যান্য ডিভিশনে বন দপ্তরের গাড়ির তেলের টাকা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু শুধু কার্সিয়াং ডিভিশন পায়নি। ফলে কয়েক মাস ধরে জঙ্গল এলাকায় টহল দিতে সমস্যায় পড়ছেন বনকর্মীরা। অভিযোগ, গাড়ির তেলের অভাবে ডিউটি কমিয়ে দিয়েছিলেন বনকর্মীদের একাংশ। নিজেদের পকেটের টাকায় তেলের খরচ বহন করা হচ্ছে বলেও দাবি।

পিটিয়ে খুন

পটাশপুরের তৃণমূল নেতা বিজনবন্ধু বাগকে পিটিয়ে খুনের অভিযোগ বিজেপির বিরুদ্ধে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় তাঁকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে মারধর করা হয়। রবিবার কলকাতার এক বেসরকারি হাসপাতালে মৃত্যু হয় কালীঘাট-ঘনিষ্ঠ তৃণমূল নেতার।

থিমে ’৪৬

দুর্গাপুজোর থিমে গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং। বর্ধমানের মৈত্রী সংঘের পরিচালনায় টিকরহাট সর্বজনীন দুর্গাপুজো কমিটির ভাবনায় গোপাল মুখোপাধ্যায় ও সেইসময়ের দাঙ্গার ছবি। সুরাবর্দি বাহিনীর হামলায় রক্তাক্ত পথঘাট, শকুনে ছিঁড়ে খাওয়া শবদেহ রং তুলিতে ফুটিয়ে তুলছেন শিল্পীরা।

গোষ্ঠী সংঘর্ষ

এলাকা দখলকে কেন্দ্র করে বৃহন্নলাদের দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষে ধুন্ধুমার পাণ্ডবেশ্বর এলাকা। একপক্ষের দাবি, অন্য গোষ্ঠীর বৃহন্নলারা বাংলাদেশি। সংঘর্ষে উভয়পক্ষের বেশ কয়েকজন জখম হন। আহতরা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

গ্রেপ্তার ৪

বর্ধমানের উল্লাস উপনগরীতে একই রাতে পাঁচ বাড়িতে চুরির ঘটনায় বিহারের চার দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। সিসিটিভি ফুটেজের সূত্র ধরে ধৃতদের পাকড়াও করা হয়। আদালত ধৃতদের পাঁচদিনের পুলিশ হেপাজত মঞ্জুর করেছে।

হাওড়া সেতুর ক্যানভাসে ভালোবাসার বার্তা

রিমি শীল

কলকাতা, ২০ সেপ্টেম্বর : রাতের কলকাতার বুকে গঙ্গার শান্ত জলরাশির ওপর দাঁড়িয়ে থাকা হাওড়া ব্রিজ অজস্র স্মৃতির প্রতীক। প্রিয়জনের হাত ধরে গঙ্গাবক্ষে নিবিড় সৌন্দর্য উপভোগ বা নির্জন রাতে সেতুর দিকে চেয়ে শহরের স্পন্দন অনুভব করার সঙ্গে হাওড়া ব্রিজের সম্পর্ক যেন অতি নিবিড়। এই বিশেষ মুহূর্তগুলিকে করে তোলা যাবে আরও রঙিন। জন্মদিন হোক বা বিবাহবার্ষিকী অথবা বিশেষ কোনওদিন, আলো ও শব্দের খেলায় হাওড়া ব্রিজেই জানানো যাবে শুভেচ্ছাবার্তা। মনকাড়া সুর ও আলোর খেলায় শহর কলকাতাকে সাক্ষী রেখে উদযাপন করা যাবে বিশেষ দিনগুলি। সেই ব্যবস্থাই করছেন কলকাতা বন্দর কর্তৃপক্ষ। জানা গিয়েছে, বন্দর কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে রবীন্দ্র সেতুতে চালু হচ্ছে ‘ডায়নামিক আর্কিটেকচারাল লাইটিং’। এই বিশেষ ব্যবস্থাপনার অন্যতম আকর্ষণ হতে চলেছে ব্যক্তিগত শুভেচ্ছা জানানোর সুযোগ।

গঙ্গার মাঝখানে কোনও স্তম্ভ বা পিলার ছাড়াই ‘ক্যান্টিলিভার’ এই ব্রিজ কলকাতা ও হাওড়া জেলার মূল সংযোগকারী। ১৯৪৩ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি এই সেতুর উদ্বোধনের সঙ্গে কলকাতা বন্দরে বোমাবর্ষণ হয়। তাই কোনওরকম বিশেষ আনুষ্ঠানিকতা ছাড়া অন্ধকারে উদ্বোধন হয়েছিল কলকাতার এই ঐতিহ্যের। আর এখন রাতের অন্ধকারে বদলাবে হাওড়া ব্রিজের সৌন্দর্য। ২০ বছর আগে সোডিয়াম ভেপারের হলদেটে আলোয় সাজিয়ে তোলা হয়েছিল সেতুকে। এবার আধুনিক ও ডায়নামিক লাইটিং ও সাউন্ড শো ব্যবস্থায় সাজবে কলকাতার গরিমা। উৎসবের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বদলাবে আলো ও শব্দ। মহালয়া থেকেই শুরু হতে চলেছে ২২.৩৫ কোটি টাকার এই বিশেষ প্রকল্প। ট্রামের ঘণ্টার আওয়াজ দিয়ে শুরু করে তুলে ধরা হবে কলকাতার ঐতিহ্য। ৫০টি বিশেষ দিনে ৫০ রকম আলাদা গান ও আলোকসজ্জার ব্যবস্থা থাকছে।

কলকাতা বন্দরের ডেপুটি চেয়ারম্যান সম্রাট রাহি জানান, গঙ্গাবক্ষে বা প্রত্যন্ত এলাকায় থাকলেও দিনের নির্দিষ্ট সময়ে এই বিশেষ মুহূর্তের সাক্ষী থাকা যাবে। বন্দরের নির্দিষ্ট অ্যাপেই জানা যাবে, কোন দিন ও কোন সময় সেজে উঠবে সেতু। তিনি জানান, দুর্গাপুজো, স্বাধীনতা দিবস, প্রজাতন্ত্র দিবস, গান্ধি জয়ন্তী, দেওয়ালি, ওয়ার্ল্ড অটিজম ডে, ওয়ার্ল্ড এনভায়রনমেন্ট ডে-র মতো বিশেষ দিনগুলিতে বিশেষ ব্যবস্থা থাকছে।

কানাডার সেন্ট লরেন্স নদীর ওপর মন্টেল হারবার সেতু, প্যারিসের আইফেল টাওয়ারের কাছে সেন্ট নদীর তীর বা লন্ডনের টেমস নদীর ধার বা হাঙ্গেরির বুদাপেস্টে দানিয়ুব নদীর তীর, নিউ ইয়র্কের টাইম স্কোয়ারও এভাবেই সেজে ওঠে। প্রিয়জনকে জানানো যায় শুভেচ্ছাবার্তা। সেই ধাঁচেই রূপ বদলাতে চলেছে কলকাতার রবীন্দ্র সেতু। বিশেষ সুর ও নাম সহ শুভেচ্ছাবার্তা ফুটিয়ে তোলা হবে আলোর মাধ্যমে। যদিও ব্যক্তিগতস্তরে এই আয়োজনের জন্য কত খরচ হবে সেবিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়নি বন্দর কর্তৃপক্ষ। কলকাতা বন্দরের চেয়ারম্যান রথেন্দ্র রমন বলেন, ‘এই আলোকসজ্জার মাধ্যমে কলকাতার ঐতিহ্যকে আলোকিত করা হবে। সাধারণ মানুষ ও পর্যটকদের কাছে আকর্ষণীয় দৃশ্য উপহার দেওয়া হবে।’ ৩৮২৫টি এলইডির আলো ও সুরের অপূর্ব মেলবন্ধনে প্রতিটি রাত আরও কাব্যিক ও রঙিন হয়ে উঠবে গঙ্গার দুই পাড়ে। সবমিলিয়ে তিলোত্তমার রাতের গহিন আকাশে ভালোবাসার বার্তায় নতুন মাত্রা যোগ হতে চলেছে।

পুরুলিয়ায় করম পরবে মুখ্যমন্ত্রী সহ অন্যরা। রবিবার। - দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়

অষ্টম তফশিলে কুমালি ভাষা, আশ্বাস শুভেন্দুর

পুরুলিয়া, ২০ সেপ্টেম্বর : পুরুলিয়ায় কুর্মিদের করম পরবে গিয়ে কুমালি ভাষাকে অষ্টম তপশিলে অন্তর্ভুক্ত করার আশ্বাস দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। কুর্মিদের ভাষা-সংস্কৃতি-ঐতিহ্য এবং অধিকার রক্ষার আশ্বাসও দেন তিনি। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর অস্বস্তি বাড়িয়ে ওই মঞ্চে উপস্থিত হলেন না পুরুলিয়ার কাশীপুর, বান্দোয়ান ও মানবাজারের তিন বিজেপি বিধায়ক। দাবি, ওই তিন বিধায়ক যাতে অনুষ্ঠানে যোগ দিতে না পারেন তার জন্য তাঁদের কার্যত গৃহবন্দি করে রেখেছিল আদিবাসীদের একাংশ। মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণায় জঙ্গলমহলের আদিবাসী জনজাতি সম্প্রদায়ের সঙ্গে কুর্মিদের বিরোধ আরও মাথাচাড়া দেবে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

এদিন পুরুলিয়ায় করম পরবের অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ফের কুর্মি সমাজকে আশ্বস্ত করেছেন। কুর্মি ভাষার স্বীকৃতির দাবি উপেক্ষিত হওয়ার জন্য বিগত তৃণমূল সরকারকে দুষে মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, ‘আগের সরকার কোনও প্রতিশ্রুতি পূরণ করেনি। উলটে আন্দোলনের সময় পুলিশকে ব্যবহার করা হত। মিথ্যে মামলা দেওয়া হয়েছে। ছাড় পায়নি শিশু-বৃদ্ধরাও। আমরা কুমালি ও রাজবংশী ভাষাকে অষ্টম তপশিলে অন্তর্ভুক্ত করব। সাঁওতালি ভাষাকে অন্তর্ভুক্তির কাজ কংগ্রেস করেনি, করেছেন অটলবিহারী বাজপেয়ী। আপনাদের ভাষা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্যকে যদি কেউ স্বীকৃতি দিয়ে থাকে তাহলে সেটা বিজেপি। মুখ্যমন্ত্রীর ওপর ভরসা রাখুন, সংকল্পপত্রের প্রতিশ্রুতি রাখব।’ একইসঙ্গে আগের সরকারের আমলে কুর্মিদের বিরুদ্ধে যত মামলা হয়েছে সব প্রত্যাহার করা হবে বলেও এদিন ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

সংবিধানের অষ্টম তফশিলে ২২টি স্বীকৃত ভাষার মধ্যে এরাজ্যের প্রধান ভাষাগুলির মধ্যে হিন্দি, বাংলা, উর্দু, সংস্কৃতর পাশাপাশি সাঁওতালি ও নেপালিও রয়েছে। ওই তালিকায় কুমালি ভাষা অন্তর্ভুক্ত হলে কুর্মিরা এসটি তালিকাভুক্ত হওয়ার দিকে অনেকটাই এগিয়ে যাবে। সেক্ষেত্রে কুর্মিসমাজের অন্তর্ভুক্ত বহু সম্প্রদায়ের এসটি তালিকাভুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হবে। যা একেবারেই চায় না আদিবাসীরা।

সভায় গরহাজির তিন বিধায়ক

এখানেই এসটি-কুর্মি বিরোধ। স্বাভাবিকভাবেই করম পরবের মঞ্চ থেকে কুমালি ভাষার স্বীকৃতি এবং তাদের অধিকারকে সুরক্ষা করার ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রীর এই আশ্বাসকে মেনে নিতে পারছে না এসটি সম্প্রদায়ের মানুষ। তাৎপর্যপূর্ণভাবে এদিন মুখ্যমন্ত্রীর সভায় যে তিন বিধায়ক গরহাজির ছিলেন তাঁরা সবাই এসটি সম্প্রদায়ভুক্ত। ফলে এদিন মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণায় কুর্মি সম্প্রদায় খুশি হলেও আদিবাসীদের অন্যান্য সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষ এসটি তালিকাভুক্ত হওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কা করছে। যদিও এ ব্যাপারে কাশীপুরের বিধায়ক অমলাকান্ত হাঁসদা, বান্দোয়ানের ল্যাবসেন বাসকে ও মানবাজারের ময়না মুর্মু কেউই মুখ খুলতে চাননি।

রেজিনগরের প্রচারে মমতা ও অভিষেক

কলকাতা, ২০ সেপ্টেম্বর : আসন্ন উপনির্বাচনে রেজিনগরে প্রচারের ঝাঁঝ বাড়াতে চাইছেন মমতা। দলের প্রচার তালিকা অনুযায়ী রেজিনগরে প্রচারে নামছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তারকা প্রচারকের তালিকায় রয়েছেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে শুরু করে লোকসভার তিন সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌগত রায়, মহুয়া মৈত্ররা। এছাড়া কুণাল ঘোষ, শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, দোলা সেন, প্রাক্তন আইপিএস হুমায়ুন কবীররাও রয়েছেন তালিকায়। তবে রেজিনগর নিয়ে মমতার এই সিদ্ধান্তে জল্পনা বাড়ছে রাজনৈতিক মহলে। কংগ্রেসের মতে, মমতার এই রণকৌশলে বিরোধী ভোট ভাগ হলে সুবিধা হবে বিজেপিরই।

নন্দীগ্রামে ভোটের ফল যাইহোক না কেন, বিজেপির জয় পাওয়া সেখানে সময়ের অপেক্ষা। কিন্তু রেজিনগরের অঙ্ক ততটা সহজ নয় বিজেপির। সংখ্যালঘু অধ্যুষিত রেজিনগরে স্ট্রেট ব্যাটে বিজেপির জয় পাওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই। একমাত্র সম্ভব যদি বিরোধী ভোট ভাগ হয়। সেক্ষেত্রে সংখ্যালঘু বিরোধী ভোট যত ভাগ হবে, ততই সুবিধা বিজেপির। এই অঙ্কে রেজিনগের মমতার লড়াইয়ের ঝাঁঝ বাড়ানো তাৎপর্যপূর্ণ। ইতিমধ্যেই রেজিনগরের অন্যতম দাবিদার হুমায়ুনের দলের এক নেতাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। সংখ্যালঘু ভোট ভাগ নিয়ে একই অভিযোগ করেছেন হুমায়ুন। তাঁর দাবি, ‘মমতার কথায় নয়, বেলডাঙার এসপি ও আইসির ইচ্ছায় প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করেননি রবিউল সাহেব। মুসলিম ভোট কাটে আমাদের দলকে হারানোর ষড়যন্ত্র হচ্ছে।’ কংগ্রেস, সিপিএম, গণতান্ত্রিক তৃণমূল কংগ্রেস ও আমজনতা উন্নয়ন পার্টি সবাই সংখ্যালঘু প্রার্থী দিয়েছে। উপনির্বাচনে লড়ব না বলেও শেষ মুহূর্তে প্রার্থীপদ বহাল রেখেছেন মমতা তৃণমূলের প্রার্থী রবিউল আলম চৌধুরী। ফলে সংখ্যালঘু ভোট শেষ পর্যন্ত মোট পাঁচজন বিরোধী প্রার্থীর মধ্যে ভাগাভাগি হলে আখেরে লাভ হবে শাসক শিবিরের। এদিনই তৃণমূল প্রার্থী রবিউল ফুটবল পায়ে প্রচারে নেমে পড়লেন। নির্বাচন নিয়ে দলীয় নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেন রবিউল আলম।

বিধায়কের বাড়িতে হামলা

সিপিএম ও তৃণমূলের অফিস ভাঙচুর, অস্বীকার বিজেপির

কলকাতা, ২০ সেপ্টেম্বর : শনিবার রাতভর তাণ্ডব যাদবপুরজুড়ে। কোথাও আক্রান্ত হল তৃণমূল, কোথাও বা আক্রমণ নেমে এল সিপিএমের ওপর। সিপিএম ও তৃণমূলের একাধিক পার্টি অফিস ভাঙচুরের অভিযোগ উঠেছে বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। সেইসঙ্গে বিজয়গড়ে প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক দেবব্রত মজুমদারের বাড়িতে হামলা এবং তাঁর পরিবারের সদস্যদের হুমকি দেওয়ারও অভিযোগ উঠেছে। প্রাক্তন বিধায়ককে শাসানি এবং তাঁর দাদাকেও ধাক্কা মারার অভিযোগ রয়েছে। ভেঙে ফেলা হয়েছে তাঁদের বাড়ির সিসি ক্যামেরাও। প্রাক্তন বিধায়কের ওপর হামলার প্রতিবাদে রবিবার বিজয়গড় থেকে বাঘাযতীন পর্যন্ত প্রতিবাদ মিছিল করেন মমতা সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী-সমর্থকরা। দেবব্রত বলেন, ‘আমার সারাজীবনের রাজনৈতিক কেরিয়ারে এমন দেখিনি। এরা সকলেই নব্য বিজেপি।’ প্রতিবাদ মিছিল থেকে কালীঘাট তৃণমূলের নেতা বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায় বলেন, ‘বিজেপি আক্রমণ করেছে। রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলা হবে। লুম্পেনদের কাছে মাথা নত করব না।’ অন্যদিকে,

ভাঙচুরের পর। যাদবপুরে তৃণমূল অফিসের সামনে।

সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুজন চক্রবর্তী বলেন, ‘বিজেপি কি লুম্পেনদের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে? তাহলে অ্যাকশন নেওয়া হচ্ছে না কেন? রোজ আমাদের পার্টি অফিসে আক্রমণ হচ্ছে।’

যদিও অভিযোগ অস্বীকার করে বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের দাবি, ‘এই ঘটনার মধ্যে বিজেপি নেই। দেবব্রত মজুমদার আমাদের দলে ছিলেন। সেখান থেকে তৃণমূলে যোগদান করেন। দেবব্রত মজুমদারের বাবা জনসংঘের প্রতিষ্ঠার সময় থেকে ছিলেন। আমাদের কেউ গিয়ে কেশব মজুমদারের বাড়ি ভাঙচুর করবেন এটা সম্ভব নয়। তাঁর দাদাও আমাদের সঙ্গে প্রতিনিয়ত যুক্ত রয়েছেন। সেই বাড়িতে দেবব্রত মজুমদার অপ্রাসঙ্গিক। এগুলো বিজেপি সেজে দলকে কালিমালিপ্ত করার জন্য কিছু মানুষ আক্রমণ করছে। আমি মুখ্যমন্ত্রীকে বলব।’

কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারও জানিয়েছেন, ভারতীয় জনতা পার্টি এই ধরনের হামলাকে সমর্থন করে না। তাঁর কথায়, ‘বিজেপির যাঁরা কর্মী-সমর্থকরা আছেন তাঁদের বলব দলের নীতি অনুযায়ী চলতে। নব্য বা পুরোনো বিজেপি বলে কিছু হয় না।’

এদিন হুগলির গোঘাটেও সিপিএমের পার্টি অফিস ও শহিদবেদী ভাঙচুরের অভিযোগ উঠেছে। এমনকি দলীয় অফিসে থাকা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছবির ফ্রেম এবং প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের ছবিও ভেঙে ফেলা হয়েছে। ওই অফিসে সিটুর একটি সম্মেলন হওয়ার কথা ছিল। তখনই হামলা চালানো হয়। দলের প্রবীণ নেতা ভাস্কর রায়কে মারধরের অভিযোগও উঠেছে। ঘটনায় গোঘাট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে সিপিএম। যদিও গোঘাটের বিজেপি বিধায়ক এই ঘটনাকে সিপিএমের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব বলে দাবি করেছেন। গড়বেতাতেও বিজেপি ও সিপিএমের সংঘর্ষের অভিযোগ উঠেছে। সিপিএমের এরিয়া কমিটির সাধারণ সম্পাদকের বিরুদ্ধে হামলার অভিযোগ করেছে বিজেপির কর্মী-সমর্থকরা। পালটা বামেদের অভিযোগ, তাদের দলীয় অফিসে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

আজ থেকে তৃতীয় সিমেস্টার

কলকাতা, ২০ সেপ্টেম্বর : সোমবার থেকে শুরু হচ্ছে উচ্চমাধ্যমিকের তৃতীয় সিমেস্টার। সকাল ১০টা ৫৫ মিনিট নাগাদ প্রশ্নপত্রের সিল ভাঙা হবে। পরীক্ষা শুরু হবে ১১টা থেকে। উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের তরফে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, সকাল ১০টার মধ্যে ছাত্রছাত্রীরা যেন পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছে যায়। ভূতনি সহ রাজ্যের বিভিন্ন বানভাসি অঞ্চলের কয়েকটি পরীক্ষাকেন্দ্র বদল করা হয়েছে। একাধিক রাজ্যে পরীক্ষার প্রশ্নফাঁসের জেরে অস্বস্তিতে পড়েছে শাসকশিবির। সেই আবহে প্রশ্ন ফাঁস আটকাতে পরীক্ষার্থীদের সামনেই সিল খোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সংসদ। প্রতিটি প্রশ্নপত্রে থাকছে ইউনিক সিরিয়াল নম্বর। এবার মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৭ লক্ষ ১৮ হাজার ৬২০। এরমধ্যে ছাত্র ৩ লক্ষ ১৫ হাজার ৭৩১। ছাত্রী ৪ লক্ষ ২ হাজার ৮৮৯ জন।

মা হলেন সোহিনী

কলকাতা, ২০ সেপ্টেম্বর : মা হলেন অভিনেত্রী সোহিনী সরকার। বৃষ্টিভেজা রবিবার সকালে শোভন-সোহিনীর কোলে এল পুত্রসন্তান। এদিন সোশ্যাল মিডিয়ায় আনন্দ ভাগ করে নিয়ে তারকা দম্পতি লেখেন, ‘আমাদের বীরপুরুষ, আমাদের নতুন সদস্য এসেছে। তোমরা সবাই আশীর্বাদ করো।’

পুজোর কেনাকাটার ভিড়। রবিবার কলকাতার নিউ মার্কেটে দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়ের তোলা ছবি।

বৈঠকে ঢুকতে না পেরে মেঝেতে শুয়ে প্রতিবাদ

কলকাতা, ২০ সেপ্টেম্বর : চিকিৎসকদের সংগঠন ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন বা আইএমএ-র রাজ্য শাখার নির্বাচন প্রস্তুতি বৈঠককে কেন্দ্র করে উত্তেজনা চরমে উঠল। রবিবার পার্ক সার্কাসে সংগঠনের কলকাতা শাখার দপ্তরে মনোনয়ন জমা দেওয়া সংক্রান্ত স্টেট কাউন্সিলের বৈঠকে চিকিৎসকদের একটি অংশকে ঢুকতে বাধা দেওয়ার অভিযোগ উঠল। অভিযোগের তির আইএমএ-র রাজ্য সম্পাদক শান্তনু সেনের গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে। ঢুকতে না পেরে দরজার সামনে শুয়ে পড়ে প্রতিবাদ করেন সুদীপ্ত রায়ের ঘনিষ্ঠ চিকিৎসক প্রদীপ নিমানি।

আইএমএ-র রাজ্য সম্পাদক শান্তনু সেনের বক্তব্য, মার্চে কলকাতা শাখার নির্বাচন নিয়েই বৈধতার প্রশ্ন উঠেছে। তাঁর দাবি, ‘সংবিধান মেনে

আইএমএ নির্বাচন

আইএমএ-র রাজ্য শাখা কলকাতা শাখার কাছে ব্যাখ্যা চাইলেও জবাব মেলেনি। সংবিধান অনুযায়ী ট্রাইবিউনাল তৈরি করে তাঁদের শুনানিতে ডাকা হলে তাতেও অংশগ্রহণ করেননি। তারপর সেই ট্রাইবিউনাল কলকাতা শাখার নির্বাচনকে অবৈধ ঘোষণা করে। ইচ্ছা না থাকলেও বাধ্য হয়ে তাই তাদের রবিবারের বৈঠকের বাইরে রাখতে হয়েছে।’ প্রদীপের দরজায় শুয়ে পড়া নিয়েও শান্তনুর কটাক্ষ, ‘কে কোথায় কখন শুয়ে থাকবে, সেটা তাঁর ব্যক্তিগত বিষয়।’ যদিও সেই দাবি উড়িয়ে কলকাতা শাখার সম্পাদক অসীম সরকার পাল্টা অভিযোগ করেন, ‘শান্তনুরা রংবাজি করছেন। চক্রান্ত করা হচ্ছে।’

এই টানাপড়েনের মধ্যেই রবিবার রাজ্য আইএমএ নির্বাচনে সভাপতি, সহসভাপতি এবং সম্পাদক পদে মনোনয়ন জমা পড়ে। সম্পাদক পদে অন্যতম চমক সিঙ্গুরের বিজেপি বিধায়ক অরূপ দাস। সিঙ্গুর আইএমএ তাঁর নাম প্রস্তাব করেছে, সমর্থন করেছে শিলিগুড়ি শাখা। শান্তনু নিজে এবার লড়ছেন না।

পুরভোটেও কেন্দ্রীয় বাহিনী

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ২০ সেপ্টেম্বর : চলতি বছরই কলকাতা, হাওড়া সহ উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের ৮টি গুরুত্বপূর্ণ পুরসভার ভোট। রাজ্য নির্বাচন কমিশন অবাধ, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ ভোটগ্রহণের লক্ষ্যে এবং বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে শুধুমাত্র রাজ্য পুলিশের ওপর ভরসা না রেখে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের পথেই হাঁটতে চলেছে। এই বিষয়ে প্রাথমিক পর্যায়ে আইনশৃঙ্খলা সংক্রান্ত পর্যালোচনা বৈঠক হয়েছে। রাজ্য সরকারের সবুজ সংকেত মিললে পুজোর আগেই পুরভোটের দিনক্ষণ পরিষ্কার হতে পারে।

কমিশন সূত্রের খবর, ভোট প্রস্তুতির সবচেয়ে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে ইভিএমের ঘাটতি। একাধিক আইনি জটিলতায় আদালতের নির্দেশে রাজ্যের বিপুল সংখ্যক ইভিএম বর্তমানে ব্যবহার করা যাচ্ছে না, তার ওপর বেশ কিছু যন্ত্র অকেজো। এদিকে কয়েকটি পুরসভায় পুনর্নবীকরণের কারণে ওয়ার্ড ও বুথের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় অতিরিক্ত ইভিএমের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। এই সংকট কাটাতে কমিশন একাধিক রাজ্যের সঙ্গে আলোচনা শুরু করেছে এবং সেখান থেকে ইভিএম সরবরাহের আশ্বাসও পাওয়া গিয়েছে।

নির্বাচন পরিচালনার যাবতীয় পরিকাঠামো ছকতে সম্প্রতি ছত্তিশগড়ে অনুষ্ঠিত সারা দেশের মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিকদের সম্মেলনের অভিজ্ঞতাকেও কাজে লাগানো হচ্ছে। ৬ অক্টোবর দুটি বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে যে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন থাকছে, ভোট মেটার পর তাদের রাজ্যেই রেখে দিয়ে আসন্ন পুরভোটে ব্যবহার করার পরিকল্পনাও কমিশনের বিবেচনাধীন। সর্বদলীয় বৈঠক ও রাজ্য প্রশাসনের সঙ্গে চূড়ান্ত সূচি সমন্বয়ের পরেই আনুষ্ঠানিকভাবে পুরভোটের বিজ্ঞপ্তি জারি করবে কমিশন।

কাশফুল সংগ্রহে ছোটরা। মধ্যমগ্রামে। ছবি : রাজীব মণ্ডল

বাড়িতে ঢুকে নৃশংসভাবে খুন অসুস্থ তরুণকে

কলকাতা, ২০ সেপ্টেম্বর : ফাঁকা বাড়ি, শয্যাশায়ী অসুস্থ তরুণ আর আলমারি ভর্তি গয়না। যার সুযোগ নিল দুষ্কৃতীরা। রবিবারের শান্ত সকালে বাগুইআটির সরকারবাগান এলাকায় ঘটে গেল এক নৃশংস ঘটনা। অসুস্থ বলরাম রাজবংশীকে (২৮) ভারী জিনিস দিয়ে পিটিয়ে খুন করে আলমারি ভেঙে প্রায় ১০ লক্ষ টাকার সোনার গয়না নিয়ে চম্পট দিল আততায়ীর দল।

বেশ কিছুদিন ধরে মাথার জটিল রোগে ভুগছিলেন বলরাম। সম্প্রতি তাঁর একটি বড় অস্ত্রোপচার হয়েছিল। রবিবার সকালে বাবা ও দাদা নিজেদের মাছের ব্যবসায় বেরিয়ে যান। মা গিয়েছিলেন পরিচারিকার কাজে। ঘরে তখন একা বলরাম। তদন্তকারীদের অনুমান, পরিবারের লোকেরা বেরিয়ে যাওয়ার পর দুষ্কৃতীরা বাড়িতে ঢোকে। বাধা দেওয়ার সম্ভাবনা ছিল পরিবারের পোষ্য কুকুরটির। কিন্তু দুষ্কৃতীরা শুরুতেই কুকুরটিকে একটি ঘরে আটকে দেয়। এরপর সোজা ঢুকে পড়ে বলরামের শোওয়ার ঘরে। নড়াচড়া করতে অক্ষম, শয্যাশায়ী তরুণের মাথায় ভারী জিনিস দিয়ে সজোরে আঘাত করা হয়। রক্তে ভেসে যায় বিছানা।

অসুস্থ তরুণের মৃত্যু নিশ্চিত করার পর দুষ্কৃতীরা ড্রয়ার, আলমারি ভেঙে সোনার গয়না হাতিয়ে চম্পট দেয়। প্রতিবেশীদের কাছ থেকে খবর পেয়ে বলরামের মা-বাবা বাড়ি ফিরে দেখেন, লন্ডভন্ড ঘরের মধ্যে রক্তাক্ত অবস্থায় নিথর হয়ে পড়ে রয়েছেন ছেলে।

বাগুইআটি থানার পুলিশ দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। ঘটনার নেপথ্যে পরিচিত কারও হাত রয়েছে কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন প্রতিবেশীরা।

পুলিশের জালে আকাশ-ঘনিষ্ঠ

শালবনি, ২০ সেপ্টেম্বর : শীর্ষ মাওবাদী নেতা অসীম মণ্ডল ওরফে ‘আকাশ’-এর গ্রেফতারির পর এবার তাঁর ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত আরও দুই সদস্যকে গ্রেফতার করল কলকাতা পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স। পশ্চিম মেদিনীপুরের শালবনির জঙ্গলঘেরা এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে ওই মাওবাদী নেতা এবং তাঁর স্ত্রীকে। ধৃত মাওবাদী নেতা রাজু মাহাতো, পতিত পবন মাহাতো এবং মঙ্গল নামেও পরিচিত। পুলিশ সূত্রের দাবি, তাঁর মাথার দাম ছিল পাঁচ লক্ষ টাকা। তাঁর স্ত্রী মালতী মুর্মু ওরফে ‘মালা’র খোঁজ পেতে দুই লক্ষ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছিল বলে জানা গিয়েছে।

সূত্রের খবর, শালবনি থানার পাঁচ নম্বর লালগেড়িয়া এলাকার সরবেড়িয়া গ্রামে শনিবার রাতে গোপন অভিযান চালিয়ে ওই দু’জনকে আটক করে এসটিএফ। দীর্ঘদিন ধরেই তাঁদের গতিবিধির উপর নজর ছিল তদন্তকারীদের। শেষপর্যন্ত নির্দিষ্ট সূত্রের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে তাঁদের খোঁজ মেলে। গ্রেফতারির পর দু’জনকেই জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

পদ্মের বিরুদ্ধে বামের অস্ত্র জাতীয়তাবাদ

কলকাতা, ২০ সেপ্টেম্বর : বিরোধী পরিসরে তৃণমূলের ফাঁকা জমিতে ভোটব্যাংককে নিজেদের কাছে টানতে রীতিমতো সক্রিয় হয়ে উঠেছে বামেরা। তৃণমূল সরে যাওয়ার পর বিজেপির ক্রমাগত আক্রমণের মুখে পড়তে হচ্ছে সিপিএমকে। যাদবপুর কাণ্ডের পর থেকে এখনও পর্যন্ত বামেদের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হচ্ছে ‘দেশদ্রোহী’ তকমা। কমিউনিস্টদের দেশ বিরোধী বলে বারবার আক্রমণ করতে দেখা যাচ্ছে খোদ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকেও। এই পরিস্থিতিতে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করতে জাতীয়তাবাদী অস্ত্রেই ক্রমশ শান দিচ্ছে সিপিএম। রবিবার ডিওয়াইএফআই-এর ধর্মতলার ‘ইনকিলাব সমাবেশ’ থেকে সেটাই প্রমাণের চেষ্টা চালালেন মহম্মদ সেলিম, মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়রা। সভাস্থলজুড়ে দেখা গেল প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, মাস্টারদা সূর্যসেন সহ স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ছবি। বামপন্থীদের তাঁদের উত্তরসূরী বলে তুলে ধরা হল। পাশাপাশি বিজেপিকে ‘ব্রিটিশদের দালাল’ বলে কটাক্ষ করলেন বাম নেতারা।

‘আজাদি’ স্লোগানের বিরুদ্ধে বামেদের কটাক্ষ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। এমনকি একধাপ এগিয়ে বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন এই স্লোগান দিলে গ্রেপ্তার করা হবে। বিজেপির বিরুদ্ধে তাই

কলকাতায় ইনকিলাব সমাবেশ

এদিনের সভা থেকে সাম্প্রদায়িক বিভাজনের অভিযোগ তুললেন সেলিম, মীনাক্ষীরা। সেলিম বলেন, ‘যে সমস্ত বীরেরা ফাঁসির মঞ্চে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন, তাঁরা স্বাধীনতা চেয়েছিলেন। স্বাধীনতাকে হিন্দি, উর্দুতে আজাদি বলে। ইংরেজরা বলত, স্বাধীনতা বলবে না। বিজেপি বলে আজাদি বলবে না। কবে ব্রিটিশদের নুন খেয়েছে এখনও গুণ গাইছে।’ এবছর পুজোর সময় বামেদের স্টল দেওয়া নিয়েও হুঁশিয়ারি দিয়ে রেখেছে রাজ্যের শাসক দল। সেই প্রসঙ্গে মীনাক্ষী বলেন, ‘এখন রাজ্যে ব্রিটিশদের দালালরা আছে। তাই রাস্তা ছেড়ে দেওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। ওরা বলছে বুকস্টল করতে দেবে না, বাবার জমিদারি নাকি? এলাকার মানুষকে যুক্ত করে বুক স্টল দিতে হবে।’

ধর্মের বিরোধিতা নয়, বরং সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে তরুণ প্রজন্মকে সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষের কাছে যাওয়ার বার্তা দেওয়া হয়েছে সমাবেশ থেকে। সিপিএম নেতা আভাস রায়চৌধুরী বলেন, ‘আমাদের তরুণ প্রজন্ম ভগৎ সিং, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের উত্তরসূরি। তাই কৃষক, খেতমজুর, শ্রমিক, দুর্বল মানুষদের অধিকার রক্ষায় নামতে হবে।’ সেলিমের কথায়, ‘আমরা ধর্মের বিরুদ্ধে নেই, এক ধর্মের ওপর আরেক ধর্ম চাপিয়ে দেওয়ার বিরুদ্ধে।’

সম্পাদকীয়

■ ৪৭ বর্ষ ■ ১২৫ সংখ্যা, সোমবার, ৩ আশ্বিন ১৪৩৩

এটা কোন শাসন!

বিজেপির কথা ঠিক হতেই পারে। জলপাইগুড়িতে মমতাপন্থী কাউন্সিলারদের বাড়িতে হামলায় বিজেপি জড়িত না-ই থাকতে পারে। যাদবপুরে রাতভর কালীঘাট শিবির ও সিপিএম নেতা-কর্মীদের বাড়িতে আক্রমণে বিজেপির হাত নেই ধরে নেওয়া গেল। কিংবা দক্ষিণ ২৪ পরগনায় একজন মমতাপন্থী মহিলাকে বিবস্ত্র করে হেনস্তায় তাদের হাত নেই বলে বিজেপির সাফাইও নাহয় মানা হল। তাও কি বিজেপি দায় এড়াতে পারে?

বিজেপি এখন বাংলার শাসকদল। শাসন ক্ষমতায় থাকার সুবাদে রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় প্রশাসনের পাশাপাশি দলটির ভূমিকা থাকে বৈকি। এমন অরাজকতার পরিবেশ নিঃসন্দেহে সুষ্ঠু আইনশৃঙ্খলার প্রমাণ বহন করে না। জলপাইগুড়িতে যে মমতাপন্থী কাউন্সিলারদের বাড়ি আক্রান্ত হয়েছে, তাঁদের দুর্নীতিগ্রস্ত বলে দায় এড়ানো যায় না। রাতের অন্ধকারে বাড়িতে হামলা, গুলি ইত্যাদি তো দুর্বৃত্ত-রাজের লক্ষণ। দুর্নীতিগ্রস্ত কাউন্সিলার হতে পারেন, তাঁর পরিবারের সবাই তো নয়। তাঁরা কেন হামলার দুর্ভোগ পোহাবেন?

কাউন্সিলার দুর্নীতিগ্রস্ত হলে গভীর রাতে তাঁর বাড়িতে ভাঙচুর ও গুলি চালনা তো বাস্তবে ত্রাসের রাজত্ব তৈরি করা। যা সেই কাউন্সিলারের প্রতিবেশীদের রাতের ঘুম কেড়ে নেয়, আতঙ্কগ্রস্ত করে তোলে। সাধারণ মানুষকে শান্তিতে বসবাস ও এলাকায় আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা প্রশাসনের কর্তব্য। সেই দায়িত্ব শাসকদলেরও। হামলা বিজেপি করেনি বলে হাত ধুয়ে ফেলা আসলে সেই দায়িত্ব থেকে পিছু হটা। জলপাইগুড়ির বিজেপি নেতা বাপি গোস্বামীর মন্তব্যে সেই পিছু হটা স্পষ্ট।

তাঁর দল মমতাপন্থী কাউন্সিলারদের বাড়িতে জড়িত নয় বলে দাবি করছেন তিনি। পাশাপাশি তাঁদের বাড়িতে হামলাকে নাটক বলে মন্তব্য করে কার্যত হুমকি দিলেন, 'আমাদের ভদ্রতা যেন দুর্বলতা না ভাবেন ওই কাউন্সিলাররা।' পুলিশ তদন্ত করার আগে হামলাকে নাটক বলে উড়িয়ে দেওয়া নিশ্চয়ই যুক্তিযুক্ত নয়। ওই কাউন্সিলাররা দুর্নীতিগ্রস্ত হতেই পারেন। সেজন্য তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আইন আছে, প্রশাসন আছে।

কেউ অন্যায় করেছে বলে তাঁর বাড়িতে মাঝরাতে হামলাকে সুশাসন বলে না। আইনে অভিযুক্তেরও কিছু অধিকার আছে। অভিযুক্তের প্রাণ ও সম্পদ রক্ষা করা শাসকের কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। কিন্তু বিজেপি জমানার গত চার মাসে এধরনের ঘটনার কমতি নেই। জলপাইগুড়ির ঘটনার পরের রাতে একইরকম দুর্বৃত্ত হামলার শিকার হল যাদবপুর। সেখানে সিপিএম দপ্তরে ভাঙচুর হল, আক্রান্ত হল প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়কের বাড়ি।

রাতভর তাণ্ডব চললেও বিজেপি দাবি করছে, ওই ঘটনায় তাদের দলের কেউ জড়িত নয়। তর্কের খাতিরে সেই দাবি নাহয় সত্যি বলে মেনে নেওয়া গেল। কিন্তু এমন নৈরাজ্যের পরিস্থিতি তৈরি হওয়ার দায় শাসকদল হিসেবে বিজেপি কখনও অস্বীকার করতে পারে কি? একইদিনে দক্ষিণ ২৪ পরগনার একটি গ্রাম পঞ্চায়েত দপ্তর চত্বরে একজন মমতাপন্থীর শাড়ি, ব্লাউজ ছিঁড়ে বিবস্ত্র করে ঘোরানোর মারাত্মক অভিযোগ রাজ্যবাসীকে শিউরে তুলেছে।

ওই মমতাপন্থী সেই পঞ্চায়েতের সদস্যা। তাঁর ওপর দিনের আলোয় এই বর্বরোচিত হেনস্তা নিশ্চয়ই রাজ্যের সুশাসনের ছবি বহন করে না। ওই ঘটনার সাফাই দিতে গিয়েও জেলার বিজেপি নেতারা পঞ্চায়েত সদস্যার দিকে দুর্নীতির আঙুল তুলেছেন। সে অভিযোগ সত্য হতেই পারে। কিন্তু তাতে একজন মহিলাকে (তিনি যদি দাগিও হন) প্রকাশ্যে বিবস্ত্র করা কি ভালো আইনশৃঙ্খলার উদাহরণ?

একবার ঢিলে দিলে দুর্বৃত্তায়ন বেলাগাম হয়ে যায়। তার ফলে শুধু বিরোধীরা নয়, অরাজকতা নেমে আসে সাধারণ মানুষের ওপর। এমনকি শাসকদলের একাংশ ভুক্তভোগী হয়। তার বেশ কিছু উদাহরণ সম্প্রতি দেখা গিয়েছে। বিজেপির অন্দরে মারপিট, তোলাবাজি ইত্যাদি অভিযোগ বেআব্রু হয়ে পড়েছে। যা আসলে কুশাসনের লক্ষণকে ফুটিয়ে তুলছে। দুর্নীতিবাজদের লড়াইয়ের নামে নৈরাজ্যের বাতাবরণ তৈরির সুযোগ করে দেওয়া কখনও ভালো শাসন হতে পারে না।

অমৃতধারা

বোধ থেকে মহাবোধে, সমাধি থেকে গভীর সমাধিতে, জ্ঞান থেকে বিজ্ঞানেই আমাদের যাত্রা শেষ হবে। জীবনটাই যেন হয়ে ওঠে এক পবিত্র মহাপীঠ, যে জীবনের স্পর্শে হাজার-হাজার আগামী জীবন প্রাণলাভ করবে। কোন কিছুই ফেলনা নয়। ফেলাও যায় না। যা কিছুই ঘটুক, জানবে তার সাথেই তিনি। ঘটনা বাদ দিলে-তিনিই থাকেন। আত্মচিন্তা ছাড়বে না। ওর মধ্যেই আত্মা আছে। গুরুকে যে ভগবান বলে বুঝতে পারে, তার জ্ঞান হবেই। গুরু স্বয়ং ভগবান। তিনি সবার গুরু। গুরুকে সসম্মানে রাখা কিন্তু শিষ্যের দায়িত্ব। জীব কে? চিন্তার ওঠানামাই জীবের জীবত্ব। চাই এর হাত থেকে পরিত্রাণ। চিন্তার সাহায্য নিয়ে চিন্তার ওপারে যাওয়া সম্ভব। চেষ্টা করলেই সম্ভব। তোমার চেষ্টাই গুরুকৃপা।

-ভগবান

বিশ্বকে ব্রিকসের প্রশ্ন, 'ইজ ইট ওকে?'

ঐক্যের বার্তার আড়ালে নয়, বহুমেরু দুনিয়ায় ব্রিকসের নতুন অবস্থান সামনে এল এবার।

শুভদীপ ব্যানার্জি

২০২৬ সালে এসে অষ্টাদশী হল ব্রিকস। নয়াদিল্লিতে এবারের ১৮তম ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলন যেন গ্লোবাল সাউথের এই গোষ্ঠীকে আরও পরিণত এক জায়গায় দাঁড় করাল। নয়াদিল্লি ঘোষণাপত্রে সহনশীলতা, উদ্ভাবন, সহযোগিতা ও স্থায়িত্বের কথা যেমন এসেছে, তেমনই এসেছে রাষ্ট্রসংঘের সংস্কার, বহুপাক্ষিকতা, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য এবং পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধ পরিস্থিতি। একজোট হওয়ার বার্তার পাশাপাশি বাস্তবতার পরিচয় মিলল বেশ কিছু সিদ্ধান্তে। হঠকারিতা কিংবা জাতীয় স্বার্থে নেওয়া একরোখা অবস্থানে আটকে থাকেননি রাষ্ট্রপ্রধানরা। বরং বৃহত্তর লক্ষ্যে কথাবার্তা চালিয়ে যাওয়ার পথ খোলা রেখেছেন তাঁরা। আন্তর্জাতিক মঞ্চ মানে শুধু হাসিমুখে ছবি তোলা নয়। এবারের ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলন তাই গুরুত্বপূর্ণ বার্তাবহ।

১২ সেপ্টেম্বর, সম্মেলনের প্রথম দিন। ঘড়ির কাঁটা তখন দুপুর ২টোর দাগ ছাড়িয়ে আরেকটু এগিয়েছে। নয়াদিল্লির ভারত মণ্ডপমে একে একে এসে পৌঁছেছেন অতিথিরা। আপ্যায়ন সেরে শুরু হয়েছে বৈঠক। ইন্টারন্যাশনাল মিডিয়া সেন্টারে দেশের ও বিদেশের তাবড় সাংবাদিকদের চোখ দৈত্যাকৃতি পর্দায়, ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দিকে। আচমকাই ছন্দপতন। কথা থামিয়ে দিলেন সম্মেলনের সভাপতি মোদি। বাঁদিকে চোখ রেখে সাময়িক নিস্তব্ধতা। ওইদিকেই বসে রয়েছেন সাত বছর পরে ভারতের মাটিতে পা রাখা চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং এবং তাঁর ডেলিগেটরা। এরপর পরিস্থিতি সামলে স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিমায় মোদির উক্তি, 'ইজ ইট ওকে?' ততক্ষণে চিনের টেবিলে সামলে নেওয়া গিয়েছে পরিস্থিতি। ফের শুরু হল সভার কাজ। শুরু হল আলাপ আলোচনা পর্ব।

তবে বাস্তবে ভাবতে গেলে ওই তিনটি শব্দ, 'ইজ ইট ওকে'ই যেন একসূত্রে বেঁধে দিল সম্মেলনের সুর। এটাই যেন এবার ব্রিকসের বার্তা গোটা দুনিয়ার সামনে। এমনকি, ১১টি সদস্য দেশের বদলে যাওয়া অবস্থান সম্পর্কেও একই প্রশ্ন। আমরা যদি এই অবস্থান নিই, কারও কোনও আপত্তি নেই তো?

এবারের ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলনে সবচেয়ে নজরকাড়া তিনটি শব্দ হল রেজিলিয়েন্স, মাল্টিল্যাটারালিজম এবং ত্রয়কা। প্রথমটির বাংলা সহনশীলতা বা ধাক্কা সামলে ঘুরে দাঁড়ানোর ক্ষমতা, দ্বিতীয়টি বহুপাক্ষিকতা। আর তৃতীয়টি ভারত, চিন ও রাশিয়াকে ঘিরে শক্তির সমীকরণ। এই তিনটি ভাবনাকে এক জায়গায় এনে সর্বসম্মতিতে নয়াদিল্লি ঘোষণাপত্র পাশ করানোই এবারের বড় দিক।

সহনশীলতা

সহনশীলতার প্রশ্নে এবারের ব্রিকসের প্রাপ্তি বেশ কয়েকটি। প্রথমত, রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে বদল আনার বার্তা। রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন এবং চিনের প্রেসিডেন্ট জিনপিংকে পাশে বসিয়েই সেই দাবি তুলেছেন মোদি। ঘোষণাপত্রে নিরাপত্তা পরিষদকে আরও গণতান্ত্রিক, প্রতিনিধিত্বশীল ও কার্যকর করার কথা বলা হয়েছে। চিন ও রাশিয়া, দু'দেশই নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য। এবার তারা ভারত ও ব্রাজিলের আরও বড় ভূমিকার আকাঙ্ক্ষার প্রতি সমর্থনও জানিয়েছে। গ্লোবাল সাউথের কণ্ঠ আরও জোরালো করার বার্তাও এসেছে।

ভুললে চলবে না, এবার যখন ব্রিকসের সাজানো মঞ্চে বসলেন রাষ্ট্রনেতারা তখন ইরান এবং রাশিয়া জড়িয়ে রয়েছে যুদ্ধে। ইরানের ক্ষেত্রে পরিস্থিতি আরও কিছুটা অস্বস্তিকর। কারণ, পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধে ইরান, সৌদি আরব ও সংযুক্ত আরব আমিরশাহি একই টেবিলে বসেছে। সংঘাতের অভিঘাত সামুদ্রিক পরিবহণেও পৌঁছেছে। হরমুজ প্রণালীতে বাণিজ্যিক জাহাজে একের পর এক হামলা হয়েছে, ভারতীয় নাবিকও প্রাণ হারিয়েছেন। তবু কথা বলার এই মঞ্চ পণ্ড করেনি মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলি। যৌথ আলোচনার পাশাপাশি আলাদা করেও কথা হয়েছে ইরান ও সংযুক্ত আরব আমিরশাহির প্রতিনিধিদের। ঘোষণাপত্রে এসেছে ইজরায়েল প্যালেস্তাইন প্রসঙ্গ, প্যালেস্তাইনের রাষ্ট্রসংঘের পূর্ণ সদস্যপদের সমর্থন এবং শান্তিপূর্ণ সমাধানের প্রস্তাব।

বহুপাক্ষিকতা

বহুপাক্ষিক দুনিয়ার প্রশ্নে ধোঁয়াশা রাখা হয়নি নয়াদিল্লি ঘোষণাপত্রে। একসুরে ১১ সদস্যের ব্রিকস জানাচ্ছে, একতরফা নিয়ম চাপিয়ে দেওয়া মেনে নেওয়া যায় না। রাষ্ট্রসংঘ সনদ অনুযায়ী এবং আলোচনাসাপেক্ষে নেওয়া সিদ্ধান্তই মেনে চলুক বিশ্ব। সবার দৃষ্টিভঙ্গিকে সম্মান করা এবং সব পক্ষকে সঙ্গে নিয়ে চলার পক্ষপাতী ব্রিকস। একতরফা নিষেধাজ্ঞা এবং শুল্ক ও অন্যান্য বাণিজ্যিক বাধার বিরুদ্ধেও ঘোষণাপত্রে অবস্থান নেওয়া হয়েছে।

উদ্বোধনী ভাষণেই অবস্থান স্পষ্ট করেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী। তাঁর বক্তব্যে উঠে আসে, দুনিয়ার যাবতীয় সমস্যার কোপে সামনের সারিতে থাকে গ্লোবাল সাউথ। অথচ, সিদ্ধান্ত নেওয়ার বেলায় পেছনের পংক্তিতে ঠেলে দেওয়া হয় এই দেশগুলিকে। এবার গ্লোবাল সাউথকে 'পলিসি শেপার' হিসেবে উঠে আসতে হবে। নিজেদের মধ্যে সমন্বয় আরও বাড়াতে হবে। নয়াদিল্লি ঘোষণাপত্রেও উন্নয়নশীল দেশগুলির প্রতিনিধিত্ব বাড়ানোর আহ্বান জানানো হয়েছে।

ব্রিকসের প্রস্তাবনার আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল সামুদ্রিক পরিবহণের নিরাপত্তা। যুদ্ধ শুরুর পর নৌপরিবহণ ব্যবস্থার ওপর বারবার আঘাত এসেছে। হরমুজ ঘিরে জাহাজ চলাচল ব্যাহত হয়েছে। ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাতে প্রাণ হারিয়েছেন ভারতের নাবিকরা। ফলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও সামুদ্রিক নিরাপত্তাকে একসঙ্গে দেখার প্রয়োজনীয়তা সামনে এসেছে।

ত্রয়কা

ব্রিকসের ভেতরে ভারত, রাশিয়া ও চিনের তালমিল এখনও গুরুত্বপূর্ণ। এককথায় বলতে গেলে, এই তিনটি দেশই সংগঠনের পুরোনো শক্তির কেন্দ্র। বাণিজ্য, প্রতিরক্ষা, অর্থনীতি, মানবসম্পদের প্রশ্নে তিন দেশের সম্পর্কের প্রভাব ব্রিকসের গতিপথেও পড়ে। তবে আন্তর্জাতিক মঞ্চে তিন রাষ্ট্রপ্রধানের রসায়ন যেমনই দেখাক না কেন, একে অন্যের ওপর ভরসার ছবিটা আদৌ প্রশ্নাতীত নয়।

২০২২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ইউক্রেনে 'সামরিক অভিযান' শুরু করে রাশিয়া। পাঁচ বছর কাটতে চললেও সমাধানসূত্র বেরোয়নি। এদিকে, যুদ্ধের কারণে রাশিয়ার ওপর বিপুল নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। ফলে যতদিন না যুদ্ধ শেষ হচ্ছে, মস্কোর সান্নিধ্যে ফুল এবং কাঁটা দুটিই সামলে চলতে হবে নয়াদিল্লিকে।

শুধু খনিজ তেল নয়। ইতিমধ্যে ভারতীয় বায়ুসেনার চাহিদা মেটাতে নিজেদের পঞ্চম প্রজন্মের এসইউ৫৭ বিমান বিক্রির জন্য পরোক্ষে চাপ দিচ্ছে মস্কো। এদিকে, নতুন পাঁচটি এস৪০০ ইউনিট কিনতে চায় ভারত। এই প্রতিরক্ষা সম্পর্কের পাশে রয়েছে আমেরিকার সঙ্গে ভারতের জটিল সমীকরণ। মার্কিন নিষেধাজ্ঞা ও শুল্কনীতির প্রভাব যেমন রয়েছে, তেমনই রাশিয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার মূল্য নিয়েও ভাবতে হচ্ছে নয়াদিল্লিকে। তাই ভূরাজনীতির সমীকরণ খতিয়ে দেখতে গেলে, সমঝে চলতে হবে নরেন্দ্র মোদিকে।

এদিকে, সাত বছর পরে ভারতে এসেও এবারের ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলনে বারবার তাল কেটেছে জিনপিংয়ের। সভায় অংশ নিলেও উপস্থিত থাকেননি মোদির আমন্ত্রণে গালা ডিনারে। সেই নিয়ে তোলপাড় শুরু হয় ভারতের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে। কার্যত গেল গেল রব ওঠে। লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি নৈশভোজের নিরামিষ খাদ্যতালিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন। তবে জিনপিংয়ের নৈশভোজে না যাওয়ার সরকারিভাবে নিশ্চিত কোনও কারণ জানানো হয়নি। একটি সূত্র জানিয়েছিল, তিনি হোটেলে ফিরে বিশ্রাম নিতে গিয়েছিলেন।

শি জিনপিং ২০১২ সাল থেকে চিনের কমিউনিস্ট পার্টির শীর্ষ পদে এবং ২০১৩ সাল থেকে দেশের প্রেসিডেন্ট। লম্বা সফরের ধকল নিয়ে জল্পনা থাকলেও, তার কোনওটিকেই নিশ্চিত তথ্য হিসেবে ধরা ঠিক হবে না। বরং গুরুত্বপূর্ণ হল, ১২ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় একক বৈঠকে বসে দু'দেশ। সেখানেও শান্তির কথা বলে বেজিং। সীমান্ত সংক্রান্ত যাবতীয় বিতর্কের সুরাহা আলোচনার টেবিলেই করতে আগ্রহী তারা। ডোকলাম এবং গালওয়ান পরবর্তী পরিস্থিতিতে চিনের এই অবস্থান হয়তো আশা করেননি নয়াদিল্লির কূটনীতিবিদরা।

১৩ সেপ্টেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে সমাপ্তি ঘোষণা হয়েছে এবারের ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলনের। রাষ্ট্রপ্রধানরা ফিরেছেন। তবে এখনও চলছে নয়াদিল্লি ঘোষণাপত্রের কাটাছেঁড়া, পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ, লাভলোকসানের হিসেবনিকেশ। তৈরি করা হচ্ছে আগামীর রণকৌশল। বিশ্বের সামনে আরও একটি প্রশ্ন। 'ইজ ইট ওকে?' প্রশ্নটিও তাই থেকে যাচ্ছে। ১১ দেশের এক টেবিলে বসা যদি ব্রিকসের নতুন বাস্তবতা হয়, তবে সেই টেবিল কতটা টেকসই হয়, তার উত্তরই খুঁজবে আগামীদিনের বিশ্ব।

(লেখক সাংবাদিক)

নয়াদিল্লির ভারত মণ্ডপমে ১৮তম ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলনের অবকাশে। –ফাইল চিত্র

আজ

১৯৭৯

জামাইকান ক্রিকেটার ক্রিস গেইল জন্মগ্রহণ করেন আজকের দিনে।

১৯৮০

অভিনেত্রী করিনা কাপুর জন্মগ্রহণ করেন আজকের দিনে।

আলোচিত

প্রাথমিকভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, আমি একা রেজিনগরের উপনির্বাচনের প্রচার থেকে সরে আসব। পরে সিদ্ধান্ত বদলেছি। এখন সিদ্ধান্ত হয়েছে, উপনির্বাচনে আমাদের দলের প্রার্থী গোলাম নবি আজাদও প্রচারে নামবেন না। আমাদের দলের আর প্রচারের দরকার নেই। সমাজমাধ্যমের পাতা ব্যবহার করে মানুষকে বোঝাব, দলের বক্তব্য রাখব। টেবিল চিহ্নে আমার পুত্র তথা দলের প্রার্থীকে ভোট দেওয়ার জন্য আবেদন রাখব। ময়দানে নেমে প্রচার না করলেও টেবিল চিহ্ন ছাপিয়ে বাড়িতে বাড়িতে পৌঁছে দেব। তারপর মানুষ যা সিদ্ধান্ত নেবে, আমরা তাই মেনে নেব।

- হুমায়ুন কবীর

ভাইরাল/১

উত্তর-পশ্চিম দিল্লির একটি মেট্রো স্টেশনের বাইরে এক মহিলা অটোরিকশার হেডলাইট ভেঙে ফেলার চেষ্টা করেন। অটোর ওয়াইপারটি চেপে ধরে মুচড়ে নষ্ট করে দেন। চালককে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করতে থাকেন। রাজধানীতে 'দিদিগিরির' ভিডিও ভাইরাল।

ভাইরাল/২

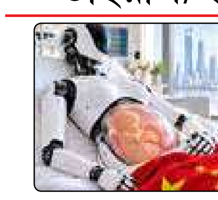

ভবিষ্যতে মানব সন্তানের জন্ম দেবে রোবট? চিনের 'গর্ভবতী রোবট' নিয়ে ইন্টারনেটে তুলকালাম। রোবটের গর্ভে থাকবে কৃত্রিম জরায়ু। সেখানে জন্ম নেবে ফুটফুটে সন্তান! ২০২৬ সালের মধ্যেই নাকি আত্মপ্রকাশ করতে চলেছে এই প্রযুক্তি।

জনমন জনমত

তুফানগঞ্জ হয়ে কলকাতা ও গুয়াহাটি যাওয়ার ট্রেন চাই

কোচবিহার জেলার প্রান্তিক মহকুমা শহর তুফানগঞ্জ। এখান থেকে রাতেরবেলা কলকাতা ও গুয়াহাটি যাওয়ার ট্রেন থাকলেও দিনেরবেলা গুয়াহাটি ও কলকাতা যাওয়ার কোনও ট্রেন নেই। এই অবস্থায় অসমের ধুবড়ি থেকে তুফানগঞ্জ হয়ে দিনেরবেলায় কলকাতা যাওয়ার একটি সুপারফাস্ট ট্রেনের বিশেষ প্রয়োজন। একইভাবে প্রয়োজন নিউ কোচবিহার থেকে তুফানগঞ্জ হয়ে সকালবেলা গুয়াহাটি যাওয়ার একটি ইন্টারসিটি এক্সপ্রেসের, যে ট্রেনের অপেক্ষায় আছেন তুফানগঞ্জ সহ অসমের গোলকগঞ্জ, গৌরীপুর, ধুবড়ি, বিলাসীপাড়া, চাপর সহ আরও ছোট ছোট স্টেশনের মানুষজন। তাছাড়া তুফানগঞ্জ থেকে বা তুফানগঞ্জ হয়ে কলকাতা যাওয়ার একটি ট্রেনের দাবি দীর্ঘদিনের।

২০২৬ সালের গোড়াতেই সায়রাং-কলকাতা ত্রি-সাপ্তাহিক একটি সুপারফাস্ট ট্রেন চালু হয়েছে। কিন্তু এই ট্রেনটি তুফানগঞ্জে পৌঁছায় মাঝরাত পেরিয়ে। ফলে খুব জরুরি না হলে এই ট্রেনটি পেয়ে তুফানগঞ্জের বিশেষ লাভ হয়নি। তেমনই নিউ কোচবিহার থেকে তুফানগঞ্জ হয়ে ধুবড়ি-বিলাসীপাড়ার নতুন রেলপথে দিনেরবেলা গুয়াহাটি যাওয়ার একটি ট্রেনও চালু হয়নি। এইসব বিষয়ে উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী ও তুফানগঞ্জের বিধায়কের সদর্থক ভূমিকা কামনা করি।

সঞ্জয় চক্রবর্তী
নিউটাউন, তুফানগঞ্জ।

মা আহার

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের একাধিক জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের মধ্যে অন্যতম উল্লেখযোগ্য 'মা আহার' প্রকল্প। মাত্র ৫ টাকার বিনিময়ে সাধারণ ও দারিদ্র্যসীমার নীচে থাকা মানুষের জন্য পেট ভরে খাবারের ব্যবস্থা করা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। শুধু খাবারের ব্যবস্থা নয়, মানুষের পুষ্টির কথা মাথায় রেখে এই প্রকল্পে মাছ ও ডিমের মতো পুষ্টিকর খাবারও রাখা হয়েছে।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, সীমান্তবর্তী জেলা দক্ষিণ দিনাজপুরের প্রান্তিক এলাকা হিলির গ্রামাঞ্চলের বহু মানুষ এখনও এই প্রকল্পের সুবিধা থেকে বঞ্চিত। হিলির বিভিন্ন গ্রামে বহু দরিদ্র ও অসহায় মানুষ বসবাস করেন। তাঁদের অনেকের কাছেই প্রতিদিন পুষ্টিকর খাবারের ব্যবস্থা করা কঠিন।

তাই হিলির প্রান্তিক গ্রামাঞ্চলেও 'মা আহার' প্রকল্প চালু করার বিষয়টি প্রশাসন ও রাজ্য সরকারের গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা উচিত। এই প্রকল্প গ্রামাঞ্চলে বাস্তবায়িত হলে দারিদ্র্যসীমার নীচে থাকা বহু মানুষ উপকৃত হবেন এবং তাঁদের পুষ্টির চাহিদাও অনেকটা পূরণ হবে। জনস্বার্থের কথা বিবেচনা করে বিষয়টিতে প্রশাসন ও রাজ্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

অঞ্জন সাহা
হিলি, দক্ষিণ দিনাজপুর।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি ৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী ৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা ৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট ৭৩৬১২২, ফোন : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮ মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : ৮৩৭৩০৯৭৯৯১. জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

নীরবতা ভেঙে খুলুক বাঁচার দরজা

আত্মহত্যা প্রতিরোধে সেপ্টেম্বরজুড়ে পরিবার, বিদ্যালয় ও সমাজে সহমর্মিতার কথোপকথন আরও জোরালো হোক।

স্বপনকুমার রায়

সেপ্টেম্বর মাসজুড়ে আত্মহত্যা প্রতিরোধের সচেতনতা নিয়ে কথা বলার সময়। ১০ সেপ্টেম্বর বিশ্ব আত্মহত্যা প্রতিরোধ দিবস পেরিয়ে গেলেও, বিষয়টি কোনও একটি দিনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না। প্রতি বছর বিশ্বে সাত লক্ষেরও বেশি মানুষ আত্মহত্যার কারণে প্রাণ হারান। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য বলছে, ১৫ থেকে ২৯ বছর বয়সিদের মধ্যে আত্মহত্যা মৃত্যুর তৃতীয় প্রধান কারণ। পরিসংখ্যান আমাদের কেবল একটি সংখ্যা দেখায়; কিন্তু প্রতিটি সংখ্যার পেছনে থাকে একটি পরিবার, কিছু অসমাপ্ত স্বপ্ন এবং বহু মানুষের গভীর শোকও থাকে। মানুষের জীবনে মুহূর্ত আসে, যখন চারপাশে অসংখ্য মানুষ থাকা সত্ত্বেও নিজেকে একা মনে হয়। ব্যর্থতা, সম্পর্কের টানাপোড়েন, পারিবারিক সমস্যা, আর্থিক সংকট, পরীক্ষার চাপ কিংবা ভবিষ্যৎ নিয়ে অনিশ্চয়তায় মানুষ বিপর্যস্ত হতে পারে। সেই সংকটের মুহূর্তে একজন মানুষকে বিচার নয়, প্রয়োজন একজন শ্রোতা; উপদেশ নয়, প্রয়োজন সহমর্মিতা; একাকিত্ব নয়, প্রয়োজন পাশে থাকার নিশ্চয়তা।

আমাদের সমাজে শরীর অসুস্থ হলে চিকিৎসকের কাছে যাওয়াকে স্বাভাবিক মনে করা হয়। কিন্তু মন খারাপ, দীর্ঘস্থায়ী হতাশা বা মানসিক চাপের কথা বলতে এখনও অনেকেই সংকোচ বোধ করেন। অনেক সময় কিশোর-কিশোরী বা তরুণ সমস্যার কথা বলতে চাইলে আমরা বলি, 'এত চিন্তা করছ কেন?', 'এটা তো সামান্য ব্যাপার' কিংবা 'মন শক্ত করো।' কিন্তু যার কাছে সমস্যাটি পাহাড়সমান, তাকে 'সামান্য' বলে উড়িয়ে দেওয়া সমাধান নয়। মানসিক কষ্ট কোনও দুর্বলতার পরিচয় নয়। সাহায্য চাওয়াও দুর্বলতা নয়। তাই গুরুত্বপূর্ণ বার্তা হতে পারে, কথা বলুন, শুনুন এবং পাশে থাকুন।

প্রতীকী

কেউ যদি হঠাৎ নিজেকে গুটিয়ে নেয়, আচরণে পরিবর্তন আসে, দীর্ঘদিন মনমরা থাকে কিংবা ভবিষ্যৎ সম্পর্কে গভীর হতাশা প্রকাশ করে, তাকে অবহেলা না করে কাছে বসা প্রয়োজন। প্রশ্ন করা যেতে পারে, 'কেমন আছ? কোনও সমস্যা হলে আমাকে বলতে পারো।' 'চলো, আমরা একসঙ্গে সাহায্য নিই।' সব সমস্যার সমাধান হয়তো আমাদের জানা নেই। কিন্তু মন দিয়ে শোনার ক্ষমতা আমাদের প্রত্যেকের আছে। অনেক সময় শ্রোতা হয়ে ওঠাই সাহায্যের প্রথম ধাপ। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাও কলঙ্ক কমানো, খোলামেলা কথোপকথন এবং প্রয়োজনে সহায়তার সঙ্গে মানুষকে যুক্ত করার ওপর গুরুত্ব দিয়েছে। ২০২৪ থেকে ২০২৬ সালের বিশ্ব আত্মহত্যা প্রতিরোধ দিবসের বার্তাও কথা শুরু করা ও নীরবতা বদলানোর আহ্বান জানায়।

একটি শিশুর বা কিশোরের মানসিক জগৎ গড়ে ওঠে পরিবার ও বিদ্যালয়ের পরিবেশে। তাই শুধু পরীক্ষার ফল, নম্বর কিংবা সাফল্যের হিসাব নয়, তার অনুভূতি, ভয়, হতাশা ও স্বপ্নের কথাও জানতে হবে। অভিভাবকদের মনে রাখতে হবে, সন্তানের নম্বর তার সম্পূর্ণ পরিচয় নয়। ব্যর্থতা জীবনের শেষকথা নয়; বরং ভুল থেকে শেখার একটি সুযোগ। বিদ্যালয়েও মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে নিয়মিত সচেতনতা প্রয়োজন। শিক্ষক শুধু পাঠ্যবইয়ের শিক্ষক নন; তিনি অনেক সময় একজন শিক্ষার্থীর কাছে বিশ্বাসযোগ্য আশ্রয়ও হয়ে উঠতে পারেন। তাই আচরণে অস্বাভাবিক পরিবর্তন দেখা গেলে অপমান বা শাসন না করে সংবেদনশীলভাবে কথা বলা জরুরি। পরিবারে খোলামেলা কথোপকথন, বিদ্যালয়ে জীবনদক্ষতার শিক্ষা এবং প্রয়োজনের সময়ে পেশাদার সহায়তার সমন্বয় প্রয়োজন।

ভারতে মানসিক স্বাস্থ্য সহায়তার জন্য সরকারি টেলি মানস পরিষেবা চালু রয়েছে। ১৪৪১৬ অথবা ১৮০০ ৮৯ ১৪৪১৬ নম্বরে সহায়তা পাওয়া যায়। প্রয়োজনের সময়ে বিশ্বস্ত অভিভাবক, শিক্ষক, চিকিৎসক বা মানসিক স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞের সাহায্য নেওয়া উচিত। বিশ্ব আত্মহত্যা প্রতিরোধ দিবস পেরিয়ে গেলেও সেপ্টেম্বর মাসজুড়ে সচেতনতার এই আবহকে কাজে লাগানো যেতে পারে। হয়তো আমাদের আশপাশেই কেউ কষ্ট পাচ্ছে, হয়তো সে সাহায্য চাইতে পারছে না। হয়তো একজন মানুষের প্রয়োজন, যে বলবে, 'তুমি একা নও, তোমার কথা আমি শুনতে প্রস্তুত।' তাই পোস্টার বা আলোচনায় সীমাবদ্ধ না থেকে সহমর্মিতার চর্চা শুরু হোক। কথা বলুন। মন দিয়ে শুনুন। প্রয়োজনে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিন। কারণ একটি জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে একটি পরিবার, একটি সমাজ এবং অনেক স্বপ্ন।

(লেখক শিক্ষক ও সাহিত্যিক। ঘোকসাডাঙ্গার বাসিন্দা।)

বিন্দুবিসর্গ

শব্দরঙ্গ ■ ৪৫৫৫

১		২	★	৩	★	★	★
	★	৪			★	৫	৬
৭			★		★	★	
★	★	★	★	৮			
৯			১০	★	★	★	★
	★	★		★	১১		১২
১৩		★	১৪			★	
★	★	★		★	১৫		

পাশাপাশি : ১। গুরু, শিক্ষক, দক্ষ ৪। সপ্তর্ষিমণ্ডলের অন্যতম নক্ষত্র, ব্রহ্মার মানসপুত্র ৫। কামানের আরেক নাম ৭। ময়না শ্রেণির সুপরিচিত পাখি ৮। শৈশব, যৌবন ও প্রৌঢ়ত্ব ৯। ঠাট্টা, বিদ্রুপ ১১। পার বা তীর নেই যার, অসীম ১৩। পাটজাতীয় ক্ষুদ্র ও সরু গাছ বা তার আঁশ ১৪। দড়ি, রজ্জু ১৫। তরল পদার্থের মাপ।

উপর-নীচ : ১। পশ্চিমবঙ্গের প্রতিবেশী একটি রাজ্য ২। দমনকারী, আকস্মিক বেগ ৩। শচীর স্বামী বলে দেবরাজ ইন্দ্রের যে নাম ৬। মাংস, পলি ৯। প্রাচীন যুদ্ধাস্ত্রবিশেষ, খড়গের মতো তরবারিবিশেষ ১০। নিত্য, চির বর্তমান ১১। শিখ সম্প্রদায়বিশেষ ১২। ঢেউ, প্রবাহ।

সমাধান ■ ৪৫৫৪

পাশাপাশি : ১। ঘনাগম ৩। হরজ ৫। নিশিপালন ৭। জাবর ৯। কড়মা ১১। বালগোপাল ১৪। কলাদ ১৫। কঙ্করোল।

উপর-নীচ : ১। ঘষামাজা ২। মউনি ৩। হড়পা ৪। জহিন ৬। লগুড় ৮। বদল ১০। মাইফেল ১১। বার্নিক ১২। গোষ্পদ ১৩। লক্তক।

ভাঁড়ের দল, রাহুলকে নিশানা বিজেপির

ছাত্রোঁ কি গুঞ্জে মোদিকে বিদ্রুপের পালটা

নয়াদিল্লি, ২০ সেপ্টেম্বর : ইন্দোরে রাহুল গান্ধির 'ছাত্রোঁ কি গুঞ্জ' অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট স্ট্যান্ডআপ কমেডিয়ান পুলকিত মণিকে দিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে বিদ্রুপ করায় ক্ষুব্ধ বিজেপি। দলের তাবড় নেতাকর্মীরা তো বটেই, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং বিভিন্ন বিজেপি শাসিত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরাও গোটা ঘটনায় কংগ্রেস এবং রাহুলের সমালোচনা করেছেন। শনিবার ইন্দোরের ওই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে নকল করে 'মাই ফ্রেন্ড' বলে ব্যঙ্গ করেন পুলকিত মণি। রাহুলকে বারবার জড়িয়ে ধরে নানারকমের অঙ্গভঙ্গিতে প্রধানমন্ত্রীকে ব্যঙ্গ করেন তিনি। বিজেপির একটি সভায় এক প্রবীণ মহিলার জন্য চেয়ারের ব্যবস্থা করার কথা বলেছিলেন মোদি। সেই কথারও ব্যঙ্গ করেন পুলকিত।

রাহুলের সভায় প্রধানমন্ত্রীকে এভাবে ঠাট্টা, তামাশা করায় স্বাভাবিকভাবেই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেন রিজিজু, প্রহ্লাদ যোশি, উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ, মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ, স্মৃতি ইরানি প্রমুখ তোপ দেগেছেন। রিজিজু সমাজমাধ্যমে লিখেছেন, 'কংগ্রেস দলটা একটি ভাঁড় এবং জোকারদের দলে পরিণত হয়েছে।' প্রহ্লাদ যোশি বলেন, 'লজ্জাজনক এবং বিরক্তিকর। রাহুল গান্ধি এবং কংগ্রেস দলটা পুরোপুরি নৈতিকভাবে দেউলিয়া হয়ে গিয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর প্রয়াত মায়ের অপমান করতে ছাত্রদের সঙ্গে আলাপচারিতার অনুষ্ঠানকে তারা হাতিয়ার করেছে। এর থেকেই বোঝা যায় তাদের মধ্যে ন্যূনতম মানবিকবোধ এবং রাজনৈতিক সংস্কৃতির অভাব রয়েছে।' দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তার তোপ, মায়ের অপমানে হাসাহাসি করে রাহুল গান্ধি নিজের রাজনৈতিক সংস্কার দেশের সামনে তুলে ধরেছেন।' অপরদিকে যোগী আদিত্যনাথ বলেছেন, 'রাহুল গান্ধির মহিলাদের সম্মান করেন না। মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছেন।' রাহুল অবশ্য ওই অনুষ্ঠানে মোদির জন্মদিনে বিপুল অর্থ খরচ করে প্রদীপ জ্বালানো নিয়েও সরব হন। তিনি বলেন, 'প্রদীপ জ্বালানোর জন্য সরকারের কাছে টাকা থাকে। তাহলে ছাত্রীদের থাকার জন্য হস্টেল তৈরি করতে পারে না কেন?' রায়বেরেলির সাংসদ এও বলেন, 'দেশের সিস্টেম অন্ধভক্ত চায়। কিন্তু পড়ুয়াদের চায় না।'

জয়শংকরদের নোটিশ কমিশনের

নয়াদিল্লি, ২০ সেপ্টেম্বর : কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর কিংবা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে 'অপারেশন সিঁদুর'-এর সময় যিনি ভারতীয় সেনাবাহিনীকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন সেই প্রাক্তন সেনাপ্রধান জেনারেল উপেন্দ্র দ্বিবেদী কি ভারতের ভোটার নন? কারণ ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআরে তাঁদের নোটিশ পাঠিয়েছে নির্বাচন কমিশন। আতসকাচের তলায় এসেছে সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি রঞ্জনা দেশাই, সিবিআই ডিরেক্টর প্রবীণ সুদ, প্রাক্তন বিদেশসচিব বিক্রম মিস্রির মতো একাধিক ভিভিআইপির নামও। নোটিশ পাঠানো হয়েছে বর্ষীয়ান বিজেপি নেতা লালকৃষ্ণ আদবানি, দিল্লির বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল, বিশিষ্ট আইনজীবী কপিল সিবাল, দিল্লির প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী মণীশ সিসোদিয়ার মতো রাজনীতিবিদদেরও। কারও ক্ষেত্রেই আগের ভোটার তালিকার সঙ্গে কোনও মিল খুঁজে পায়নি নির্বাচন কমিশন। দিল্লির মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক অবশ্য সাফাই দিয়েছেন, নোটিশ পাঠানোর অর্থ এই নয় যে তাঁদের নাম ভোটার তালিকা থেকে মুছে দেওয়া হবে। যদিও দেশের ভিভিআইপি নেতা, মন্ত্রী, আমলাদের এভাবে নোটিশ পাঠানোয় এসআইআরের যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

দুর্ঘটনায় নিহত ৩

মুম্বই, ২০ সেপ্টেম্বর : ঝড়ের গতিতে ডিভাইডারে ধাক্কা মেরে প্রায় ৭৫ ফুট নীচে পড়ে গেল বিএমডব্লিউ। রবিবার ভোরে মুম্বইয়ের কোস্টাল রোডে এই দুর্ঘটনায় তিন পড়ুয়ার মৃত্যু হয়েছে। আশঙ্কাজনক অবস্থায় একজনকে নায়ার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। মেরিন ড্রাইভ থেকে হাজি আলির দিকে যাওয়ার পথে লোটাস জেটির কাছে গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ডিভাইডারে ধাক্কা মেরে উড়ালপুল থেকে নীচে পড়ে যায়।

প্রথমবার ভারতে আয়োজিত মহড়ায় অংশ নিল জাপানি বিমানবাহিনীর ফাইটার জেট। রবিবার যোধপুরে যৌথ বিমান মহড়া 'বীর গার্ডিয়ান'-এ ভারতীয় বিমানবাহিনীর সঙ্গে মহড়া দিল জাপানের এয়ার সেলফ-ডিফেন্স ফোর্স। এই যৌথ মহড়া দু-দেশের পারস্পরিক আস্থা বৃদ্ধি এবং কৌশলগত বন্ধন আরও মজবুত হবে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

যুদ্ধ থামাতে ট্রাম্পকে ইরানি শর্ত

তেহরান ও ওয়াশিংটন, ২০ সেপ্টেম্বর : চলতি সংঘাতে রাশ টানতে আমেরিকার সামনে ৭ দফা শর্তের তালিকা পেশ করল ইরান। সেই সঙ্গে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সরকারকে হুঁশিয়ারি দিয়ে তেহরানের তরফে জানানো হয়েছে, এইসব শর্ত না মানলে তার পরিণতি হবে ভয়াবহ। এরপর দুই দেশের মধ্যে একটি 'নির্ণায়ক যুদ্ধ' শুরু হবে।

তেহরানের স্পষ্ট বক্তব্য, মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি ও স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনতে হলে আমেরিকাকে তাদের নিষেধাজ্ঞা অবিলম্বে প্রত্যাহার করতে হবে। বন্ধ করতে হবে ইরান ও তার সহযোগী গোষ্ঠীগুলির বিরুদ্ধে চলা সব ধরনের সামরিক অভিযান। শুধু তাই নয়, বিদেশে ইরানের যেসব সম্পদ ও অর্থ বাজেয়াপ্ত করে রাখা হয়েছে সেসবও ফেরত দিতে হবে। আলোচনার টেবিলে বসতে হলে এই শর্তগুলি মেনে নেওয়া ছাড়া ওয়াশিংটনের সামনে অন্য কোনও বিকল্প খোলা নেই বলে ইরানের সুপ্রিম ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের প্রধান মোহসিন রেজাই জানিয়েছেন।

তিনি বলেন, 'আমরা কোনও অবস্থাতেই দেশের সার্বভৌমত্ব ও আঞ্চলিক নিরাপত্তার প্রশ্নে আপস করব না। আমেরিকা যদি আলোচনার মাধ্যমে সমাধান চায়, তবে তাদের আমাদের শর্ত মেনে নিতে হবে, নয়তো তারা যেন একটি পূর্ণাঙ্গ ও নির্ণায়ক যুদ্ধের জন্য তৈরি থাকে।'

আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর, ইরানের শর্তের তালিকা মার্কিন শীর্ষ নেতৃত্বের কাছে পৌঁছে দিয়েছে পাকিস্তান ও কাতার। ইরান শর্ত দেওয়ার পর এখন আন্তর্জাতিক মহলের নজর ডোনাল্ড ট্রাম্প আর হোয়াইট হাউসের পরবর্তী পদক্ষেপের দিকে। বিশ্বনেতারা পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছেন। এবার ট্রাম্পের সিদ্ধান্তেই ঠিক হবে মধ্যপ্রাচ্য শান্তির পথে হাঁটবে না কি এক ভয়ংকর যুদ্ধের আগুনে জ্বলবে।

মস্কোয় বেনজির ড্রোন হামলা

মস্কো, ২০ সেপ্টেম্বর : রাশিয়ার সংসদীয় নির্বাচনের শেষ দিনে রাজধানী মস্কো সহ একাধিক অঞ্চলে ইউক্রেন ব্যাপক ড্রোন হামলা চালিয়েছে। রুশ কর্তৃপক্ষের দাবি, এক রাতেই প্রায় ১,১০০টি ড্রোন মাঝআকাশে ধ্বংস করা হয়েছে। তবে এই ভয়াবহ হামলায় অন্তত চারজন নিহত হয়েছেন। মৃতদের মধ্যে একজন নির্বাচনি আধিকারিক। মস্কোর একটি গুরুত্বপূর্ণ তেল শোধনাগার ও বেশ কিছু আবাসিক ভবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

মস্কোর মেয়র সের্গেই সোবিয়ানিন একে রাজধানীতে চলা সবচেয়ে বড় ড্রোন হামলা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। হামলার কারণে কৃষ্ণসাগর ও ক্রিমিয়া অঞ্চলেও সতর্কতা জারি করা হয়েছে। তবে ড্রোন হামলায় ক্ষয়ক্ষতি হলেও সংসদীয় নির্বাচনে কোনও প্রভাব পড়েনি বলে জানিয়েছে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ। ইউক্রেনের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর এটিই ছিল রাশিয়ায় আয়োজিত প্রথম সংসদীয় নির্বাচন।

চ্যালেঞ্জের মুখে চন্দ্রশেখরন

মুম্বই, ২০ সেপ্টেম্বর : টাটা সন্সের চেয়ারম্যান পদে এন চন্দ্রশেখরনের পুনর্নিয়োগের বৈধতাকে আনুষ্ঠানিকভাবে চ্যালেঞ্জ জানাল টাটা ট্রাস্ট। ট্রাস্টের দাবি, পর্ষদের ১৭ সেপ্টেম্বরের বৈঠকে গৃহীত চন্দ্রশেখরনের মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাবটি বেআইনি। টাটা ট্রাস্ট মনোনীত পরিচালকদের সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন ছাড়া কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় না।

মাও-কমান্ডার ব্রিজেশ নিহত

লখনউ, ২০ সেপ্টেম্বর : পূর্ব মেদিনীপুরের পটাশপুর থেকে মাওবাদী নেতা আকাশের গ্রেপ্তারের তিনদিনের মাথায় নিরাপত্তা বাহিনীর এনকাউন্টারে খতম হল মাওবাদী কমান্ডার ব্রিজেশ গঞ্জু। তার মাথার দাম ছিল ৩০ লক্ষ টাকা। রবিবার উত্তরপ্রদেশ অ্যান্টিটেররিস্ট স্কোয়াড (এটিএস) ও রামনগর পুলিশের যৌথ অভিযানে বারাণসীর কাছে রামনগরের লঙ্কা ময়দানে নিহত হয় ব্রিজেশ। তার বাড়ি ঝাড়খণ্ডের ছাতরায়।

গ্রেপ্তার ইমরানের বোন

ইসলামাবাদ, ২০ সেপ্টেম্বর : পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের মুক্তির দাবিতে পূর্বঘোষিত প্রতিবাদ আন্দোলনের আগে গ্রেপ্তার হলেন তাঁর বোন আলিমা খান। রবিবার লাহোরের বাসভবন থেকে আলিমাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ইমরানের দ্রুত মুক্তির জন্য পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফ (পিটিআই) পথে নামছে ২৭ সেপ্টেম্বর। ওইদিন প্রতিবাদের ডাক দেওয়া হয়েছে। আলিমা তাতে উপস্থিত থাকতেন। কিন্তু সেই সুযোগ তিনি পাবেন না।

সুইডিশ পার্লামেন্টে বিজেপি মন্ত্রীর ভাইঝি

মুম্বই, ২০ সেপ্টেম্বর : দাদু বালাসাহেব ভিখে পাটিল ছিলেন অটলবিহারী বাজপেয়ীর মন্ত্রীসভার গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। বাবা অশোক ভিখে পাটিল বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ। কাকা বর্তমানে মহারাষ্ট্রের বিজেপি মন্ত্রী রাধাকৃষ্ণ ভিখে পাটিল। এহেন রাজনৈতিক পরিবারের সদস্যা নীলা ভিখে পাটিল এবার সুইডিশ পার্লামেন্ট 'রিকসড্যাগ'-এ নির্বাচিত হলেন। ৪১ বছরের নীলা গ্রিন পার্টির টিকিটে পার্লামেন্টে নির্বাচিত হয়েছেন। দীর্ঘদিন ধরেই সুইডেনে রাজনীতিতে

সক্রিয় তিনি। স্টকহোম সিটি থেকে জয়ী নীলা বলেন, 'যাঁরা ভোট দিতে পারেন না তাদের কণ্ঠস্বর হতে চাই। আমি এমন একটি সমাজ গড়তে চাই যেখানে প্রতিটি শিশু সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়ার সুযোগ পায়।'

সিজেপির চাপে 'বোধোদয়'

জয়পুর, ২০ সেপ্টেম্বর : ককরোচ জনতা পার্টি (সিজেপি)-র 'স্কুল ঠিক করো' অভিযানে টনক নড়েছে রাজস্থান সরকারের। রাজস্থানে স্কুল পরিদর্শনে যায় সিজেপি। যেদিন তারা উদয়পুরে পৌঁছায় সেদিনই ৪৭২টি স্কুলের জন্য চার হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করে ভজনলাল শর্মার সরকার। যে বিদ্যালয়গুলিকে টাকা দেওয়া হচ্ছে তার ৩০ শতাংশ উদয়পুরের। রাজ্য সরকারের অর্থ বরাদ্দের কথা সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্টে জানিয়েছেন সৌরভ দাস, আশুতোষ রাঙ্কা। অগাস্টে সিজেপি নেতারা জয়পুরের একটি স্কুলে গিয়েছিলেন।

বাঙালির সেরা পার্বণে
উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ
উত্তরবঙ্গ সংবাদ শারদ সম্মান ১৪৩৩
নিম্নলিখিত এলাকা থেকে পুজো উদ্যোক্তারা অংশ নিতে পারবেন
দার্জিলিং–শিলিগুড়ি, মাটিগাড়া, নকশালবাড়ি, বাগডোগরা, খড়িবাড়ি
জলপাইগুড়ি–জলপাইগুড়ি, ময়নাগুড়ি, ক্রান্তি, লাটাগুড়ি, ধূপগুড়ি, মালবাজার, ওদলাবাড়ি
আলিপুরদুয়ার–আলিপুরদুয়ার, সোনাপুর, ফালাকাটা, কামাখ্যাগুড়ি, বারবিশা কোচবিহার–কোচবিহার, দিনহাটা, মাথাভাঙ্গা, তুফানগঞ্জ
উত্তর দিনাজপুর–রায়গঞ্জ, হেমতাবাদ, কালিয়াগঞ্জ, ইসলামপুর, করণদিঘি, চোপড়া
দক্ষিণ দিনাজপুর–বালুরঘাট, পতিরাম, হিলি, গঙ্গারামপুর, বুনিয়াদপুর মালদা–ওল্ড মালদা, ইংরেজবাজার, গাজোল।
পুরস্কার
প্রথম ১৫,০০০/- | দ্বিতীয় ৭,৫০০/- | তৃতীয় ৫,০০০/-
প্রতি জেলা থেকে ১টি ক্লাবকে কম বাজেটের সেরা পুজোর জন্য পুরস্কৃত করা হবে
পুরস্কার মূল্য ৫,০০০/- সঙ্গে থাকবে স্বীকৃতি স্মারক
প্রতিটি জেলার ৩টি শ্রেষ্ঠ পুজোকে শারদ সম্মানে ভূষিত করবে উত্তরবঙ্গ সংবাদ।
মণ্ডপ, প্রতিমা, আলোকসজ্জা, পরিবেশ– এই বিষয়গুলিই বিবেচিত হবে।
কোন কোন পুজো 'শারদ সম্মান–১৪৩৩'–এ প্রাথমিক তালিকাভুক্ত হচ্ছে তা জানতে পড়ুন উত্তরবঙ্গ সংবাদ।

আপনার পুজোকে প্রতিযোগিতার প্রাথমিক তালিকাভুক্তির জন্য যা যা করতে হবে
এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে কোনও প্রবেশমূল্য দিতে হবে না। পরিষ্কার হরফে আবেদনপত্র আয়োজক সংস্থার নিজস্ব লেটার প্যাডে পূরণ করে জমা দিতে হবে ৪ অক্টোবরের মধ্যে। আবেদনপত্রের সঙ্গে পথনির্দেশিকা দিতে হবে। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের পুজোর মণ্ডপে চোখে পড়ার মতো জায়গায় উত্তরবঙ্গ সংবাদ–এর (৫x৩ ফুট) ব্যানার টাঙিয়ে রাখতে হবে। যোগাযোগের সুবিধার জন্য একাধিক ফোন নম্বর দিলে ভালো হয়।

পুজো কমিটির নাম .... ঠিকানা ....
....
যোগাযোগের প্রতিনিধি .... ফোন .... মোবাইল ....
পুজোর থিম (থাকলে) ....
মণ্ডপশিল্পী .... প্রতিমাশিল্পী .... আলোকশিল্পী ....
পুজোর ব্যয়বরাদ্দ........................
উপরের সমস্ত তথ্য আমার/আমাদের কমিটির বিশ্বাস মতে সত্য। উত্তরবঙ্গ সংবাদ কর্তৃক প্রদত্ত সমস্ত শর্ত মেনে চলতে বাধ্য রইলাম।
অনুমোদিত স্বাক্ষর এবং সিল

শ্রেষ্ঠ পুজো নির্বাচনের জন্য সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে বিচারকমণ্ডলী গঠিত হবে। নির্বাচনের ব্যাপারে তাঁদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।
আবেদন পাঠান এই ঠিকানায় - উত্তরবঙ্গ সংবাদ, সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-১ অথবা মেল করুন ubssharodsamman@gmail.com 9735739677

PLATINUM SPONSOR
UTTORA GOOD LIVING GOT BETTER | Luxmi
GOLD SPONSOR
DR. P. K. SAHA HOSPITAL MULTI-SPECIALITY HOSPITAL
PKSH care & compassion
1st Hospital in Coochbehar with NABH Pre Accredited
SILVER SPONSOR
BINA MOHIT MEMORIAL SCHOOL
CBSE Affiliation No. 2430164
MAHISHBATHAN, COOCHBEHAR

জৈব রসায়নের ধারণা

মাধ্যমিক ভৌতবিজ্ঞানের সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় 'জৈব রসায়ন' সম্পর্কে আজকের আলোচনা। এই অধ্যায় থেকে মোট নয় নম্বর থাকবে।

পার্থপ্রতিম ঘোষ, *শিক্ষক*
আলিপুরদুয়ার ম্যাক উইলিয়াম হাইস্কুল, আলিপুরদুয়ার

'জৈব রসায়ন' অধ্যায় থেকে বহু বিকল্পভিত্তিক প্রশ্ন (MCQ) ও সেগুলোর উত্তর, অতি সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নোত্তর, পাঠ্যসূচিভুক্ত অংশ অনুযায়ী আজ আলোচনা করছি। তবে শুধুমাত্র মুখস্থ নয়, বিষয়বস্তু সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা তৈরির চেষ্টা করবে। পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ কর্তৃক প্রদত্ত সিলেবাস অনুযায়ী এই অধ্যায়ের প্রতিটি টপিক খুঁটিয়ে পড়লে মাধ্যমিক পরীক্ষায় এই অধ্যায় থেকে অবশ্যই পুরো নম্বর তুলতে সমর্থ হবে। বারবার ভৌতবিজ্ঞানের পাঠ্যবইটি পড়বে।

'জৈব রসায়ন' অধ্যায় থেকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর আলোচনা করলাম।

1. বহু বিকল্পভিত্তিক প্রশ্ন (MCQ) :
প্রশ্নমান - ১

1.1) প্রদত্ত কোনটি দুটি কার্বন পরমাণু যুক্ত অ্যালকিল গ্রুপ?
a) মিথাইল b) ইথাইল c) প্রোপাইল d) কোনওটিই নয়

1.2) ইথেনে উপস্থিত সমযোজী বন্ধনের সংখ্যা–
a) 4 b) 5 c) 6 d) 7

1.3) একটি জৈব যৌগের সংকেত C_2H_4, এটি কোন শ্রেণির জৈব যৌগ?
a) অ্যালকেন b) অ্যালকিন c) অ্যালকাইন d) অ্যালকোহল

1.4) সম্পৃক্ত জৈব যৌগ হল-
a) প্রোপেন b) প্রোপিন c) বিউটাইন d) ইথাইন

1.5) অ্যালকোহল শ্রেণির কার্যকরী মূলক কোনটি?
a) - CHO b) – OH c) - COOH d) - O -

1.6) সমগণীয় শ্রেণির পরপর দুটি যৌগের মধ্যে আণবিক ভরের পার্থক্য হল-
a) 10 u b) 12 u c) 14 u d) 16 u

1.7) সম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বনকে বলে-
a) অ্যালকিন b) অ্যালকাইন c) অ্যালকেন d) অ্যালকোহল

1.8) নীচের কোন দ্রাবকে জৈব যৌগ সাধারণত দ্রবীভূত হয় না?
a) জল b) ক্লোরোফর্ম c) অ্যালকোহল d) বেঞ্জিন

1.9) LPG-এর মূল উপাদান নীচের কোনটি?
a) মিথেন b) ইথেন c) ইথিলিন d) বিউটেন

1.10) কার্বাইড বাতিতে যে গ্যাসটি জ্বলতে থাকে তা হল-
a) অ্যাসিটিলিন b) মিথেন c) ইথেন d) ইথিলিন

1.11) ডাই মিথাইল ইথারে কোন কার্যকরী মূলক উপস্থিত থাকে?
a) - CHO b) - O - c) - COOH d) - OH

1.12) - CHO গ্রুপকে বলা হয়
a) কর্বক্সিল b) কিটো c) হাইড্রক্সিল d) ফরমাইল

1.13) তিনটি কার্বন পরমাণুযুক্ত অ্যালকিন যৌগে H পরমাণুর সংখ্যা–
a) 6 b) 8 c) 4 d) 10

মাধ্যমিক ভৌতবিজ্ঞান

মনে রাখবে পাঠ্যবইয়ের কোনও বিকল্প নেই। কোনও টপিক না বুঝে মুখস্থ করবে না। ভালোভাবে বুঝে নিয়মিত উত্তর লেখা অভ্যাস করতে হবে।

1.14) টেফলনের মনোমার হল-
a) ইথিলিন b) মিথাইল ক্লোরাইড c) টেট্রাফ্লুরো ইথিলিন d) ভিনাইল ক্লোরাইড

1.15) লিন্ডলার অনুঘটকের উপস্থিতিতে অ্যাসিটিলিন ও হাইড্রোজেনের বিক্রিয়ায় উৎপন্ন হয়–
a) মিথেন b) ইথেন c) ইথিলিন d) বিউটেন

1.16) প্রোপানল ও প্রোপানোন হল–
a) অবস্থানঘটিত সমাবয়ব
b) শৃঙ্খলঘটিত সমাবয়ব
c) বলয়-শৃঙ্খলঘটিত সমাবয়ব
d) কার্যকরী মূলকঘটিত সমাবয়ব

1.17) একটি বায়োডিগ্রেডেবল পলিমারের নাম হল–
a) PVC b) টেফলন c) প্লাস্টিক d) প্রোটিন

1.18) নীচের কোন যৌগটি NaOH-এর জলীয় দ্রবণের সঙ্গে বিক্রিয়া করবে?
a) ইথেন b) ইথিন c) ইথাইন d) ইথাইল অ্যালকোহল

1.19) কোনটির গঠন সরলরৈখিক?
a) ইথেন b) ইথিন c) ইথাইন d) সবগুলিরই

1.20) C_4H_9 হল একটি
a) অ্যালকেন b) অ্যালকিন c) অ্যালকাইন d) অ্যালকাইল গ্রুপ

উ : 1.1- b, 1.2- d, 1.3- b, 1.4- a, 1.5- b, 1.6- c, 1.7- c, 1.8- a, 1.9- d, 1.10- a, 1.11- b, 1.12- d, 1.13- a, 1.14- c, 1.15- c, 1.16- d, 1.17- d, 1.18- d, 1.19- c, 1.20- d.

2. অতিসংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নোত্তর (VSAQ) :
প্রশ্নমান-১

2.1) বেশিরভাগ জৈব যৌগের প্রকৃতি কীরূপ হয়?
উ : সমযোজী।

2.2) প্রথম অজৈব যৌগ থেকে আবিষ্কৃত জৈব যৌগের নাম কী?
উ : ইউরিয়া।

2.3) কোন অজৈব যৌগ থেকে পরীক্ষাগারে সর্বপ্রথম ইউরিয়া প্রস্তুত করা হয়?
উ : অ্যামোনিয়াম সায়ানেট।

2.4) সরলতম অ্যালডিহাইডটির নাম ও সংকেত লেখো।
উ : সরলতম অ্যালডিহাইডটির নাম মিথান্যাল এবং এর সংকেত HCHO।

2.5) কোন গ্যাস আলেয়া সৃষ্টি করে?
উ : মিথেন।

2.6) একটি জৈব গ্রিনহাউস গ্যাসের নাম লেখো।
উ : মিথেন।

2.7) লাল বর্ণের ব্রোমিন জলের মধ্যে দিয়ে অ্যাসিটিলিন গ্যাস চালনা করলে উৎপন্ন যৌগের নাম লেখো।
উ : 1, 2-ডাইব্রোমো ইথিলিন।

2.8) রেক্টিফায়েড স্পিরিট কী?
উ : 95.4% ইথাইল অ্যালকোহল ও 4.6% জলের মিশ্রণকে রেক্টিফায়েড স্পিরিট বলে।

2.9) অ্যালকাইনের সমগণীয় শ্রেণির দ্বিতীয় যৌগের নাম লেখো।
উ : প্রোপাইন।

2.10) LPG সিলিন্ডারে দুর্গন্ধযুক্ত পদার্থটির নাম লেখো।
উ : ইথাইল মারকাপটান।

2.11) কার্বনবিহীন একটি কার্যকরী মূলকের নাম ও সংকেত লেখো।
উ : কার্বনবিহীন একটি কার্যকরী মূলকের নাম হল হাইড্রক্সিল এবং এর সংকেত –OH ।

2.12) ধাতব সোডিয়ামের সঙ্গে অ্যালকোহল ও ইথারের মধ্যে কোনটি বিক্রিয়া করে?
উ : ধাতব সোডিয়ামের সঙ্গে অ্যালকোহল বিক্রিয়া করে।

2.13) ঝালাইয়ের কাজে ব্যবহৃত হয় এমন একটি জৈব গ্যাসের নাম লেখো।
উ : ঝালাইয়ের কাজে অ্যাসিটিলিন ব্যবহৃত হয়।

2.14) মিথেনকে মার্শ গ্যাস বলে কেন?
উ : জলাভূমিতে গাছপালা পচে মিথেন গ্যাস উৎপন্ন হয়। এইজন্য মিথেনকে মার্শ গ্যাস বলে।

2.15) ভিনিগার কী?
উ : অ্যাসিটিক অ্যাসিডের লঘু জলীয় দ্রবণকে (4%–8%) ভিনিগার বলে।

2.16) অ্যাসিটিলিন অণুতে বন্ধন কোণের মান কত?
উ : অ্যাসিটিলিন অণুতে বন্ধন কোণের মান 180^0।

2.17) মিথেনে কার্বনের চারটি যোজ্যতা কীভাবে বিন্যস্ত থাকে?
উ : মিথেনে কার্বনের চারটি যোজ্যতা একটি কাল্পনিক সুষম চতুস্তলকের চারটি শীর্ষবিন্দুর দিকে প্রসারিত থাকে এবং কার্বন ওই কাল্পনিক চতুস্তলকের কেন্দ্রে থাকে।

2.18) বায়োডি ব্যাগ কী?
উ : পলিথিন ও কার্বোহাইড্রেট মিশিয়ে প্রস্তুত জৈবভঙ্গুর পলিমারকে বায়োডি ব্যাগ বলে।

2.19) বিক্ষিপ্ত সূর্যালোকে ক্লোরিনের সঙ্গে মিথেনের বিক্রিয়া কী ধরনের রাসায়নিক বিক্রিয়া বলে পরিচিত?
উ : বিক্ষিপ্ত সূর্যালোকে ক্লোরিনের সঙ্গে মিথেনের বিক্রিয়া হল প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া।

2.20) অ্যাসিটিক অ্যাসিডের মধ্যে সোডিয়াম বাই কার্বনেট যোগ করলে কোন গ্যাস নির্গত হয়?
উ : কার্বন ডাইঅক্সাইড

প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের প্রারম্ভিক পর্যায়

মধুরূপা ব্যানার্জী
শিক্ষক, স্প্রিংডেল হাইস্কুল কল্যাণী, নদিয়া

১) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখা 'আনন্দমঠ' উপন্যাসটি কীভাবে জাতীয়তাবাদী মনোভাবের বিকাশে সাহায্য করেছিল?

❑ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখা 'আনন্দমঠ' উপন্যাসটি ১৮৮২ সালে প্রকাশিত হয়। এটি ভারতীয়দের মধ্যে দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদী চেতনা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

উপন্যাসটি ১৭৭০ সালের বাংলার ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ এবং সন্ন্যাসী বিদ্রোহের পটভূমিতে রচিত। ১৮৭৫ সালে লেখা 'বন্দে মাতরম্' গানটি এই উপন্যাসের অন্তর্ভুক্ত ছিল। পরবর্তীতে এই গানটি বিপ্লবীদের জাতীয় সংগীত হয়ে ওঠে। 'বন্দে মাতরম্' থেকেই 'ভারতমাতা' বা 'মা ভারতী'-র ধারণার জন্ম হয়।

মাধ্যমিক ইতিহাস

২) অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আঁকা 'ভারতমাতা' চিত্রটির বর্ণনা দাও।

❑ ১৯০৫ সালে আঁকা 'ভারতমাতা' চিত্রটি অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সৃষ্টিশীলতার এক অসাধারণ নিদর্শন। সেই সময় দেশ বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল।

জাপানি শৈলীতে আঁকা এই ছবিতে 'ভারতমাতা'কে সমৃদ্ধির দেবী রূপে দেখানো হয়েছে এবং এটি জাতীয় পরিচয়ের প্রতীক হয়ে ওঠে। ছবিতে 'ভারতমাতা'কে একজন সন্ন্যাসিনীর মতো গেরুয়া বস্ত্র পরিহিতা এবং চার হাতবিশিষ্ট রূপে দেখানো হয়েছে। তাঁর বাম হাতে একটি বই ও একটি শস্যের ছড়া এবং ডান হাতে একটি জপমালা ও এক খণ্ড বস্ত্র রয়েছে। তাঁর পায়ের কাছে পদ্মফুল নিবেদন করা হয়েছে।

এই চিত্রের মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে যে আমাদের 'মা'ই আমাদের খাদ্য, বস্ত্র, জ্ঞান ও ধর্মীয় ভাবনা প্রদান করেন। জয়ন্ত সেনগুপ্ত, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলের সচিব ও কিউরেটর-এর মতে, এই ছবিতে দেখানো হয়েছে যে ভারতমাতা 'তাঁর সন্তানদের মাধ্যমে মুক্তি কামনা করছেন'।

স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় এই ছবিটি ভারতীয়দের মধ্যে জাতীয়তাবাদী অনুভূতি জাগিয়ে তুলতে একটি প্রতীক হয়ে ওঠে। এটি আসলে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখা জাতীয় সংগীত 'বন্দে মাতরম্'-এরই চিত্ররূপ।

'ভারতমাতা'র এই চিত্রটি কেবল একটি শিল্পকর্ম ছিল না, এর ঐতিহাসিক গুরুত্বও ছিল অপরিসীম। চিত্রটি বর্তমানে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলে জনসাধারণের দেখার জন্য রাখা আছে। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজেই এই চিত্রটিকে বেঙ্গল স্কুল অফ আর্টের লোগো হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন।

৩) রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' উপন্যাসে মানবতাবাদ ও জাতীয়তাবাদের ধারণা কীভাবে প্রতিফলিত হয়েছে?

❑ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা ১৯১০ সালের উপন্যাস 'গোরা' তৎকালীন শিক্ষিত বাঙালি সমাজের মনে থাকা সামাজিক, নৈতিক ও জাতীয় সমস্যা নিয়ে দ্বন্দ্ব ও সংশয়গুলিকে তুলে ধরেছে।

'গোরা' উপন্যাসের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ মানবতাবাদের আদর্শ প্রচার করতে চেয়েছিলেন এবং সমসাময়িক সমাজের সংকীর্ণ মানসিকতা ও ধর্মান্ধতার নিন্দা করেছিলেন। তিনি হিন্দুধর্ম ও ব্রাহ্মধর্মের মধ্যেকার দ্বন্দ্বের স্পষ্ট সমালোচনা করেন এবং উভয় ধর্মের সীমাবদ্ধতা তুলে ধরেন।

'গোরা'র মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ বুঝিয়েছেন যে বিদ্রোহ বাইরের জগৎ থেকে আসে না, তা মানুষের নিজের মধ্যেই নিহিত থাকে। তিনি ভারতের বিভিন্ন জাতি, ধর্ম, ভাষা, সংস্কৃতি ও আদর্শের মানুষকে একত্রিত করতে চেয়েছিলেন এবং জাতীয়তাবাদের ধারণাকে তুলে ধরেছিলেন। তিনি আগ্রাসী জাতীয়তাবাদের সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন এবং উদার, সর্বজনীন ও সমন্বয়পূর্ণ জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির ওপর জোর দেন।

উপন্যাসের শেষে আমরা দেখি যে একসময় কট্টর হিন্দু 'গোরা' সমস্ত সীমাবদ্ধতার ঊর্ধ্বে উঠে একজন উদার মানবতাবাদী হয়ে ওঠে। সে জাতীয়তাবাদের 'ধর্মনিরপেক্ষ' ধারণাকে সমর্থন করে এবং একজন প্রকৃত ভারতীয় রূপে আত্মপ্রকাশ করে।

এই উপন্যাস ভারতীয়দের মধ্যে সশস্ত্র বিদ্রোহ বা জঙ্গি জাতীয়তাবাদের ধারণা এবং 'স্বদেশি'র আদর্শ প্রচার করে। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন যে আমাদের দেশই আমাদের মা, দেশপ্রেমই আমাদের ধর্ম এবং দেশের সেবা করার অর্থ হল 'মা'কে পুজো করা।

লেখক হিন্দুধর্ম এবং জাতীয়তাবাদের মধ্যে একটি যোগসূত্র স্থাপনের চেষ্টা করেন। তিনি দেশবাসীকে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান।

উপন্যাসটি ভারতীয়দের মধ্যে দেশপ্রেম জাগিয়ে তোলার ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা রাখায় ব্রিটিশ সরকার পরবর্তীতে এটিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে।

ধ্রুবনক্ষত্রের সাহায্যে অক্ষাংশ নির্ণয়

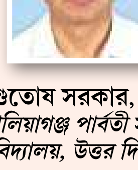

আশুতোষ সরকার, *শিক্ষক*
কালিয়াগঞ্জ পার্বতী সুন্দরী উচ্চবিদ্যালয়, উত্তর দিনাজপুর

নবম শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের জন্য ভূগোল বিষয়ে 'পৃথিবীপৃষ্ঠের কোনও স্থানের অবস্থান নির্ণয়' একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। আমরা জানি যে, উত্তর গোলার্ধে মেরু নক্ষত্র ধ্রুবতারার সাহায্যে উত্তর গোলার্ধের যে কোনও স্থানের ও দক্ষিণ গোলার্ধের মেরু নক্ষত্র হ্যাডলির অকট্যান্টের সাহায্যে দক্ষিণ গোলার্ধের যে কোনও স্থানের অক্ষাংশ নির্ণয় করা সম্ভব।

প্রথমে আমাদের জানা প্রয়োজন যে অক্ষাংশ কাকে বলে। নিরক্ষরেখার উত্তর বা দক্ষিণে কোনও স্থান পৃথিবীর কেন্দ্র বা নিরক্ষীয় তলের সঙ্গে যে কোণ উৎপন্ন করে— তা হল অক্ষাংশ। অতএব অক্ষাংশ হল একটি কৌণিক পরিমাপ। অন্যদিকে, পৃথিবীর সম অক্ষাংশ স্থানগুলিকে পৃথিবীপৃষ্ঠের ওপর পূর্ব-পশ্চিমে যে কাল্পনিক পূর্ণবৃত্ত রেখা দিয়ে যোগ করা হয় তা হল অক্ষরেখা। অক্ষরেখা হল পূর্ণবৃত্ত রেখা। বাস্তবে আমরা পৃথিবীর কেন্দ্রে পৌঁছাতে পারি না। তাই রাতে মেরু নক্ষত্রের সাহায্য নিয়ে বা দিনে মধ্যাহ্ন সূর্যের উন্নতির সাহায্যে কোনও স্থানের অক্ষাংশ নির্ণয় করা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে ধ্রুবতারার উন্নতি কোণই হল কোনও স্থানের অক্ষাংশ। এই আলোচনায় আমরা জানব ধ্রুবতারার সাহায্যে পৃথিবীপৃষ্ঠের কোনও একটি স্থানের অবস্থান নির্ণয়।

নবম শ্রেণি ভূগোল

একটু মনোযোগ দিয়ে দেখলে বিষয়টি তোমাদের কাছে সহজ এবং আকর্ষণীয় মনে হবে। প্রদত্ত চিত্রে O হল পৃথিবীর কেন্দ্র এবং P পৃথিবীপৃষ্ঠের একটি স্থান, M হল আকাশে ধ্রুবনক্ষত্রের অবস্থান। WSE হল নিরক্ষরেখা। AB দিগন্ত বা স্পর্শক। এখানে কোণ MPA ৫০° ধরা হল, এটি ধ্রুবনক্ষত্রের উন্নতি কোণ। তাহলে কোণ SPB'র মানও ৫০°। কারণ এটি বিপ্রতীপ কোণ। কোণ OPS হল ৯০° - ৫০° = ৪০°। এবার আমরা ত্রিভূজ OPS -এর দিকে লক্ষ করি। ত্রিভুজের কোণ OSP=৯০°। এখানে যেহেতু নিরক্ষরেখার প্রভাবে PS লম্ব। কোণ POS বা অক্ষাংশ (ϕ) হল ১৮০°-(৯০°+৪০°) = ৫০°

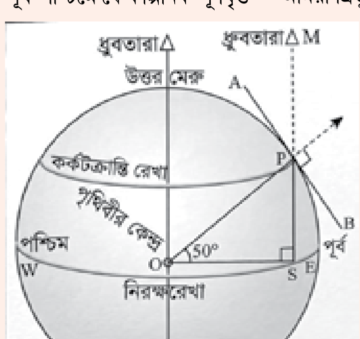

অতএব কোনও স্থানে ধ্রুবতারার উন্নতি কোণ হল সেই স্থানের অক্ষাংশ।

সংবহন সম্পর্কিত প্রশ্নোত্তর

শুভময় খান কর্মকার, *শিক্ষক*
বটতলী কেএম উচ্চবিদ্যালয় ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি

● **মানব সংবহনতন্ত্রের প্রধান উপাদানগুলি কী কী?**
উঃ মানব সংবহনতন্ত্রের প্রধান উপাদানগুলি হল রক্ত, রক্তবাহ এবং হৃৎপিণ্ড। রক্তবাহ তিন প্রকার। এই তিন প্রকার রক্তবাহ হল শিরা, ধমনী ও জালক।

● **মুক্ত সংবহন কাকে বলে?**
উঃ যে সংবহনে রক্ত সর্বদা বদ্ধ রক্তবাহের মধ্যে আবদ্ধভাবে না থেকে দেহগহ্বরে উন্মুক্ত হয় এবং কলাকোষের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসে তাকে মুক্ত সংবহন বলে। উদাহরণ- আরশোলা, চিংড়ি, শামুক, ঝিনুক ইত্যাদি

● **কোন অমেরুদণ্ডী প্রাণীর দেহে বদ্ধ সংবহন দেখা যায়?**
উঃ কেঁচো, জোঁক ইত্যাদি।

● **হিমোসিল কী?**
উঃ মুক্ত সংবহনতন্ত্র বিশিষ্ট প্রাণীদের রক্তপূর্ণ দেহগহ্বরকে হিমোসিল বলে।

● **হিমোলিম্ফ কী?**
উঃ পতঙ্গদের শ্বাসরঞ্জকবিহীন বর্ণহীন রক্তকে হিমোলিম্ফ বলে। হিমোলিম্ফ প্লাজমা এবং হিমোসাইট নামক রক্তকোষ নিয়ে গঠিত।

● **রক্তের বর্ণ লাল কেন?**
উঃ রক্তের লোহিত কণিকার মধ্যে হিমোগ্লোবিন নামক সংযুক্ত প্রোটিন থাকায় রক্ত লাল বর্ণের হয়।

● **রক্তবাহে রক্ত তঞ্চিত হয় না কেন?**
উঃ বেসোফিল শ্বেত রক্তকণিকা হেপারিন নামক রক্ততঞ্চন বিরোধী পদার্থ সৃষ্টি করে রক্তবাহের ভিতর রক্তকে জমাট বাঁধতে বাধা দেয়।

● **হিমোগ্লোবিনকে শ্বাসরঞ্জক বলা হয় কেন?**
উঃ হিমোগ্লোবিন শিথিল রাসায়নিক যৌগ রূপে (অক্সি হিমোগ্লোবিন ও কার্বামিনো হিমোগ্লোবিন) রক্তে শ্বাসবায়ু অর্থাৎ অক্সিজেন ও কার্বন ডাইঅক্সাইড পরিবহণ করে। এই কারণে হিমোগ্লোবিনকে শ্বাসরঞ্জক বলা হয়।

● **ABO পদ্ধতি কী?**
উঃ কার্ল ল্যান্ডস্টেইনার রক্তের লোহিত কণিকায় অবস্থিত অ্যাগ্লুটিনোজেন এবং রক্তরসে অবস্থিত অ্যাগ্লুটিনিনের ওপর নির্ভর করে রক্তের চারটি বিভাগ বা শ্রেণি (Group) নির্ণয় করেন। এই বিভাগগুলি হল A, B, AB এবং O। রক্তের এরকম শ্রেণিবিভাগকে ABO পদ্ধতি বলে।

● **Rh-factor কী?**
উঃ সর্বপ্রথম Rhesus macaque নামক বানরের RBC এর পর্দায় আবিষ্কৃত অ্যান্টিজেন। বিজ্ঞানী ল্যান্ডস্টেইনার ও উইনার বিজ্ঞানীদ্বয় রেসাস বানরের রক্ত নিয়ে পরীক্ষা করার সময় ওই রক্তের RBC এর কোষপর্দার গায়ে এক প্রকার অ্যান্টিজেন আবিষ্কার করেন। পরবর্তীকালে মানুষের রক্তের লোহিত কণিকার কোষপর্দার গায়েও ওই অ্যান্টিজেনের উপস্থিতি প্রমাণিত হয়। রেসাস (Rhesus) বানরের প্রথম দুটি অক্ষর থেকে এই অ্যান্টিজেনের নাম হয় Rh- অ্যান্টিজেন বা Rh- factor।

নবম শ্রেণি জীবনবিজ্ঞান

● **পলিসাইথিমিয়া কী?**
উঃ লোহিত রক্তকণিকার (RBC) সংখ্যা স্বাভাবিক অপেক্ষা অধিক বৃদ্ধি পেলে যে অবস্থার সৃষ্টি হয় তাকে পলিসাইথিমিয়া বলে।

● **কোন প্রাণীতে জল সংবহনতন্ত্র দেখা যায়?**
উঃ হাইড্রা ও তারামাছ।

● **ব্লাড ব্যাংকে কোন পদার্থ তঞ্চক রোধক পদার্থ হিসেবে ব্যবহৃত হয়?**
উঃ ব্লাড ব্যাংকে রক্ত সংরক্ষণে সোডিয়াম সাইট্রেট ব্যবহৃত হয়। সোডিয়াম সাইট্রেট সহজেই দেহের কোষ বা কলাতে বিপাকিত (metabolized) হয়, ফলে কোনও পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে না। এই কারণে ব্লাড ব্যাংকে রক্ত সংরক্ষণে সোডিয়াম সাইট্রেটের ব্যবহার অধিকতর শ্রেয়।

● **জোঁকের কামড় রক্ততঞ্চনে বাধা দেয় কেন?**
উঃ জোঁকের কামড়ের সময় হিরুডিন নামক তঞ্চন রোধক পদার্থ নির্গত হয়, যা প্রোথ্রম্বিনকে থ্রম্বিনে পরিণত হতে বাধা দেয়। ফলে রক্ত তঞ্চিত হতে পারে না।

● **পালমোনারি সংবহন কী?**
উঃ হৃৎপিণ্ডের ডান নিলয় থেকে অধিক কার্বন ডাইঅক্সাইডযুক্ত রক্ত ফুসফুসীয় ধমনীর মাধ্যমে ফুসফুসে গিয়ে কার্বন ডাইঅক্সাইড ত্যাগ করে এবং ফুসফুস থেকে অধিক অক্সিজেনযুক্ত রক্ত ফুসফুসীয় শিরার মাধ্যমে বাম অলিন্দে ফিরে আসে। হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুসের মধ্যে এই সংবহনকে ফুসফুসীয় সংবহন বা পালমোনারি সংবহন বলে।

● **ব্রাডিকার্ডিয়া ও ট্রাকিকার্ডিয়া কী?**
উঃ প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের হৃৎস্পন্দন মিনিটে 70-80 বার, গড়ে 72 বার। হৃৎস্পন্দনের হার কমে যাওয়াকে (প্রতি মিনিটে 60 বা তার কম) ব্রাডিকার্ডিয়া এবং হৃৎস্পন্দনের হার বেড়ে যাওয়াকে (প্রতি মিনিটে 150–200 বার) ট্রাকিকার্ডিয়া বলে।

● **RBC-এর পরিণতি কী ঘটে?**
উঃ মানুষের লোহিত রক্তকণিকার (RBC) গড় আয়ু 120 দিন। বার্ধক্য দশায় লোহিত কণিকাগুলি ভেঙে যায়। ভাঙা অংশগুলি যকৃৎ ও RE কোষে বিনষ্ট হয়। ভাঙা লোহিত কণিকায় হিমোগ্লোবিন ভেঙে প্রোটিন ও হিম উৎপন্ন হয়। প্রোটিন বিশ্লিষ্ট হয়ে অ্যামাইনো অ্যাসিডে রূপান্তরিত হয়। হিমের লৌহঘটিত অংশ ফেরিটিন ও হিমোসিডারিন দেহে সঞ্চিত হয়। হিমের কিছু অংশ বিলিভারডিন উৎপন্ন করে। বিলিভারডিন পরে বিজারিত হয়ে বিলিরুবিন উৎপন্ন করে।

● **কোন রোগে রক্ত তঞ্চিত হয় না?**
উঃ হিমোফিলিয়া

● **পেসমেকার (Pacemaker) কী?**
উঃ হৃৎপিণ্ডের ঊর্ধ্ব মহাশিরা ও ডান অলিন্দের সংযোগস্থলে অবস্থিত SA নোডকে (Sino-atrial node) পেসমেকার বলে। হৃৎপিণ্ডে সর্বপ্রথম SA নোডে স্পন্দন প্রবাহ (Cardiac impulse) উৎপন্ন হয় (প্রতি মিনিটে 72-80 বার)। SA নোডে উৎপন্ন স্পন্দন প্রবাহ হৃৎপিণ্ডের অন্যান্য সংযোগী কলার দ্বারা অলিন্দ ও নিলয় পেশিতে পরিবাহিত হয়ে হৃৎপিণ্ডের সংকোচন ও প্রসারণের ছন্দকে নিয়ন্ত্রণ করে। তাই SA নোডকে ছন্দ-নিয়ামক বা পেসমেকার বলে। SA নোড স্বাভাবিক স্পন্দন প্রবাহ উৎপন্ন করতে ব্যর্থ হলে হৃৎস্পন্দন অনিয়মিত হয়। তখন শল্যচিকিৎসার দ্বারা কৃত্রিম পেসমেকার বসানো হয় যা হৃৎপিণ্ডকে নিয়মিত ব্যবধানে উদ্দীপিত করে। এর ফলে হৃৎপিণ্ড তার স্বাভাবিক ছন্দময়তা ফিরে পায়।

● **হার্ট ব্লক কী?**
উঃ SA নোডে স্পন্দন প্রবাহের সৃষ্টি যদি ত্রুটিপূর্ণ হয় অথবা উৎপন্ন স্পন্দন প্রবাহের পরিবহণ সঠিক না হয় তবে হৃৎপিণ্ডের ছান্দিক সংকোচন ও প্রসারণ বিঘ্নিত হয়। একে হার্ট ব্লক বলে।

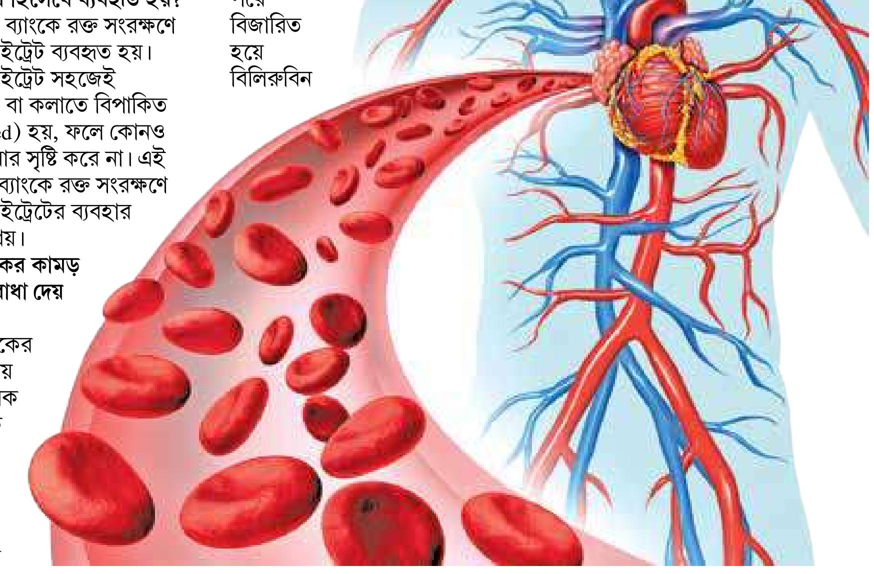

পুজোর শপিংয়ে বদলের হাওয়া

এক সময় পুজো আসার আগেই বাড়িতে নতুন জামার গন্ধ ছড়িয়ে পড়ত। এখন সেই গন্ধের সঙ্গে মিশেছে নতুন এক শব্দবন্ধ— 'অর্ডার ডেলিভার্ড'। আনন্দটা একই আছে। শুধু তার রাস্তাটা বদলে গিয়েছে।

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ২০ সেপ্টেম্বর : পুজো আসছে—এই 'বার্তাটা' আগে মনের মধ্যে পৌঁছে যেত এলাকার দোকানগুলিতে নতুন জামাকাপড়ের স্তূপ দেখে, কিংবা বাজারের ভিড় দেখে, অথবা পরিবারের সদস্যদের কেনাকাটা নিয়ে রীতিমতো বৈঠক করতে দেখে। কার জন্য কী কেনা হবে, কত টাকা খরচ হবে, কোনদিন সবাই মিলে বাজারে যাওয়া হবে— এসব নিয়ে চলত বিস্তর আলোচনা। তারপর একদিন হাতে ব্যাগ নিয়ে, সঙ্গে বাবা-মা, ভাই-বোন কিংবা বন্ধুর দল নিয়ে কেনাকাটা করতে বেরিয়ে পড়া। এই দোকান থেকে সেই দোকান ঘোরা। পছন্দ না হলে আবার অন্য দোকানে যাওয়া। দরদাম করা, ফুচকা-ঘুগনি খাওয়ার মধ্য দিয়ে পুজোর কেনাকাটা নিজেই হয়ে উঠত উৎসবের একটা অংশ।

এখন ছবিটা অনেকটাই বদলে গিয়েছে। পুজোর জামা কিনতে বাজারে যাওয়ার আগে মোবাইলের স্ক্রিনেই শুরু হয়ে যাচ্ছে খোঁজ। পছন্দের পোশাক দেখা, সাইজ বাছা, দাম মেলানো, কার্টে রাখা— তারপর কয়েকটি ক্লিক। কিছুদিন পরেই প্যাকেট এসে হাজির দরজায়। পুজোর কেনাকাটায় সময় কমেছে, ঝক্কিও কমেছে। কিন্তু সেইসঙ্গে কমেছে কি উৎসবের আমেজটাও?

আর পাঁচজন তরুণ-তরুণীর মতোই শিলিগুড়ির শান্তিনগরের বাসিন্দা দিয়া হোড়ের পুজোর বাজার এখন অনেকটাই মোবাইল-নির্ভর। বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত দিয়ার কথায়, 'ছোটবেলায় পুজোর আগে স্কুলের পরীক্ষা শেষ হওয়ার অপেক্ষা করতাম। তারপর বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা— কোন দোকানে কী এসেছে। এখন পছন্দের কয়েকটি পোশাক আগেই অ্যাপের কার্টে রেখে দিই। সময়মতো অর্ডার করে দিই।'

তবে এই বদল শুধু শিলিগুড়ির গল্প নয়। বর্তমান প্রজন্মের কাছে কেনাকাটার ধরনটাই তো বদলে গিয়েছে। পুজোর পোশাকের ক্ষেত্রে এই বদলটা আরও স্পষ্ট। সোশ্যাল মিডিয়া, অনলাইন বুটিক এবং ই-কমার্সের দৌলতে দোকানে না গিয়েও নতুন ডিজাইন, শাড়ি, ব্লাউজ বা পোশাকের হদিস মিলছে। শহরের বুটিকগুলিও রিল বা ভিডিও বানিয়ে ফেসবুক বা ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করে নতুন ক্রেতা খুঁজে পাচ্ছে। দোকান থেকে ফোন, ফোন থেকে স্ক্রিন— বদলে যাচ্ছে কেনাকাটার 'এ টু জেড'-টাই।

কিন্তু আশি ঊর্ধ্ব ছায়া চক্রবর্তীর কাছে পুজোর বাজার মানেই অন্য এক পৃথিবী। তিন বোনের জন্য একই থান কাপড় কিনে আনতেন তাঁর বাবা। তারপর সেই কাপড় নিয়ে দর্জির কাছে যেতেন। পুজোয় তিন বোন পাশাপাশি হাঁটলে সবাই বুঝে যেত, তাঁরা একই বাড়ির মেয়ে। ছায়ার কথায়, 'সেই আনন্দের সঙ্গে আজকের দিনে ঘরে বসে কেনাকাটার তুলনা চলে না।'

একই স্মৃতি মেঘা পালেরও। স্কুলে পড়ার সময় বাবা-মায়ের সঙ্গে শেঠ শ্রীলাল মার্কেট, মহাবীরস্থান ঘুরে পুজোর বাজার করার পাশাপাশি চলত কোথায় কী খাওয়া হবে তার পরিকল্পনাও। এখন অবশ্য সেই পরিকল্পনার একটা বড় অংশ মিশে গিয়েছে ফেসবুকের ভিডিও আর অনলাইন অর্ডারে। শান্তিপাড়ার উজ্জ্বল চৌধুরীর কথায়, 'এখন জামাকাপড় কেনা হয় নিয়মিত। কিন্তু ছোটবেলার পুজোর নতুন জামার সেই আলাদা উত্তেজনা আর নেই।' তাঁর পনেরো বছরের ছেলেও এখন পোশাক পছন্দ করে অনলাইনে।

নতুন প্রজন্মের কাছে অবশ্য বিষয়টি একেবারেই স্বাভাবিক। যেমন হাকিমপাড়া বালিকা বিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণির ছাত্রী বৃষ্টি দাসের কাছে দোকানের ভিড়ের চেয়ে ঘরে বসে নিজের পছন্দের পোশাক বেছে নেওয়া অনেক সহজ।

আসলে গল্পটা অনলাইন বনাম অফলাইন দোকানের নয়। বরং পুজোর কেনাকাটার পুরোনো অভ্যাসের সঙ্গে নতুন প্রবণতার সহাবস্থানের। কারও পুজো আসে ডেলিভারি বয়ের পিঠে চেপে, কারও আসে বাজারের ভিড় ঠেলে।

> ছোটবেলায় পুজোর আগে বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা— কোন দোকানে কী এসেছে। এখন পছন্দের পোশাক আগেই অ্যাপের কার্টে রেখে দিই। সময়মতো অর্ডার করি।
> **দিয়া হোড়**

> ছোটবেলায় পুজোর আগে নতুন জামা কেনার আলাদা উত্তেজনা ছিল। আজকাল অবশ্য অনলাইনেই জামা-প্যান্ট পছন্দ করছেন অনেকে।
> **উজ্জ্বল চৌধুরী**

> তিন বোনের জন্য একই থানের কাপড় কিনে দর্জিকে দিতেন বাবা। পুজোয় তিন বোন পাশাপাশি হাঁটলে সবাই বুঝে যেত, একই বাড়ির মেয়ে।
> **ছায়া চক্রবর্তী**

পুজোর কেনাকাটায় ভিড় বিধান মার্কেটে। রবিবার। ছবি : সূত্রধর

কাঁচি দিয়ে হামলা

মাথা ফেটে রক্তারক্তি ২ তরুণের

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২০ সেপ্টেম্বর : মহানন্দার চরে গাড়ি রাখতে গেলে তোলা দিতে হবে। এই দাবি না মানায় তরুণের হাতে পেশায় চালক গোপাল ঘোষকে আক্রান্ত হতে হল বলে অভিযোগ। অভিযোগ, কথাকাটাকাটির সময় সোজা পকেট থেকে কাঁচি বের করে গোপালের কপালে চালিয়ে দেয় অজয় রায় নামে এক তরুণ। কপাল থেকে রক্ত ঝরতে থাকে গোপালের। পুরনিগমের ৪৪ নম্বর ওয়ার্ডের লক্ষ্মী কলোনি এলাকায় এমন ঘটনায় সেখানে থাকা গাড়ির মালিক হতভম্ব হয়ে যায়। গুরুতর আহত অবস্থায় ওই চালককে প্রথমে সেবক রোডের একটি নার্সিংহোমে এবং পরে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। রবিবার সকালে গোপাল ভক্তিনগর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। অন্যদিকে অজয়ও আহত হয়েছে বলে তার পরিবারের তরফে পালটা অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। অজয়ের পরিবারের অভিযোগ, গাড়ি ধোয়ার টাকা বকেয়া ছিল, তা চাইতেই ওই চালক ও গাড়ির মালিক অজয়ের মাথায় ভারী কিছু দিয়ে আঘাত করে। অজয় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

অভিযোগ, স্থানীয় একদল ছেলে নদীর চর এলাকার ওই অংশে দীর্ঘদিন ধরে রাতে মদের আসর বসায়। চরে কেউ গাড়ি পার্ক করলে ওই তরুণরা মদের টাকার জন্য তোলা দাবি করে বলেও অভিযোগ। কপালে কাঁচির গুরুতর আঘাত পাওয়া গোপাল ঘোষ পরেশনগর এলাকার বাসিন্দা। গোপালের অভিযোগ, 'আমার বাড়ির সামনে গাড়ি রাখার মতো জায়গা না থাকায় কিছুদিন ধরে লক্ষ্মী কলোনির ঘাটে গাড়ি রাখছি। ওরা প্রায়দিনই মালিকের কাছে মদ খাওয়ার টাকা চাইত। আমার মালিক বেশি ঝামেলা না করে টাকা দিয়ে দিত। তবে গতকাল রাতে মালিক প্রতিবাদ করে। মালিক মদ খাওয়ার তিনশো টাকা দিতে চায়নি। এর পরেই ওরা গাড়ির ওপর চড়াও হয়। আমি গাড়ির মধ্যে বসেছিলাম। সে সময়ে আমি বাইরে এসে প্রতিবাদ করি।' অভিযোগ, সেই সময়ই দুই পক্ষের মধ্যে হাতাহাতি শুরু হয়ে যায়। গোপালের বক্তব্য, 'আমি ধাক্কা মারার পর অজয় মাটিতে পড়ে যায়। এরপরই অজয় উঠে পকেট থেকে কাঁচি বের করে সরাসরি আমার মাথায় আঘাত করে।'

শনিবার রাতের ঘটনা দীর্ঘদিন ধরে চলা তোলাবাজদের দাপাদাপিকে সামনে নিয়ে আসে বলে দাবি স্থানীয়দের। গোটা ঘটনার প্রেক্ষিতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। পুলিশের

- পুরনিগমের ৪৪ নম্বর ওয়ার্ডের লক্ষ্মী কলোনি এলাকায় শনিবার রাতে মারামারিতে জড়ায় দুই পক্ষ
- অভিযোগ, স্থানীয় একদল ছেলে নদীর চর এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে রাতে মদের আসর বসায়
- চরে কেউ গাড়ি পার্ক করলে ওই তরুণরা মদের টাকার জন্য তোলা দাবি করে বলে অভিযোগ

এক কর্তার বক্তব্য, 'বিভিন্ন সূত্রের ভিত্তিতে এলাকায় অভিযান চালানো হচ্ছে। অনেক সময় নেশার আসর বসানো এই ধরনের মানুষজন পালিয়ে যায়। সে কথা মাথায় রেখে নজরদারিতে পুলিশের সংখ্যা আরও বাড়ানো হয়েছে।'

মদের আসরকে কেন্দ্র করে আগেও ৪৪ নম্বর ওয়ার্ডের চর এলাকা উত্তপ্ত হয়েছে। বছরখানেক আগে লক্ষ্মী কলোনির চর এলাকায় গভীর রাত পর্যন্ত হুজ্জতির প্রতিবাদ করে আক্রান্ত হয়েছিলেন অনেকে।

শেষ থেকে শুরু।। বিসর্জনের পর কাঠামো সংগ্রহ। মহানন্দার লালমোহন মৌলিক ঘাটে। রবিবার। -সূত্রধর

চালকদের সারথি সম্মান

শিলিগুড়ি, ২০ সেপ্টেম্বর : নর্থ বেঙ্গল ট্যুরিস্ট ট্রান্সপোর্ট অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে রবিবার 'ট্যুরিজম মবিলিটি অ্যান্ড রোড সেফটি সামিট ২০২৬' আয়োজিত হল। রবিবার সকালে মৈনাক ট্যুরিজম প্রপার্টির সামনে থেকে ৫০টি গাড়িতে রাজ্যের বিভিন্ন পর্যটনকেন্দ্রগুলি সম্পর্কে প্রচার করতে একটি শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। মূল অনুষ্ঠানের সূচনা করেন রাজ্যের পূর্ত ও জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের মন্ত্রী অজয়কুমার পোদ্দার। উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ট্রাফিক) কাজি সামসুদ্দিন আহমেদ, আঞ্চলিক পরিবহণ আধিকারিক মিল্টন দাস, পদ্মশ্রী সম্মান প্রাপক একলব্য শর্মা, নর্থ বেঙ্গল ট্যুরিস্ট ট্রান্সপোর্ট অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশনের অ্যাডভাইজার দেবাশিস মৈত্র সহ অন্যরা। এদিনের অনুষ্ঠানে 'সারথি ট্রেনিং'-এর মাধ্যমে চালকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও করা হয়। পাশাপাশি পাঁচজন চালককে 'সারথি সম্মান' দেওয়া হয়।

এদিনের অনুষ্ঠান থেকে মন্ত্রী অজয়কুমার পোদ্দার বলেছেন, 'আগামী ১০ অক্টোবরের মধ্যে রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাঘাট সংস্কারের কাজ শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। পাহাড়ের রাস্তাগুলির উন্নয়ন করে নতুনভাবে সাজানো হবে।'

এদিনের অনুষ্ঠানে পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষের উপস্থিত থাকার কথা থাকলেও তিনি শহরের বাইরে থাকায় একটি ভিডিওবার্তা পাঠান। ভিডিওবার্তায় তিনি বলেছেন, 'প্রি ওয়ার্ল্ড ট্যুরিজম ডে পালিত হল। ভেহিকলগুলোকে কীভাবে পর্যটনে ব্যবহার করা যায়, সেটা আমাদের আগামীদিনের লক্ষ্য থাকবে।' এই সামিট পশ্চিমবঙ্গের পর্যটনের ক্ষেত্রে নতুন দিশা দেখাবে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি।

অভিযান

শিলিগুড়ি, ২০ সেপ্টেম্বর : এসআইআর-এ নাম বাদ যাওয়া মহিলাদের ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্তির দাবিতে আগামী ২৫ সেপ্টেম্বর কলকাতায় নির্বাচন কমিশনের দপ্তরে অভিযান করবে সিপিএমের মহিলা সংগঠন সারা ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি। রবিবার সংগঠনের দার্জিলিং জেলা কমিটির তরফে প্রচারাভিযান হয়। এদিন সিপিএমের দার্জিলিং জেলা দপ্তর অনিল বিশ্বাস ভবনের সামনে থেকে হাসমি চক পর্যন্ত মিছিল করা হয়। মিছিল শেষে সভা হয়।

রবিবারের বন্ধ বাজারে ভিন্ন জীবিকার লড়াই

রবিবার অনেকের কাছে ছুটির দিন হলেও, এই ফুটপাথ ব্যবসায়ীদের কাছে তা টিকে থাকার লড়াইয়ের দিন। বড় দোকানের বন্ধ শাটারের গায়ে হেলান দিয়েই প্রতি রবিবার গড়ে ওঠে নতুন গল্প।

ফুটপাথনামা

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ২০ সেপ্টেম্বর : রবিবার মানেই ছুটির দিন। বিধান মার্কেট, শেঠ শ্রীলাল মার্কেটে বড় দোকানগুলোর অধিকাংশেরই ঝাঁপ বন্ধ। আর পাঁচটা দিনের থেকে এই বাজারগুলোর ছবিটা রবিবার অনেকটাই আলাদা। তবে ঠিক এদিনটাকেই বেছে নেন মোহন, গৌতমরা। রবিবারের ওই বন্ধ দোকানগুলোর দরজার সামনেই খুলে যায় তাঁদের উপার্জনের পথ।

সারা সপ্তাহের হাড়ভাঙা খাটুনির পর একটা দিন যখন একটু আরাম খুঁজে নেন বিধান মার্কেট, শেঠ শ্রীলাল মার্কেট, মহাবীরস্থানের মতো বাজারগুলোর কিছু দোকানের মালিকরা, তখনই তাঁদের দোকানের সামনে জামাকাপড়, জুতো, ব্যাগ, রুমাল-মোজা নিয়ে হাজির হয়ে যান কিছু ফুটপাথ ব্যবসায়ী। তবে সপ্তাহের অন্য দিন তাঁরা কেউ ক্ষুদিরামপল্লি, কেউ হাসমি চক, আবার কেউবা কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়াম সংলগ্ন এলাকায় বসেন। সেখানেই ছ'দিন ব্যবসা করেন। আর রবিবার একটু বেশি বিক্রির আশায় বাজারগুলোতে হাজির হয়ে যান। পসরা সাজিয়ে বসেন।

বন্ধ দোকানের সামনে ব্যাগের পসরা নিয়ে ফুটপাথ ব্যবসায়ী। রবিবার।

মোহন কামতির সংসারে এক ছেলে, এক মেয়ে রয়েছে। দুজনেই পড়াশোনা করছে। বাঘা যতীন পার্ক সংলগ্ন এলাকায় একটি অফিসে গার্ডের কাজ করেন মোহন। রবিবার সেখানে অফ ডে। তাই রবিবার সকাল সকাল চলে আসেন হকার্স কর্নারে। রাত পর্যন্ত ব্যাগ বিক্রি করেন। তাঁর কথায়, 'একটা কাজ করে এখন আর সংসার চলে না। সব জিনিসের দাম বাড়ছে। ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার খরচ রয়েছে। তাই রবিবার ব্যাগ বিক্রি করি। রবিবার ছুটির দিনে অনেকেই মার্কেটে আসেন কেনাকাটা করতে। এই দিনটা বেশ ভালো। যতটুকু লক্ষ্মীলাভ হয়, সেটাই আমাদের কাছে অনেক।'

ক্ষুদিরামপল্লিতে ছেলেদের হাফপ্যান্ট, ফুলপ্যান্ট বিক্রি করেন এমডি নাসির রিজওয়ান। সেখানে গোটা সপ্তাহ যে খুব ভালো ব্যবসা হয়, তা নয়। কিন্তু রবিবার সেখানে বসলে লাভ হয় না। তাঁর কথায়, 'রবিবার ওখানে সব দোকান বন্ধ থাকে। তবে আজ বিধান মার্কেটে অনেকে আসেন। তাই আমিও এই দিনটা বিধান মার্কেটে চলে আসি দু'পয়সা রোজগারের আশায়। গত ১২ বছর ধরে এভাবেই প্রতিটা রবিবার কাটছে।'

গৌরীশংকর মার্কেটের উলটোদিকে শান্তিনগরের গৌতম দাস গামছা, তোয়ালা বিক্রি করেন। প্রায় ৩০ বছরেরও বেশি সময় ধরে ব্যবসা করছেন সেখানে। তবে রবিবার হলেই তাঁর ঠিকানা শেঠ শ্রীলাল মার্কেট। গৌতম বলছিলেন, 'এমনিতেই আমাদের ব্যবসা তলানিতে ঠেকেছে। তার ওপর রবিবার রাস্তাঘাট ফাঁকা থাকে। তাই যেখানে অন্য দিনগুলোতে বসি, সেখানে রবিবার বসলে কোনও লাভ হয় না। বেশ কয়েক বছর রবিবার দোকান দেওয়াই বন্ধ রেখেছিলাম। তাতে সমস্যা আরও বেড়েছিল। বাড়িতে স্ত্রী, ছেলে রয়েছে। বাধ্য হয়ে সংসার সামলাতে রবিবার করে এখানে বসতে শুরু করি। এখন ছেলের বিয়ে হয়েছে, ছেলেও কাজ করছে। তবুও সংসারে খরচ তো কম নেই। ছুটির দিনটায় এই বাজারে আসি, উপার্জন একটু ভালো হবে ভেবে। সবাই তো আর বড় দোকান থেকে কেনেন না, কেউ কেউ আমাদের কাছ থেকেও কেনেন।'

বিশেষ মহালয়া সংখ্যায়
আপনিও লেখক

দ্য টপ
দ্য টপ
দ্য টপ
আজও

উত্তম প্রেমে
সেই চোখ। সেই হাসি। সবই যেন মায়াময়। উত্তমকুমারের প্রেমে আজও হাবুডুবু? ভিতর ঘরের গোপন প্রেমিক উত্তমকে লিখুন ১০০ শব্দে প্রেমের চিঠি। কিশোরী থেকে বয়সে গিঁটপড়া নারী, যে কোনও বয়সি লিখুন প্রেমের চিঠি। না, কোনও পুরুষের লেখা এই বিভাগে গ্রহণযোগ্য নয়।

স্বল্পগল্পে উত্তম
রূপে উত্তম। গুণে উত্তম। হৃদয়ে-মনে আজও তিনি উত্তমেরও উত্তম। শতবর্ষে সেই উত্তমকুমারকে ফুটিয়ে তুলুন আপনার কলমে। ১০০ শব্দের মধ্যে লিখে ফেলুন অণুগল্প। যে গল্পে থাকতেই হবে উত্তম শব্দটি। অথবা উত্তম অভিনীত যে কোনো সিনেমার নাম।

রসনায় উত্তম
মায়ের হাতের ভেটকি মাছের কাঁটা চচ্চড়ি। সুপ্রিয়া দেবীর তৈরি কাজু চিকেন, চিংড়ির মালাইকারি, সর্ষে পাতুরি। শেষ পাতের সেরা পছন্দ সাগর দই, রসগোল্লা। লিখে ফেলুন উত্তমকুমারের উত্তম-পদের রেসিপি। মন চাইছে, নতুন কোনও রেসিপি শতবর্ষে পা রাখা মহানায়ককে নিবেদন করতে। পাঠাতে পারেন সেই রেসিপিও।

৩টি বিভাগের যে কোনও একটি বিষয়ে লেখা পাঠান এই হোয়াটস অ্যাপ নম্বরে— ৯৮৩০২৫৮৬৬৮
লেখা পাঠানোর শেষ তারিখ ২২ সেপ্টেম্বর

মনোনীত লেখা প্রকাশ করা হবে উত্তরবঙ্গ সংবাদ-এর সঙ্গে বিনামূল্যে বিতরিত বিশেষ মহালয়া সংখ্যায়

পৃথিবীর পাঠশালা

জ্যান্ত সমাধি আলেকজান্ডারের

বিশ্বজয়ী গ্রিক বীর আলেকজান্ডার মাত্র বত্রিশ বছর বয়সে রহস্যময় জ্বরে মারা যান। কিন্তু আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের মতে, আলেকজান্ডার হয়তো সেদিন মারা যাননি। তিনি গুলেন বারে সিনড্রোম নামের এক বিরল স্নায়ুরোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন, যার ফলে তাঁর পুরো শরীর প্যারালাইজড বা অবশ হয়ে গিয়েছিল। তাঁর শ্বাসপ্রশ্বাস এতই ক্ষীণ হয়ে পড়েছিল যে সে যুগের ডাক্তাররা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। অর্থাৎ, মৃত্যুর সময় তাঁর মস্তিষ্ক সজাগ থাকলেও তিনি জ্যান্ত অবস্থাতেই সমাধিস্থ হয়েছিলেন।

প্রাচীন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার এক অন্যতম পুরোনো প্রতিষ্ঠান। কিন্তু এর প্রাচীনত্ব বোঝাতে গেলে অ্যাজটেক সভ্যতার সঙ্গে এর তুলনা করতে হয়। ইতিহাস বলছে, মেক্সিকোর বিখ্যাত অ্যাজটেক সভ্যতার রাজধানী তেনোচতিলান শহরটি তৈরি হয়েছিল তেরোশো পঁচিশ সালের দিকে। আর অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠনপাঠন শুরু হয়ে গিয়েছিল তারও কয়েকশো বছর আগে, প্রায় হাজার ছিয়ানব্বই সাল নাগাদ। অর্থাৎ, আমেরিকার প্রাচীন সাম্রাজ্যের চেয়েও অক্সফোর্ডের বয়স অনেক বেশি।

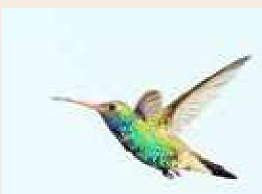

হামিংবার্ডের সুপার ইঞ্জিন

হামিংবার্ড হল পৃথিবীর সবচেয়ে ছোট পাখি, কিন্তু এদের শরীরের ভেতরের ইঞ্জিন কোনও সুপারকারের চেয়ে কম নয়। ওড়ার সময় এদের ডানা এত দ্রুত নড়ে যে তা খালি চোখে দেখা যায় না। এই প্রবল শক্তির জোগান দিতে এদের হৃৎপিণ্ড মিনিটে প্রায় বারোশো বার স্পন্দিত হয়। বিশ্রামের সময়ও এদের হার্টরেট সাধারণ মানুষের চেয়ে বহুগুণ বেশি থাকে। এই বিশাল শক্তির জন্য এদের সারাদিন ফুলের মিষ্টি রস খেয়ে ক্যালোরি জমা করতে হয়।

মহাকাশযানের চেয়েও দ্রুত

মহাকাশে যাওয়া রকেট বা স্পেস শাটল লঞ্চ করার সময় প্রচণ্ড বেগে ওপরের দিকে ওঠে। কিন্তু একটি ছোট্ট প্রাণী এই ত্বরণ বা এক্সিলারেশনের দিক থেকে রকেটকেও হার মানিয়ে দেয়। সাধারণ একটি মাছি বা ফ্লি যখন লাফ দেয়, তখন তার অ্যাক্সিলারেশন একটি লঞ্চ হওয়া স্পেস শাটলের চেয়ে প্রায় কুড়ি গুণ বেশি হয়। পেশির বিশেষ এক ধরনের স্প্রিং ব্যবস্থার কারণে এরা এক মিলি সেকেন্ডের মধ্যে এত প্রবল বেগে শূন্যে লাফিয়ে উঠতে পারে।

বুধবার থেকে আবহাওয়ার ভোল বদলের পূর্বাভাস

উত্তরের দুয়ারে নতুন দুর্যোগের আশঙ্কা

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ২০ সেপ্টেম্বর : অক্টোবরে ভয় উত্তরের। পুজোর মাস এলেই মনে পড়ে যায় একাধিক প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মুখোমুখি হওয়ার স্মৃতি। উত্তরবঙ্গ প্রথম বিধ্বংসী বন্যার মুখোমুখি হয়েছিল ১৯৬৮-র ৪ অক্টোবর। সাউথ লোনাক লেক বিপর্যয় ঘটেছিল '২৩-এর ৪ অক্টোবর। গত বছর হিমালয় সংলগ্ন উত্তরবঙ্গ যে বন্যার মুখোমুখি হয়েছিল, তাও ছিল ৪ অক্টোবরের অস্বাভাবিক বৃষ্টি। কিন্তু সেপ্টেম্বরের শেষেও বিপর্যয়ের ইঙ্গিত মিলছে এ বছর। থাইল্যান্ডে জন্ম নেওয়া ঘূর্ণাবর্ত উত্তর আরব সাগর এবং সংলগ্ন এলাকায় নিম্নচাপে পরিণত হওয়ার পর যে গতিতে বঙ্গোপসাগরের দিকে এগিয়ে আসছে, তাতে সোমবার পূর্ব-মধ্য বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপটি সুস্পষ্ট নিম্নচাপে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। আর তার প্রভাবে বুধবার থেকে টানা কয়েক দিন ঝড়-বৃষ্টির ঝাপটা সামলাতে হবে, যার বড় ধরনের প্রভাব পড়তে পারে পুজো প্রস্তুতিতে।

জলের তলায় মালদার ভূতনি। দুর্গতের তালিকায় হাজার হাজার মানুষ। প্রবল বর্ষণ এবং তিস্তা ব্যারাজের জলে জলপাইগুড়ির ক্রান্তি ব্লকের চাঁপাডাঙ্গাও বিপর্যস্ত। জলমগ্ন প্রায় দুশো পরিবার। এমন পরিস্থিতিতে সেপ্টেম্বরের তৃতীয় বা শেষ সপ্তাহে দুয়ারে নতুন দুর্যোগের শঙ্কা। বঙ্গোপসাগরের সুস্পষ্ট নিম্নচাপের প্রভাবে বুধবার থেকে নতুন করে ঝড়-বৃষ্টির মুখোমুখি হতে হবে উত্তরবঙ্গকে। আবহবিদদের পূর্বাভাস, ২৩ সেপ্টেম্বর থেকেই উত্তরবঙ্গের আবহাওয়ার পটপরিবর্তন ঘটবে। ওই দিন দার্জিলিং ও জলপাইগুড়িতে প্রবল বৃষ্টির পাশাপাশি ঘণ্টায় ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে ঝড় হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। প্রবল বৃষ্টি না হলেও বাকি জেলাগুলির দু-একটি জায়গায় ঝড়ের প্রভাব থাকবে। একই পরিস্থিতি থাকবে পরবর্তী ২৪ ঘণ্টাতেও। অর্থাৎ, বৃহস্পতিবারও প্রাকৃতিক দুর্যোগের মুখোমুখি হতে হবে। শুক্রবার ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে জলপাইগুড়িতে। ভারী বৃষ্টি হবে দার্জিলিং, কালিম্পং, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার এবং উত্তর দিনাজপুর জেলায়। দক্ষিণ দিনাজপুর ও মালদায় বজ্রগর্ভ মেঘের প্রভাবে ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। পরিস্থিতির তেমন পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই শনিবারও।

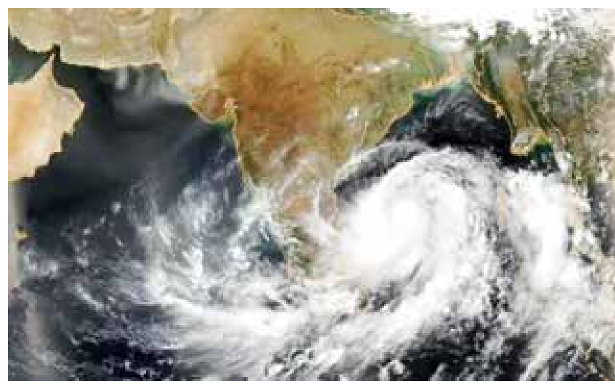

- বুধবার থেকে উত্তরবঙ্গের প্রায় সর্বত্র ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা, ঝড়ের গতি হতে পারে ঘণ্টায় ৪০ কিলোমিটার
- জলপাইগুড়ির পাশাপাশি পাহাড়ে প্রবল বৃষ্টির আশঙ্কা, নতুন করে ধস ও ভূমিধসের ভয় পাহাড়ি পথে
- টানা ঝড়-বৃষ্টির জেরে ব্যাঘাত ঘটতে পারে পুজো প্রস্তুতিতে

এখন সর্বত্রই পুজো প্রস্তুতি। সময় যত গড়াচ্ছে, ততই প্রস্তুতির গতি বাড়ছে। এমন সময় যদি প্রকৃতি বিমুখ হয়, তবে তার বড় প্রভাব নিশ্চিতভাবেই পড়বে মণ্ডপ তৈরির ক্ষেত্রে। ঝড়ের প্রভাবে মণ্ডপ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কাও দূরে সরিয়ে রাখা যাচ্ছে না। ডেকোরেটার্স শিল্পী ত্রিলোচন সরকারের বক্তব্য, 'এখন মূলত কাজ হচ্ছে মণ্ডপের ভিতরে। ফলে বৃষ্টিতে তেমন সমস্যা হওয়ার কথা নয়। কিন্তু ঝড়ের গতি যদি অস্বাভাবিক হয়, তবে মণ্ডপের ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা থাকছে।' ঝড়-বৃষ্টির প্রভাবে প্রতিমা শুকোনোর ক্ষেত্রে সমস্যা হতে পারে বলে আশঙ্কিত শিলিগুড়ির মৃৎশিল্পীরা। শান্তিনগরের মদন পাল বলছেন, 'এ বছর তো ভাদ্র মাসেও তেমন রোদের তাপ ছিল না। প্রায় দিনই বৃষ্টি হয়েছে। আশ্বিন মাসেও যদি রোদ না পাওয়া যায়, তবে সমস্যা হবে।'

বড় ধরনের বিপর্যয় ঘটতে পারে পাহাড়ে। টানা বৃষ্টির জেরে ইতিমধ্যে ১০ নম্বর জাতীয় সড়কের বরদংয়ে ভূমিধস ঘটেছে। উত্তর সিকিমের একাধিক জায়গায় যোগাযোগ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত। নতুন দফার ঝড়-বৃষ্টির প্রভাব সিকিমের পাশাপাশি দার্জিলিং ও কালিম্পংয়ে পড়ার আশঙ্কাও রয়েছে। তবে উত্তরবঙ্গের কোথায় কতটা ঝড়-বৃষ্টির প্রভাব পড়বে, তা সুস্পষ্ট নিম্নচাপের অবস্থান এবং বঙ্গোপসাগর থেকে জলীয় বাষ্পের জোগানের ওপর নির্ভরশীল বলে মনে করছেন আবহবিদরা।

মধ্যবিত্তের হিসেবনিকেশ

প্রথম পাতার পর

কারও পুজোর বাজেট নির্দিষ্ট, কেউ আবার প্রতিদিনের খরচ থেকে অল্প অল্প করে টাকা তুলে রাখছেন। গৃহবধূ মৌ গঙ্গোপাধ্যায়ের কথায়, 'একসঙ্গে বড় অঙ্কের টাকা বাঁচানো কঠিন। তাই প্রতিদিন ৫০-১০০ টাকা করে কম খরচ করার চেষ্টা করছি। মাস শেষে সেটাই কাজে লাগবে।' শুধু পুজোর আগেই নয়, পুজোর পরের মাসের খরচ নিয়েও সচেতন অনেকে। শিক্ষিকা অলিভিয়া রায় বললেন, 'পুজো চারদিনের, কিন্তু সংসার তো সারা মাসের। তাই আনন্দ করব, তবে পুজোর পরের মাসের খরচটাও মাথায় রাখতে হচ্ছে।'

মধ্যবিত্তের পুজোয় আনন্দের পাশাপাশি এখন হিসাবের চুলচেরা বিশ্লেষণ চলছে। কোথায় একটু থামা যায়, আর কোন ইচ্ছেকে আপাতত তুলে রাখতে হবে, সেই পরিকল্পনাই এখন ঘরে ঘরে। উৎসবের আনন্দ অক্ষুণ্ণ রেখে সংসারের ভারসাম্য ধরে রাখার চেষ্টা করছেন গৃহিণীরা। শখের খরচে লাগাম টেনে পরিবারের হাসিটুকু অটুট রাখাই তাঁদের আপাতত লক্ষ্য।

কৃষক বাজার

প্রথম পাতার পর

তাছাড়া এই বাজারে অনেক ক্ষেত্রেই ফড়েদের দৌরাত্ম্য দেখা যায়। এজন্য আমরা ন্যায্যমূল্য পাই না। ফড়েদের দাপট নিয়ে মন্ত্রী কিছুই বলেননি।' আরেক কৃষক নীলকান্ত রায় বলেন, 'আগের সরকারও কৃষক বাজারকে ঢেলে সাজানোর জন্য অনেক প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। কিন্তু অনেক কাজই হয়নি। এখন এই সরকার কতটা কাজ করতে পারবে, তা সময় বলবে।' তবে সিপিএমের ফালাকাটা ১ এরিয়া কমিটির সম্পাদক অনির্বাণ রায়ের বক্তব্য, 'বিজেপি হল পুঁজিবাদীদের দল। এই সরকারও পুঁজিবাদীদের হয়ে কাজ করছে। দেশের অনেক কিছুই বেসরকারিকরণ হয়ে গিয়েছে। রাজ্যেও সেই ধারা শুরু হয়েছে। এবার সরকারি পরিকাঠামোর মধ্যে থাকা কৃষক বাজারও বেসরকারিকরণ হবে। কৃষকদের উন্নয়নে এই সরকারও কিছুই করবে না। আমরা এই বেসরকারিকরণ নীতির তীব্র বিরোধিতা করছি।'

চালু আরওবি

প্রথম পাতার পর

রবিবার বিকেলের দৃশ্যটা ছিল অন্যদিনের থেকে আলাদা। নতুন সেতুর ওপর দিয়ে গাড়ি ছুটছে। কেউ থেমে ছবি তুলছেন, কেউ মোবাইলে রিলস বানাচ্ছেন। দার্জিলিং মোড়ের যানজট শিলিগুড়িবাসীর দীর্ঘদিনের ভোগান্তির কারণ। নতুন আরওবি দুর্ভোগের সেই চেনা ছবিটা কতটা বদলাতে পারে, তার উত্তর মিলবে আগামী কয়েকদিনে।

বিসর্জনের পথে। রবিবার বালুরঘাটে। ছবি : মাজিদুর সরদার

'ভোটের দিন লাশ পড়বে'

হুমকি হুমায়ুনের

পরাগ মজুমদার

রেজিনগর, ২০ সেপ্টেম্বর : রেজিনগর উপনির্বাচনের আগে প্রচার থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা করলেন আম জনতা উন্নয়ন পার্টির চেয়ারম্যান হুমায়ুন কবীর। একইসঙ্গে দলীয় প্রার্থী, তাঁর ছেলে গোলাম নবি আজাদ রবিনকেও প্রচারে না নামার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। রবিবার সাংবাদিক বৈঠকে পুলিশের বিরুদ্ধে একের পর এক অভিযোগ তুলে হুমায়ুন বলেন, 'প্রচার বন্ধ করে দিচ্ছি। আমরা প্রচার করব না। ভোটে যা হবে লুট করবে পুলিশ, সেই লুটের মোকাবিলাও ভোটের দিন করব।' হুমায়ুনের সরাসরি হুমকি, 'তাতে ১০টা খুন হলে হবে। আমার লোক হলেও হবে, ওদের হলেও হবে।'

হুমায়ুনের অভিযোগ, নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের অঙ্গুলিহেলনে কাজ করছে পুলিশ। শনিবার মধ্যরাত থেকে রবিবার দিনভর রেজিনগর ও শক্তিপুর থানার পুলিশ অভিযান চালিয়ে তাঁদের দলের চার গুরুত্বপূর্ণ নেতা— মঞ্জুর রহমান ওরফে লেবু, হক মল্লিক, আবদুল আলিম এবং মহম্মদ নাসিম শেখকে গ্রেপ্তার করেছে। তাঁর দাবি, মঞ্জুরের স্ত্রী বেলডাঙ্গা-২ পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য। হক মল্লিক রেজিনগর ব্লকের সহ সভাপতি। এইসব গ্রেপ্তারের পিছনে 'বড় মাথা' রয়েছে বলে দাবি করেন হুমায়ুন।

রেজিনগর উপনির্বাচনের মাত্র দু'সপ্তাহ আগে দলের প্রচার বন্ধের এই ঘোষণা ঘিরে রাজনৈতিক চাপানউতোর তৈরি হয়েছে হুমায়ুনের অনুগামীদের মধ্যে। তিনি বলেন, মাঠে গিয়ে প্রচার না করলেও প্রতিদিন ফেসবুক পেজ থেকে দলের প্রতীকে প্রচার চালানো হবে। তাঁর কথায়, 'আসল লড়াই হবে ৬ অক্টোবর। সেদিন দেখিয়ে দেব।'

প্রতীক নিয়েও ক্ষোভ রয়েছে হুমায়ুনের। কারণ, নির্বাচন কমিশন তাঁর দলের পুরোনো প্রতীক বাঁশি বদলে টেবিল করে দিয়েছে। পুলিশকে নিশানা করে হুমায়ুন বলেন, 'যার বাড়িতে যাচ্ছি তাকেই হুমকি দিচ্ছে। এত বাহাদুর হলে পোশাক ছেড়ে বিজেপির ঝান্ডা ধরে নামুক।'

প্রচার বন্ধ রাখলেও নির্বাচনের দিনই নিজেদের রাজনৈতিক শক্তি দেখাবেন বলে দাবি করেন আম জনতা উন্নয়ন পার্টির চেয়ারম্যান। তাঁর অভিযোগ, পুলিশ তাঁদের কর্মীদের নিশানা করছে এবং একের পর এক নেতা-কর্মীকে গ্রেপ্তার করার মাধ্যমে নির্বাচনি পরিবেশে প্রভাব ফেলার চেষ্টা হচ্ছে।

রেলে 'কবচ' পেতে আরও অপেক্ষা

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ২০ সেপ্টেম্বর : রেল সুরক্ষায় ভারতের উত্তর-পূর্বে অধরা 'কবচ' প্রযুক্তির ব্যবহার। কবচের জন্য বিশেষ করে রেল ট্র্যাক ও ইঞ্জিনে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করতে হয়। সব মিলিয়ে এ এক বিরাট কর্মযজ্ঞ। রেল দুর্ঘটনা এড়াতে যা স্বয়ংক্রিয় কাজ করে। ইতিপূর্বে আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে একাধিক দুর্ঘটনা ঘটেছে। এছাড়াও শীতের মরশুমে দুর্ঘটনার আশঙ্কা তুলনামূলক বেড়ে যায়। কবচ সুরক্ষা প্রযুক্তি কবে ব্যবহার হবে তা এখনও সুনিশ্চিত নয়। রেলকর্তারা অবশ্য দাবি করছেন, প্রাথমিক পর্যায়ের কাজ চলছে।

রেল সূত্রে জানানো হয়েছে, অত্যাধুনিক প্রযুক্তির এই কাজ ব্যয় ও সময়সাপেক্ষ। রেল ট্র্যাক, ট্রেনের ইঞ্জিন, সিগন্যালিং ও ব্রেকিং সিস্টেম সবকিছুর সংযোগে এই কবচ প্রযুক্তি। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের এনজেপি থেকে কোচবিহার রুটকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের চিফ পাবলিক রিলেশন অফিসার (সিপিআরও) কপিঞ্জলকিশোর শর্মা বলেন, 'কবচ সুরক্ষার বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে। নির্দিষ্ট কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ রুটে প্রথমে কবচ সুরক্ষার কাজ চলবে। ধাপে ধাপে এই কাজ এগোবে।'

একাধিক বিষয়ে সমন্বয় রেখে কবচ সুরক্ষার কাজ করে। ট্র্যাকের হালহকিকত জানতে ট্র্যাকে বিশেষ রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি আইডেন্টিফিকেশন ট্যাগ ব্যবহার হয়। তার জন্য বিশেষ টাওয়ার ট্র্যাক সংলগ্ন এলাকাতে স্থাপন করতে হয়। এছাড়াও ট্রেনের ইঞ্জিনে কবচের ডিভাইস যা ব্রেকিং পদ্ধতির সঙ্গে সংযোগ থাকে। একই ট্র্যাকে অন্য কোনও ট্রেন চলে এলে তা কবচ সুরক্ষায় সহজেই ধরা পড়বে। সেখান থেকে সংকেত ইঞ্জিনের ডিভাইস থেকে জরুরিকালীন ব্রেকিং ডিভাইসে সংকেত পৌঁছায়। আর এই সম্পূর্ণ কাজের জন্য ট্র্যাকে নির্দিষ্ট দূরত্ব অন্তর কবচ ডিভাইস ব্যবহার করতে হবে। একই সঙ্গে নির্দিষ্ট রুটের সকল ট্রেনের ইঞ্জিনেও এই ডিভাইস থাকতে হবে। বিশাল কর্মযজ্ঞ বলেই দাবি রেলকর্তাদের। এক রেলকর্তা জানান, অনেকটা অটো পাইলট প্রযুক্তির আদলে এই কবচ সুরক্ষা ডিভাইস কাজ করবে।

> **কবচ সুরক্ষার বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে। নির্দিষ্ট কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ রুটে প্রথমে কবচ সুরক্ষার কাজ চলবে। ধাপে ধাপে এই কাজ এগোবে।**
>
> **কপিঞ্জলকিশোর শর্মা**
> চিফ পাবলিক রিলেশন অফিসার, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল

গুরুত্বপূর্ণ রুট, বিশেষ করে যাত্রী সমাগম বেশি রয়েছে এমন রুটে প্রথম ধাপে কবচ সুরক্ষা প্রযুক্তিতে আনার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। গুয়াহাটি-দিল্লি রুট ও কলকাতা-গুয়াহাটি রুটে প্রাথমিক পর্যায়ের কাজ শুরু হয়েছে বলে রেলমন্ত্রক সূত্রে খবর।

তারে লরি আটকে বিপত্তি

শিলিগুড়ি, ২০ সেপ্টেম্বর : মালবোঝাই লরি আটকে গেল বিদ্যুতের তারে। আর এর জেরেই উপড়ে পড়ল আস্ত একটি বিদ্যুতের খুঁটি। শনিবার রাতে শিলিগুড়ির মহিলা কলেজ এলাকার এই ঘটনায় ব্যাপক ক্ষোভ প্রকাশ করেন স্থানীয়রা।

অভিযোগ, মাত্রাতিরিক্ত মালবোঝাই একটি লরি শহরের ভিতরের রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় বিদ্যুতের খুঁটিতে জড়ানো তারে আটকে যায়। গাড়িটি দ্রুতগতিতে থাকায় তারের টানে খুঁটিটি উপড়ে রাস্তায় পড়ে। এর জেরে কিছুক্ষণের জন্য বিদ্যুৎহীন হয়ে পড়ে গোটা এলাকা।

অল্পের জন্য বড়সড়ো দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা মেলে। শহরের ভিতরের রাস্তায় লরির দাপট এবং খুঁটিতে নানা তারের জটলা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা। খবর পেয়ে শিলিগুড়ি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে সম্পূর্ণ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

দিলীপের দরজায় পদ্মের দুই শিবির

শিলিগুড়ি, ২০ সেপ্টেম্বর : নিজের দপ্তরের কাজের খোঁজ নিতে উত্তরবঙ্গের একাধিক জেলা সফর করছেন রাজ্যের পঞ্চায়েত এবং গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ। এদিকে, বিজেপির অন্দরে কোন্দল বাড়ছে। পুরোনোরা বঞ্চিত হচ্ছেন বলে দলের অন্দরে আলোচনা চলছে।

দিলীপ বিজেপির পুরোনো এবং সংঘ ঘনিষ্ঠ নেতা হিসাবে পরিচিত। তিনি শিলিগুড়ি হয়ে জলপাইগুড়ি, কোচবিহারে এবং আলিদুয়ারে প্রশাসনিক বৈঠক করে রবিবার আবার শিলিগুড়িতে ফিরেছেন।

এদিন শিলিগুড়ি সার্কিট হাউসে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যান দলের পুরোনো এবং নতুন দুই গোষ্ঠীর নেতারা। যদিও পরে দিলীপকে সার্কিট হাউসে দলীয় নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করতে দেখা যায়। সেখানে জেলা বিজেপির সভাপতি অরুণ মণ্ডল উপস্থিত ছিলেন।

এদিন বিমল গুরুংও দিলীপের সঙ্গে দেখা করেন। একটি হোটেলে দুই নেতা পাহাড়ের উন্নয়নের ব্যাপারে কথা বলেছেন। দুজনে শহরের একটি হলে সিনেমাও দেখেছেন।

এদিনশিলিগুড়িতেদলেরপুরোনো নেতারা আলাদাভাবে দিলীপের সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিলেন। সেজন্য তাঁদের কয়েকজন সার্কিট হাউসে পৌঁছান। কিন্তু সেখানে জেলায় বর্তমান সক্রিয় গোষ্ঠীর নেতাদেরই ভিড় দেখা গিয়েছে। অভিযোগ, এই কারণে পুরোনোরা মন্ত্রীর সঙ্গে আর মন খুলে কথা বলতে পারেননি। একজন যেমন বলছিলেন, 'দিলীপদার সঙ্গে অনেক দিনের পরিচয়। কাজেই উনি শিলিগুড়িতে এলে দেখা না করে থাকতে পারি না। আমরা তাঁকে দলের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে জানাতাম।'

বিজেপির আরেক পুরোনো নেতার বক্তব্য, 'দিলীপ ঘোষের মতো নেতারা রয়েছেন বলে এখনও দলের অনেক নেতা বিজেপির সঙ্গে রয়েছেন। পুরোনোদের অনেকেই বঞ্চিত। বিষয়টা তাঁর জানা প্রয়োজন।'

জেলার ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর নেতারাও পঞ্চায়েতমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে সার্কিট হাউসে ভিড় করেছিলেন। তাঁরা তাঁকে সংবর্ধনা জানিয়েছেন। দিলীপের কাছে যেতে এদিন সার্কিট হাউসে পুরোনো-নতুনদের মধ্যে কার্যত ছায়াযুদ্ধ দেখা যায়। ওইসময় সুযোগ না পাওয়ায় রাতের দিকে তাঁর সঙ্গে দেখা করা যায় কি না, সেই অপেক্ষাতেও ছিলেন পুরোনোদের অনেকে।

থমকে গিয়েছে জনজীবন

প্রথম পাতার পর

রেলগেটের উলটোপাশেই সারদা সাহার দোকান। এদিন তিনি আর দোকান খোলেননি। বাড়ি থেকে বেরিয়ে বললেন, 'শনিবার সারারাত বাড়ির সামনে বসে ছিলাম। ভাবছিলাম কী করে আর সংসার চলবে! বন্ধ রেলগেটের দিকে তাকাতেই মন কেঁপে উঠছে।'

গেট স্থায়ীভাবে বন্ধ করার কাজ শনিবার সারারাত চলেছে। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের গাড়ি ঘিরে স্থানীয়রা অনুরোধ করেও কাজ বন্ধ করাতে পারেননি। শেষপর্যন্ত তাঁদের অনুরোধ, 'যদি একটা ফ্লাইওভার করা যায়।' সেই ফ্লাইওভার আদৌ কোনওদিন হবে কি না, তা নিয়েও বাসিন্দাদের সন্দেহ রয়েছে। রাস্তা দিয়ে যাওয়া গাড়ি ও বাইকচালকদের উপর নির্ভরশীল দোকানগুলির ভবিষ্যৎ কী হবে, বিকল্প পথই বা কোথায়, অনেকেই সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজছেন।

স্থানীয় সূত্রে খবর, রেলগেট বন্ধের চেষ্টা এর আগে দু'বার করা হয়েছিল। প্রতিবারই স্থানীয়দের বাধার মুখে পড়ে রেলকে পিছু হটতে হয়েছিল। এবার তাই বেশি সময় দেওয়া হয়নি। রাতারাতি রেলগেট বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। স্থানীয়দের বক্তব্য, অন্য রেলগেটের তুলনায় এই গেটের গুরুত্ব অনেক বেশি। বহু বছর ধরে এই গেট পেরিয়ে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রোগীদের নিয়ে যাওয়া-আসা হয়। ঘুরপথে যেতে অনেকটা সময় লাগবে।

জরুরি ভিত্তিতে অ্যাম্বুল্যান্সে রোগী নিয়ে যাওয়ার সময় রেলগেটের সামনে এসে চালকরা অবাক হচ্ছেন। ক্ষোভের সঙ্গে অ্যাম্বুল্যান্স ঘোরানোর সময় অনেকেই বলছিলেন, 'রেলগেট বন্ধ করার ব্যাপারটা রেলের তরফে গোটা মহকুমা সহ শহর শিলিগুড়িতে আগাম প্রচার করা দরকার ছিল। সেই প্রচার তো করাই হল না।' মেডিকেল মোড় দিয়ে এসে অ্যাম্বুল্যান্স নিয়ে চালক মানস দাস গেটের উলটোপাশের একটি নার্সিংহোমে যাচ্ছিলেন। তিনি বললেন, 'কোনওভাবে সংলগ্ন ফ্লাইওভারের ওই রাস্তায় যদি যানজট লেগে যায় তাহলে তো আর এই এলাকা দিয়ে মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে যাওয়ার আর কোনও রাস্তাই থাকবে না।'

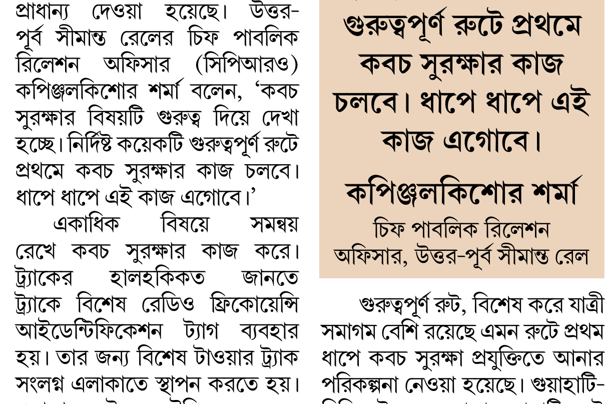

বন্ধ করা হয়েছে রেলগেট। শিবমন্দিরে রবিবার।

সোমবার থেকে স্কুল খুলবে। ফলে পড়ুয়াদের ভোগান্তিও বাড়বে। মেডিকেল মোড় থেকে কিছুটা দূরেই নরসিংহ বিদ্যাপীঠ। কদমতলা এলাকায় স্থানীয় একটি নার্সিংহোমের কাছে নবম শ্রেণির ছাত্রী অঙ্কিতা রায়ের বাড়ি। তার মা বিজয়া রায় বললেন, 'আগে রেলগেট পার করে পনেরো মিনিটের মধ্যেই মেয়ে স্কুলে পৌঁছে যেত। এখন তো কয়েক কিলোমিটার ঘুরে স্কুলে যেতে হবে। এক ঘণ্টা আগে বের হতেই হবে।' স্থানীয় বাসিন্দা অবনী ঘোষ বললেন, 'অন্তত সাইকেলে যাতায়াত করতে পারে তেমন একটা ব্যবস্থা করে দিতে রেলের কর্তাদের কাছে অনুরোধ করা হয়েছিল। তাঁরা তাতেও সাড়া দেননি।'

এর মধ্যেই দেখা গেল, বছর বারোর উজ্জ্বল দাস রেলগেটের উলটোপাশে থাকা বন্ধু বছর তেরোর মানু বর্মনকে চোখে জল নিয়ে বলছে, 'মা বলেছে, আর খেলতে পাঠাবে না। আমাদের আর খেলা হবে না।' ছেলের কথা শুনে উজ্জ্বলের মায়ের চোখে তখন জল টলটল।

উত্তরবঙ্গের প্রকাশনায় সম্ভাবনা ও সংকট

প্রথম পাতার পর

এসব কারণে প্রকাশকের নিজের ছাপাখানা থাকা এখন আর অপরিহার্য নয়। তার ওপর হোয়াটসঅ্যাপ, ফেসবুক, ইউটিউব ইত্যাদি সামাজিক ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে এখন সরাসরি পাঠকের কাছে বইয়ের খবর পৌঁছে দেওয়া যায়। বিক্রিও করা সম্ভব।

ফলে প্রকাশনা জগতে প্রবেশের বাধা কমেছে। তাই বলে সবটাই সহজ নয়। বই সহজে ছাপা গেলেও বিক্রি এখনও বেশ কঠিন। তার বড় কারণ পাঠকের অভাব। তাছাড়া বইয়ের বিষয়ও বড় ব্যাপার। কলকাতা বা অন্য জায়গা থেকে প্রকাশিত বইয়ের বিষয়ের সঙ্গে মিল থাকলে তার বিপণনের সীমাবদ্ধতা প্রথমেই এসে যায়। এর প্রতিকার করার যথেষ্ট সুযোগ আছে উত্তরবঙ্গে। সেই সুযোগ তৈরি করে দিতে পারে উত্তরবঙ্গের বৈচিত্র্য।

ডুয়ার্স-তরাই ও পাহাড়ের ভূগোল, বন ও বন্যপ্রাণীর অফুরন্ত ভাণ্ডার, নদীর নিজস্বতা, চা বাগান, সীমান্ত, জীববৈচিত্র্য, লোকসংস্কৃতি, ইতিহাস, খাদ্যসংস্কৃতি এবং আঞ্চলিক সমাজজীবন- বিষয়ের অভাব নেই উত্তরবঙ্গে। স্থানীয় ইতিহাস, নদী ও চা বাগানের অতীতকথা, লোককথা, লোকগান, শিশু-কিশোরদের উপযোগী উত্তরবঙ্গকে জানার জন্য ছবি ও মানচিত্রসমৃদ্ধ প্রকাশনা ইত্যাদি স্বতন্ত্র পাঠক তৈরি করতে পারে।

উত্তরবঙ্গের বৈশিষ্ট্য তার ভাষা ও সংস্কৃতির বৈচিত্র্য। বাংলার পাশাপাশি রাজবংশী, নেপালি, বোড়ো, রাভা, লেপচা, কুরুখ, সাদরি ইত্যাদি এই অঞ্চলের সাংস্কৃতিক পরিসরকে সমৃদ্ধ করেছে। তাই উত্তরবঙ্গের প্রকাশনা শুধু বাংলা বইয়ে সীমাবদ্ধ রাখার প্রয়োজন নেই। অন্যদিকে, স্থানীয় ভাষাগুলির পাশাপাশি ইংরেজিতে উত্তরবঙ্গের প্রকৃতি, ইতিহাস, জীববৈচিত্র্য ও সংস্কৃতি নিয়ে উচ্চমানের বই প্রকাশের সম্ভাবনা যথেষ্ট। গবেষক, পর্যটক, শিক্ষার্থী, বিদেশে উত্তরবঙ্গের প্রবাসী মানুষের কাছে এই বইয়ের কদর হতে পারে।

তবে বিষয় থাকলেই বই তৈরি হয় না। গবেষণাকে পাঠযোগ্য বইয়ে রূপান্তর, তথ্য যাচাই, সম্পাদনা এবং ভালো প্রুফরিডিং জরুরি। একটি ভুল তথ্যও কোনও বইয়ের বিশ্বাসযোগ্যতার ক্ষতি করতে পারে। উত্তরবঙ্গের প্রকাশনাকে তাই আরও পেশাদার সম্পাদনা ও তথ্য যাচাইয়ের দিকে নজর দিতে হবে। যেখানে এখনও অনেক খামতি রয়ে গিয়েছে। পর্যটনকেও কাজে লাগাতে পারে প্রকাশনাশিল্প। ডুয়ার্স, দার্জিলিংয়ে আসা পর্যটকদের কাছে স্থানীয় ইতিহাস, প্রকৃতি ও সংস্কৃতি বিষয়ে ছোট, তথ্যসমৃদ্ধ বই বিক্রির সুযোগ রয়েছে। সেজন্য হোটেল, রিসর্ট, পর্যটনকেন্দ্র, রেলস্টেশন কিংবা স্থানীয় বইয়ের দোকান হতে পারে সম্ভাব্য বিক্রয়কেন্দ্র।

উত্তরবঙ্গের বই মানে যেন লক্ষ্য শুধু উত্তরবঙ্গের পাঠক না হয়। ডুয়ার্সের লোকসংস্কৃতি বিষয়ের বইয়ের কদর থাকবে কলকাতার পাঠকের কাছে। তেমনই উত্তরবঙ্গের ইতিহাসের চাহিদা থাকবে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষের কাছে। আবার জীববৈচিত্র্য নিয়ে ইংরেজি বইয়ের পাঠক হতে পারেন গবেষক বা বিদেশি পাঠকরা। উত্তরবঙ্গের বিষয়কে বৃহত্তর বাজারে পৌঁছে দেওয়ার সুযোগ অনেক।

সেই লক্ষ্যে কলকাতার সঙ্গে প্রতিযোগিতা জরুরি নয়। বরং নিজস্ব লেখক, নিজস্ব বিষয়, স্থানীয় ভাষাকে কেন্দ্র করে স্বতন্ত্র প্রকাশনার পরিসর তৈরিই হতে পারে আগামীর পথ। শিলিগুড়ি তার মূল বাণিজ্যিক কেন্দ্র হতে পারে বটে, কিন্তু সেই পরিসরে আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, দুই দিনাজপুর, মালদা, দার্জিলিং, কালিম্পং, এমনকি প্রত্যন্ত এলাকার যুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা যথেষ্ট।

তাও প্রশ্ন থেকে যায়, নিজস্ব বিষয় বৈচিত্র্যকে হাতিয়ার করতে পারলেই কি উত্তরবঙ্গের প্রকাশনা জগৎ নিজেকে টেকসই অর্থনৈতিক সম্পদে পরিণত করতে পারবে? তার উত্তর নির্ভর করবে প্রকাশনার মান, পেশাদারি সম্পাদনা, পাঠকের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্ক, প্রযুক্তির ব্যবহার এবং দীর্ঘমেয়াদি বাজার পরিকল্পনার ওপর। সম্ভাবনা আছে বৈকি, প্রয়োজন শুধু সেই সম্ভাবনাকে সংগঠিত করার উদ্যোগ।

মহিলাদের টিম ইভেন্টে রুপো জিতে বিদর্শা বিনোদ, সোনম উত্তম মাসকার ও এলাভেনিল ভালারিভান।

জোড়া রুপো জিতে এলাভেনিলের চোখ অলিম্পিকে

আইচি, ২০ সেপ্টেম্বর : ভোরবেলা সোনম উত্তম মাসকার ও বিদর্শা বিনোদকে নিয়ে মহিলাদের ১০ মিটার এয়ার রাইফেলের টিম ইভেন্টে ভারতকে রুপো এনে দিয়েছিলেন তিনি। রবিবার সকাল গড়াতেই চলতি এশিয়ান গেমসে গুজরাটের এলাভেনিল ভালারিভান দেশকে আরও একটি পদক এনে দিলেন। মহিলাদের ১০ মিটার এয়ার রাইফেলের ব্যক্তিগত ইভেন্টে তাঁর গলায় উঠল রুপো। শেষদিকে ফোকাস না হারালে সোনা জিততে পারতেন তিনি। তবে জোড়া রুপো জিতে এলাভেনিলের চোখ এবার অলিম্পিকে।

২০১৮ ও ২০২২ সালের এশিয়াডে খালি হাতে ফিরেছিলেন এলাভেনিল। কিন্তু গত দুই বছরে ২৮ বছরের এই শুটার দুরন্ত ফর্মে রয়েছেন। যার প্রমাণ ২০২৫ ও ২০২৬ সালের এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ মিলিয়ে হাফডজন পদক। সঙ্গে রয়েছে গত বছরের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে তিনটি ব্রোঞ্জ। সেই আত্মবিশ্বাসই এদিন আইচির জেনারেল শুটিং গ্যালারিতে এলাভেনিলের পারফরমেন্সে ফুটে উঠল।

৬৩৩.৫ পয়েন্ট নিয়ে সপ্তম স্থানে থেকে ফাইনালে উঠেছিলেন এলাভেনিল। তবে সেরাটা পদক জয়ের জন্যই তিনি বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। যার ফলে ফাইনালের শুরু থেকেই বাকিদের প্রায় ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে যান এলাভেনিল। ২১ শট পর্যন্ত সোনা জয়ের দাবিদার ছিলেন তিনি। কিন্তু ২২ নম্বর শটে তাঁকে টপকে যান জাপানের হিনাতা তাইচি। শেষ দুই শটের আগে ০.৩ পয়েন্টে পিছিয়ে ছিলেন এলাভেনিল। শেষ শটে আহামরি কিছু করতে হত তাঁকে। কিন্তু ১০.১ স্কোর করে ২৫২.৪ পয়েন্ট নিয়ে এলাভেনিলকে রুপোতেই সন্তুষ্ট থাকতে হয়। ২৫৩ পয়েন্ট নিয়ে সোনা জিতে যান তাইচি।

শেষদিকে মনঃসংযোগে যে বিঘ্ন ঘটেছে তা স্বীকার করে নিয়ে এলাভেনিল বলেছেন, ‘প্রথম তিনে থাকার ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী ছিলাম। শেষদিকে ফোকাস না হারালে সোনাও এসে যেত। তবে আমি নিজের পারফরমেন্সে খুশি।’ এশিয়াডে জোড়া পদক জিতে এবার অলিম্পিক নিয়ে ভাবতে চাইছেন এলাভেনিল। এই প্রসঙ্গে তাঁর বাবা আর ভালারিভান বলেছেন, ‘১২ বছরের পরিশ্রমের ফল পেল এলাভেনিল। অলিম্পিকে অল্পের জন্য পদক মিস করেছিল। এবার এশিয়াডে পদক পেল। তবে ওর লক্ষ্য অলিম্পিকে পদক জয়। আশা করি, আগামী অলিম্পিকে ওর লক্ষ্যপূরণ হবে।’

এদিকে, গোলবৃষ্টি হয়েছে হকিতে। হরমনপ্রীত সিংরা ১৩-১ গোলে উজবেকিস্তানকে উড়িয়ে অভিযান শুরু করেছে। ইন্দোনেশিয়াকে ১৯-০ গোলে চূর্ণ করেছে মহিলা দল। যার মধ্যে দীপিকা একাই আট গোল করেন। দুরন্ত শুরুর পরও জার্সি বিতর্ক থামছে না ভারতীয় হকিতে। এদিন পুরুষ ও মহিলা দল গেরুয়া জার্সি পরে নামে। এই প্রসঙ্গে হকি ইন্ডিয়ার এক কর্তা বলেছেন, ‘সভাপতি দিলীপ তিরকে নিজেই এই জার্সি বেছে দিয়েছেন। তাহলে তিনি কেন আগে বলেছিলেন, নীল রংয়ের জার্সিতে নামবে ভারত? এর উত্তর তিনিই দিতে পারবেন।’

কোয়ার্টারে সিন্ধুরা, গোলবৃষ্টি হকিতে

উজবেকিস্তানকে ১৩-১ গোলে হারালেন হরমনপ্রীত সিংরা।

ব্যাডমিন্টনের টিম ইভেন্টে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছে ভারতীয় মহিলা দল। পিভি সিন্ধুরা ৩-০ ব্যবধানে কাজাখস্তানের বিরুদ্ধে জয় পান। সিন্ধু, উন্নতি হুডা ও কাব্যাপ্রিয়া সেলভাম- কেউই নিজেদের সিঙ্গলস জিততে ২৫ মিনিটের বেশি সময় নেননি। শেষ আটে সিন্ধুদের প্রতিপক্ষ জাপান।

টেবিল টেনিসে ভারতের দিনটা মিশ্র গেল। মহিলাদের টিম ইভেন্টে ২-১ গেমে পিছিয়ে পড়েও ৩-২ ব্যবধানে সিঙ্গাপুরের বিরুদ্ধে দুরন্ত জয় পেয়েছেন শ্রীজা আকুলারা। তারা ৩-০ গেমে ইন্দোনেশিয়াকেও হারিয়েছেন। তবে পুরুষদের টিম ইভেন্টে ইন্দোনেশিকে হারালেও ইরানের বিরুদ্ধে হেরে গিয়েছেন সাথিয়ান গণশেখরনরা।

মিক্সড মার্শাল আর্টে সূচিকা তারিয়াল ইতিহাস গড়লেও বিতর্ক তৈরি হয়েছে বাঙালি খেলোয়াড় বরুণ সান্যালকে নিয়ে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির অর্থনৈতিক উপদেষ্টা কাউন্সিলের অন্যতম সদস্য সঞ্জীব সান্যালের ছেলে বরুণের ৭৭ কেজি ওজন বিভাগে কোয়ার্টার ফাইনালে নামার কথা ছিল। কিন্তু তাঁকে অফিশিয়ালরা আনফিট ঘোষণা করে দেন। এশিয়ান গেমসে অব্যবস্থা নিয়ে দুইদিন আগেই ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন বরুণ। অভিযোগ করেন, প্রায় ১০ ঘণ্টা ঘোরাঘুরির পর থাকার ঘর পান। রবিবার বরুণের ম্যাচ ছিল। কিন্তু প্রতিযোগিতার আগে অজ্ঞান হয়ে পড়ায় নাম প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হয়েছেন বরুণ। জানা গিয়েছে, সনা বাথ’ নেওয়ার সময় অজ্ঞান হয়ে পড়েন তিনি। রাত ১টা নাগাদ নেপালের এক খেলোয়াড় বরুণকে ওই অবস্থায় দেখে চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যান। বরুণকে পরীক্ষা করে চিকিৎসক জানিয়ে দেন, তিনি ফিট নন। বরুণকে প্রতিযোগিতায় নামার অনুমতি দেওয়া যাবে না। সতীর্থ সূচিকাকে সাহায্য করার জন্য নির্দিষ্ট সময়ের অনেক বেশি সনায় ছিলেন বরুণ। জাপানের অব্যবস্থার জন্য পর্যাপ্ত বিশ্রামও নিতে পারেননি। তার আগে লন্ডন থেকে মুম্বই এবং সিঙ্গাপুর হয়ে নাগোয়ায় পৌঁছেছিলেন তিনি। দীর্ঘ বিমানযাত্রার ধকলেও ক্লান্ত ছিলেন বরুণ। নিটফল, ম্যাটে নামার আগেই এবারে এশিয়াড অভিযান শেষ হয়ে গেল তাঁর।

অন্যদিকে, জোড়া পদকের স্বপ্ন দেখিয়েও হতাশ করলেন কুইমসি ডি’সুজা। টেকবলে মহিলাদের ব্রোঞ্জ মেডেল ম্যাচে তিনি ০-২ সেটে ইউয়িনা সাকামোতোর বিরুদ্ধে হেরে যান। মিক্সড ডাবলসেও ব্রোঞ্জ মেডেল ম্যাচে কুইমসি-মহম্মদ আনাস ইমরান বেগ একই ব্যবধানে ভিয়েতনামের বিরুদ্ধে হার মানেন।

ফের এশিয়াডের ফাইনালে ভারত

নজির গড়লেন মান্ধানা-শেফালি

নিশিন, ২০ সেপ্টেম্বর : জাপানের পর বাংলাদেশ। এশিয়ান গেমসে মহিলাদের ক্রিকেটে ভারতের দাপুটে পারফরমেন্স অব্যাহত।

রবিবার বাংলাদেশকে দুরমুশ করে ফাইনালে উঠে পদক নিশ্চিত করেছেন হরমনপ্রীত কাউররা। গত ম্যাচের মতো এই ম্যাচেও জয়ের কাণ্ডারী শেফালি ভার্মা। এদিন টসে জিতে প্রথম ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেয় ভারত। ওপেন করতে নেমে ব্যাট হাতে ঝড় তোলেন দুই ওপেনার স্মৃতি মান্ধানা ও শেফালি। স্মৃতি ১৯ বলে ৩৭ রান করে আউট হন।

শতরানের পর শেফালি ভার্মা। রবিবার।

এদিন হাফ সেঞ্চুরি না করলেও নতুন নজির সৃষ্টি করেছেন স্মৃতি। নিউজিল্যান্ডের কিংবদন্তি ক্রিকেটার সুজি বেটসকে পিছোনে ফেলে আন্তর্জাতিক টি২০ ক্রিকেটে সর্বাধিক রান সংগ্রাহক হয়েছেন তিনি। তাঁর মোট রান এখন ৪৭৮৮। দ্বিতীয় স্থানে থাকা সুজি করেছিলেন ৪৭৫৮ রান। তৃতীয় স্থানে হরমনপ্রীত (৪২৮৭ রান)। এই ম্যাচে আরও একটি নজির গড়েছেন স্মৃতি। প্রথম ভারতীয় মহিলা ক্রিকেটার হিসেবে আন্তর্জাতিক টি২০-তে ১০০টি ছয় মারার কৃতিত্ব অর্জন করেছেন।

স্মৃতি আউট হওয়ার পর ভারতের ইনিংসকে এগিয়ে নিয়ে যান শেফালি। দুরন্ত শতরান উপহার দেন ক্রিকেটপ্রেমীদের। মাত্র ৪৯ বলে ১০০ রানে অপরাজিত থাকেন শেফালি। ৩টি বাউন্ডারি ও ৯টি ওভার বাউন্ডারিতে সাজানো তাঁর ইনিংস। এশিয়ান গেমসে প্রথম ভারতীয় ক্রিকেটার হিসেবে সেঞ্চুরি করার কৃতিত্ব অর্জন করেন শেফালি। এছাড়াও রান পেয়েছেন হরমনপ্রীত (৪০)। তবে ব্যাট হাতে আবারও ব্যর্থ হয়েছেন রিচা ঘোষ (২)। শেফালিদের দাপটে ৪ উইকেটে ১৯৫ রান তোলে ভারত।

জবাবে ১৫.৪ ওভারে ৮১ রানে শেষ হয় বাংলাদেশের ইনিংস। ওপেনার দিলারা আখতার (২৭) ছাড়া কেউ দীপ্তি শর্মা (৭/৩) ও নন্দনী শর্মার (২৫/৩) সামনে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেননি। নাল্লাপুরেড্ডি শ্রী চরণি নেন ২টি উইকেট। মঙ্গলবার হরমনপ্রীতরা সোনা জয়ের লক্ষ্যে মাঠে নামবেন। এশিয়া কাপের মতো এশিয়াডের ফাইনালেও তাদের প্রতিপক্ষ শ্রীলঙ্কা।

এদিকে, সোনার পদক রক্ষা করার অভিযান শুরুর লক্ষ্যে ইতিমধ্যেই জাপান পৌঁছে গিয়েছে ভারতীয় পুরুষ ক্রিকেট দল। সোমবার নিশিনের কোরোগি স্পোর্টস পার্কে অনুশীলন শুরুর পরিকল্পনা রয়েছে শ্রেয়স আইয়ার-বৈভব সূর্যবংশীদের।

বুমরাহ-রোহিত-লক্ষ্মণকে চটানোর জের

পদত্যাগ আগরকারের

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ২০ সেপ্টেম্বর : ক্ষমতা কি মানুষকে অন্ধ করে দেয়? পদের মোহ কি মানুষকে অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস দেয়? তৈরি হয় এমন সীমাহীন আত্মবিশ্বাস, যা যে কোনও মানুষকে মানসিকভাবে ভিন্ন স্তরে পৌঁছে দেয়?

এমন প্রশ্নের জবাব খুঁজতে গেলে তৈরি হবে বিতর্ক। ভারতীয় ক্রিকেটমহলে এমন প্রশ্নের জবাব খুঁজতে গেলে আপাতত বিতর্কের অবকাশ নেই। সৌজন্যে জাতীয় নির্বাচক কমিটির প্রধান অজিত আগরকার। যিনি সঠিক সময়ে ‘দেওয়াল লিখন’ পড়তে ভুল করে আপাতত ডুবতে বসেছেন। গত সন্ধ্যায় আগরকার ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের শীর্ষকর্তাদের কাছে চাপে পড়ে বাধ্য হয়ে তাঁর পদত্যাগের কথা জানিয়ে দিয়েছেন। আজ রাত পর্যন্ত বিসিসিআই সরকারিভাবে কোনও ঘোষণা করেনি। কিন্তু ৩০ সেপ্টেম্বরের পর আগরকার যে তাঁর পদে থাকছেন না, ভারতীয় ক্রিকেট সংসারে কান পাতলেই শোনা যাচ্ছে সেই খবর।

শেষ কয়েকদিনের প্রবল চাপ, বিসিসিআইয়ের শীর্ষকর্তাদের কাছে নানা বিষয়ে কৈফিয়ত দেওয়ার পর আগরকার মানসিকভাবে এখন ক্লান্ত। পরিচিত সাংবাদিকদের ফোন ধরাও বন্ধ করে দিয়েছেন তিনি। মেসেজেরও জবাব দিচ্ছেন না। অথচ, আগরকার বোল্ড বাই রোহিত শর্মা, খবরটা এখন দুনিয়া জেনে ফেলেছে। শুধুই কি প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক রোহিত? জবাব হল না।

আচমকা ভারতীয় ক্রিকেটে বিশাল ক্ষমতার ‘অধীশ্বর’হয়ে ওঠা আগরকারের বিদায় ঘণ্টা বেজে গিয়েছে। কিন্তু কেন? ভারতীয় ক্রিকেটের অন্দরমহল থেকে আগরকারকে নিয়ে শোনা যাচ্ছে নানা কথা। তার মধ্যে নির্দিষ্টভাবে সামনে আসছে মূলত তিনটি তথ্য। এক, জসপ্রীত বুমরাহর প্রতি আস্থা রাখতে না পারা। দুই, মাসখানেক আগে টিম ইন্ডিয়ার ইংল্যান্ড সফরের সময় একদিনের সিরিজ শুরুর আগে আচমকা রোহিতের অবসর লর্ডসে, এমন তথ্য ‘লিক’ হয়ে যাওয়া। তিন, বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ এক্সেলেন্সের প্রধান ভিভিএস লক্ষ্মণের সঙ্গে টিম ইন্ডিয়ার ক্রিকেটারদের বারবার চোট পাওয়ার ঘটনা নিয়ে প্রকাশ্যে বিবাদে জড়িয়ে পড়া। এই তিন ঘটনার কোনওটাই ভালোভাবে নেয়নি বিসিসিআই। রোহিতের অবসর বিতর্কে জল ঢেলে বোর্ড সচিব দেবজিৎ সইকিয়ার মন্তব্য ছিল যার চরম প্রমাণ।

> **প্রস্তাব এসেছিল ঠিকই। আপাতত জাতীয় নির্বাচক কমিটি নিয়ে ভাবছি না। দেখা যাক পরে কী হয়।**
>
> **-হরভজন সিং**

অথচ, আগরকার দেওয়াল লিখন দেখেও বুঝতে পারেননি সেদিন। ভেবেছিলেন টিম ইন্ডিয়ার কোচ গৌতম গম্ভীরের সঙ্গে তাঁর সখ্য ঢেকে দেবে অনেক অপ্রিয় বিষয়। বাস্তবে আগরকার বুঝতে ভুল করেছিলেন যে, কোচ গম্ভীরও এখন আগের মতো জায়গায় নেই। রায়ান টেন ডোসেটদের মতো প্রিয় সাপোর্ট স্টাফদেরই গম্ভীর বাঁচাতে পারেননি। সেখানে আগরকার তো ভিন্ন বিষয়। অনেকে বলছেন, আগরকার বোর্ড রাজনীতির শিকার। এমন সম্ভাবনার কথা উড়িয়ে দেওয়াও যাচ্ছে না। আসল ঘটনা হল, নিজেকে প্রবল ক্ষমতার অধীশ্বর ভেবে আগরকার মাটিতে পা ফেলতেই ভুলে গিয়েছিলেন। যার ফল এখন তাঁকেই ভুগতে হচ্ছে।

আগরকারের পর জাতীয় নির্বাচক কমিটির প্রধান কে হবেন? প্রবলভাবে আলোচনা চলছে। পার্থিব প্যাটেলের নাম রয়েছে সবার আগে। সম্প্রতি হরভজন সিংকেও বোর্ডের তরফে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। আজ বিকেলে হরভজন উত্তরবঙ্গ সংবাদ-কে বলছিলেন, ‘প্রস্তাব এসেছিল ঠিকই। আপাতত জাতীয় নির্বাচক কমিটি নিয়ে ভাবছি না। দেখা যাক পরে কী হয়।’

ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলে চমক কামিল পুরান

নয়াদিল্লি, ২০ সেপ্টেম্বর : অপেক্ষা আর মাত্র সাতদিনের। তারপরই ঘরের মাঠে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে সাদা বলের সিরিজ খেলতে নেমে পড়বে টিম ইন্ডিয়া।

২৭ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হতে চলা সিরিজের লক্ষ্যে আগেই ভারতীয় দল ঘোষণা হয়ে গিয়েছিল। গতকাল ভারতীয় সময় গভীর রাতের দিকে ভারত সফরের দল ঘোষণা করে দিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ। টি২০ ও একদিনের সিরিজ, দুই দলেরই অধিনায়ক শাই হোপ। তারুণ্য ও অভিজ্ঞতায় ভরা ক্যারিবিয়ান দলের ভারসাম্য বেশ ভালো। চমক হিসেবে টি২০ দলে সুযোগ পেয়েছেন কামিল পুরান। ওপেনিং ব্যাটার পুরানকে নিয় আগামীর সাফল্যের স্বপ্ন দেখছে ক্যারিবিয়ান ক্রিকেট মহল। তিন ম্যাচের একদিনের সিরিজের দলে না থাকলেও টি২০ সিরিজের স্কোয়াডে রয়েছেন শিমরন হেটমায়ার। আগামী ২৭ সেপ্টেম্বর তিরুবনন্তপুরমে সিরিজের প্রথম টি২০ ম্যাচ।

শেষ দুই ওডিআই-তে

অনিশ্চিত শুভমান-বুমরাহ

নয়াদিল্লি, ২০ সেপ্টেম্বর : ঠাসা ক্রিকেট সূচি। সামনে বিস্তর ম্যাচ। অবিরাম ক্রিকেটের সামনে টিম ইন্ডিয়া।

ঘরের মাঠে আফগানিস্তান সিরিজ শেষে আপাতত দিন কয়েকের বিশ্রাম টিম ইন্ডিয়ার সদস্যদের। তার মধ্যেই এশিয়ান গেমস রয়েছে। ঘরের মাঠে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে সাদা বলের সিরিজও রয়েছে। আর তারপরই মিশন নিউজিল্যান্ডের কঠিন চ্যালেঞ্জ।

২২ অক্টোবর থেকে নিউজিল্যান্ডের মাটিতে সাদা বলের সিরিজ শুরু হয়ে যাচ্ছে টিম ইন্ডিয়ার। পাঁচটি টি২০, পাঁচটি একদিনের ম্যাচের পর রয়েছে দুটি টেস্ট। দীর্ঘ সিরিজে টানা ক্রিকেট সূচি নিয়ে আপাতত জেরবার অবস্থায় ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট। কারণ, স্যর রিচার্ড হ্যাডলির দেশে একদিনের সিরিজের পঞ্চম ম্যাচ শেষ হওয়ার চারদিনের মধ্যে শুরু হতে চলেছে দুই টেস্টের সিরিজ। অল্প সময়ে সাদা বল থেকে লাল বলের ক্রিকেটে মানিয়ে নেওয়াটা সহজ নয়। অতীতে এমন পরিস্থিতিতে বারবার বেকায়দায় পড়েছে টিম ইন্ডিয়া। আসন্ন নিউজিল্যান্ড সিরিজে কী হবে? আপাতত এই প্রশ্ন ভাবিয়ে তুলেছে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের পাশে টিম ম্যানেজমেন্টকেও।

আপাতত সূচির বদল সম্ভব নয়। তাই গ্রহণযোগ্য সমাধান হিসেবে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট ঠিক করেছে, একদিনের সিরিজের শেষ দুই ম্যাচে দলের এক নম্বর বোলার জসপ্রীত বুমরাহ ও সেরা ব্যাটার তথা অধিনায়ক শুভমান গিলকে বিশ্রাম দেওয়ার। শোনা যাচ্ছে, ১৩ ও ১৫ নভেম্বর ওভালে শেষ দুই একদিনের ম্যাচে খেলবেন না শুভমান-বুমরাহ। তাঁরা ১০ নভেম্বর হ্যামিলটনে তিন নম্বর একদিনের ম্যাচের পরই লাল বলে প্রস্তুতির জন্য ওয়েলিংটন চলে যাবেন। শুভমান, বুমরাহ ছাড়াও লোকেশ রাহুল, নীতীশ কুমার রেড্ডি, কুলদীপ যাদব, প্রসিধ কৃষ্ণা, মহম্মদ সিরাজরাও রয়েছেন টেস্টের দলে। এখনও চূড়ান্ত না হলেও ভারতীয় দলের অন্দরমহল থেকে শোনা যাচ্ছে, বুমরাহদের পাশে বাকিদেরও টেস্টের প্রস্তুতির জন্য একদিনের সিরিজের তিন নম্বর ম্যাচের পর ওয়েলিংটন পাঠিয়ে দেওয়া হবে। বাস্তবে এমনটা হলে শেষ দুই একদিনের ম্যাচে হয়তো শ্রেয়স আইয়ারকে টিম ইন্ডিয়ার নেতৃত্ব দিতে দেখা যাবে। টিম ইন্ডিয়ার কোচ ও কোচিং স্টাফদেরও সেই সময় দুটি দলে ভাগ করে দেওয়া হতে পারে।

মিশন নিউজিল্যান্ড

একটি দলের সঙ্গে থাকবেন কোচ গৌতম গম্ভীর, সীতাংশু কোটাকরা। অপর দলে থাকবেন বোলিং কোচ মর্নি মরকেল ও ফিল্ডিং কোচ শুভদীপ ঘোষ।

মিশন নিউজিল্যান্ড নিয়ে রকমারি জল্পনার মধ্যেই জানা গিয়েছে, বিসিসিআই এখনই জাতীয় ক্রীড়া নীতির আওতায় আসছে না। ক্রিকেট এখনও তালিকাভুক্ত খেলার আওতায় পড়ে না। আগামীদিনে ক্রিকেট তালিকাভুক্ত খেলার মধ্যে এলে তখনই তা জাতীয় ক্রীড়া নীতির মধ্যে আসবে। যদিও আগামীদিনে ক্রীড়া নীতির আওতায় ক্রিকেট অন্তর্ভুক্ত হলেও আরটিআইয়ের মধ্যে ভারতীয় ক্রিকেটাররা পড়বেন না বলেই জানা গিয়েছে।

শিবিরে যোগ দিলেন মনবীর-সাহাল-আনোয়ার

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ২০ সেপ্টেম্বর : অবশেষে জাতীয় শিবিরে যোগ দিলেন সাহাল আব্দুল সামাদ, মনবীর সিং ও আনোয়ার আলি। এর ফলে ডাক পাওয়া ২৬ জনকেই হাতে পেলেন ভারতের হেড কোচ খালিদ জামিল।

শনিবারই কলকাতা ফুটবল লিগ চ্যাম্পিয়ন হয় মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। আগেই শিবিরে যোগ দেন আপুইয়া, অনিরুদ্ধ থাপা ও মেহতাব সিং। এঁদের মধ্যে মেহতাব পরে ডাক পান রিকি মিতেই হাওবামের চোট থাকায়। প্রায় ওই একই সময়ে শিবিরে পৌঁছে যান বেঙ্গালুরু এফসি-র সেই সময় মোহনবাগান কলকাতা লিগের চ্যাম্পিয়নশিপ থাকার কারণ দেখিয়ে সাহাল ও মনবীরকে পরে পাঠানো হবে বলে জানায় এআইএফএফ-কে। সেই কথামতো শনিবার ম্যাচের পরই বেঙ্গালুরুর শিবিরে যোগ দিতে চলে

বেঙ্গালুরুতে ভারতীয় দলের অনুশীলনে আপুইয়া ও প্রভসুখান সিং গিল।

যান এই দুই ফুটবলার। ইস্টবেঙ্গলের জর্ডনে এএফসি কাপের ম্যাচ থাকায় তাদের ফুটবলাররা শুরুতে শিবিরে যোগ দেননি। তাঁদের মধ্যে শুক্রবার প্রভসুখান সিং গিল, এডমুন্ড লালরিনডিকা ও জয় গুপ্তা বেঙ্গালুরু পৌঁছে গেলেও যাননি আনোয়ার। সম্ভবত তাঁর বিষয়ে দিল্লিতে শুনানি থাকাই এর কারণ। তবে তিনিও মনবীর-সাহালদের সঙ্গে শিবিরে যোগ দেওয়ায় ২৬ জনের দল পূর্ণ হল। পরপর তিনটি হাই ভোল্টেজ প্রীতি ম্যাচ খেলতে চলেছে খালিদের ভারত। ২৫ সেপ্টেম্বর বেঙ্গালুরুতে পানামার বিপক্ষে প্রথম ম্যাচ বেঙ্গালুরুতে। ওই ম্যাচের পরেই সম্ভবত কলকাতায় পৌঁছাবে গোটা দল। আগামী ৩ ও ৬ অক্টোবর ম্যাচ যথাক্রমে ব্রাজিল ও উরুগুয়ের বিরুদ্ধে।

গত ২ সেপ্টেম্বর ব্রাজিল ম্যাচের টিকিট ছাড়া হয়। প্রথম দফায় উন্মাদনা থাকলেও পরবর্তী পর্যায়ে কিন্তু ওই বেশি দামের টিকিট বিক্রিতে ভাটা পড়ে বলেই খবর। যার জেরে এখন আইএফএ, মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল ও মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবকে দশ শতাংশ ছাড়ে টিকিট দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি কল্যাণ চৌবে। উরুগুয়ে ম্যাচের টিকিটও দুই-একদিনের মধ্যে অনলাইনে বিক্রি শুরু হওয়ার কথা শোনা যাচ্ছে। কিন্তু ব্রাজিল ম্যাচেরই টিকিট বিক্রি করা যেখানে সমস্যা হচ্ছে সেখানে ওই ম্যাচের টিকিটের চাহিদা কতটা থাকবে তা নিয়ে সন্দিহান অনেকেই। যা খবর তাতে উরুগুয়ে হয়ত জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়ার বিরুদ্ধে দুইটি প্রীতি ম্যাচ খেলে সরাসরি ৩০ সেপ্টেম্বর কলকাতায় পৌঁছে যাবে। কারণ দিয়েগো ফোরলান তাঁর দলবল নিয়ে ভারত-ব্রাজিল ম্যাচটা দেখতে চাইছেন। সবমিলিয়ে সাংগঠনিক দিক থেকে ম্যাচ নিয়ে আগ্রহ তৈরি করার চেষ্টা চলছে জোরকদমে। তবে শেষপর্যন্ত কলকাতার দর্শকের আগ্রহ ঠিক পুজোর আগে কোন পর্যায়ে পৌঁছাবে তা এখনও পরিষ্কার নয়।

রনজির প্রথম দুই ম্যাচে নেতৃত্বে সিরাজ

নয়াদিল্লি, ২০ সেপ্টেম্বর : রনজি ট্রফি খেলবেন মহম্মদ সিরাজ। ঘরের মাঠে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজের পর ও নিউজিল্যান্ড রওনা হওয়ার আগে নিজের রাজ্য দল হায়দরাবাদের হয়ে দুইটি ম্যাচ খেলবেন সিরাজ। শুধু ম্যাচ খেলাই নয়, নিজের রাজ্য দলকে নেতৃত্বও দেবেন সিরাজ। প্রথম দুই ম্যাচে সিরাজকে অধিনায়ক করেই রনজির দল ঘোষণা করেছে হায়দরাবাদ। ১১ অক্টোবর থেকে ত্রিপুরা ও ১৮ অক্টোবর থেকে অন্ধ্রপ্রদেশের বিরুদ্ধে দুইটি ম্যাচ খেলে সিরাজ নিউজিল্যান্ড উড়ে যাবেন বলে খবর। সেই সময় সিরাজের অনুপস্থিতিতে হায়দরাবাদ দলকে নেতৃত্ব দেবেন চামা মিলিন্দ।

তারকাদের ভিড়েও উজ্জ্বল সন্দীপ

বাবার দেখা স্বপ্ন পূরণ করাই লক্ষ্য

সায়ন্তন মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ২০ সেপ্টেম্বর : তারকাদের ভিড়েও 'বাগানে' ফুল হয়ে ফুটলেন সন্দীপ মালিক। এবারের কলকাতা লিগ থেকে নিঃসন্দেহে মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের বড় প্রাপ্তি বছর ২১-এর এই বাঙালি মিডফিল্ডার।

গত মরশুমে ঘরোয়া লিগে সবুজ-মেরুনে নেতৃত্বের ভার ছিল সন্দীপের কাঁধে। নিজেকে উজাড় করে দিয়েছিলেন। তবে গ্রুপ পর্বের গণ্ডি অতিক্রম করতে পারেনি মোহনবাগান। এবার নেতৃত্বের আর্মব্যান্ড হাতছাড়া হলেও সন্দীপ নিঃশব্দে নিজের কাজটা করে গিয়েছেন। কলকাতা লিগে গ্রুপ পর্ব থেকেই সিনিয়ার ফুটবলারদের খেলাচ্ছে সবুজ-মেরুন। আপুইয়া, অনিরুদ্ধ থাপা, দীপক টাংরি, অভিষেক সূর্যবংশীর মতো একাধিক বড় নাম থাকা সত্ত্বেও নিজগুণে দলে জায়গা করে নিয়েছেন। মাঝমাঠে তাঁর উজ্জ্বল উপস্থিতি সবসময় নজর কেড়েছে।

নিয়মিত গোল করার অভ্যাসও রয়েছে সন্দীপের। সুপার সিক্সে কোল ইন্ডিয়ার বিপক্ষে সাইডভলিতে তাঁর করা গোল অনেকদিন মনে থাকবে সবুজ-মেরুন সমর্থকদের। ইউনাইটেড স্পোর্টসের বিরুদ্ধেও ওঁত পাতা শিকারির মতো গোল করে দলকে মূল্যবান এক পয়েন্ট এনে দিয়েছিলেন সুযোগসন্ধানী সন্দীপ। শনিবার মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের বিপক্ষে খেতাব নির্ণায়ক ম্যাচে নিঃশব্দে মাঝমাঠে নেতৃত্ব দিয়েছেন মুকুন্দপুরের বছর একুশের ছেলেটা। কঠিন পরিস্থিতি থেকে ম্যাচ জেতার নেপথ্যে তাঁর অবদানের কথা উল্লেখ না করলে বোধহয় অন্যায় হবে। ম্যাচ শেষে মাঠে দাঁড়িয়েই সন্দীপ বলছিলেন, 'দশজন হয়ে যাওয়ার পরও একটা কথাই মাথায় ঘুরছিল, যেভাবেই হোক ম্যাচটা জিততে হবে। তারজন্য পরিশ্রম করেছি। শেষপর্যন্ত ফল পেলাম।'

শনিবার ম্যাচ শেষে সতীর্থরা যখন খেতাব জয়ের আনন্দে মশগুল, সন্দীপ তখন মাঠের এক কোনে দাঁড়িয়ে, একা। একঝলক দেখে মনে হল কাউকে খুঁজছেন! জিজ্ঞাসা করতেই সন্দীপের দুই চোখের কোণ চিকচিক করে উঠল। আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আজ বাবার কথা খুব মনে পড়ছে। এই দিনটা দেখলে খুব খুশি হতেন। গর্ব করতেন আমাকে নিয়ে।' বছরখানেক আগেই মারণ রোগ কেড়ে নিয়েছে বাবাকে। তিনিও ফুটবল খেলতেন। স্বপ্ন ছিল বড় ক্লাবে খেলার। তবে অভাবের সংসারে তা আর হয়ে ওঠেনি। ফুটবল ছেড়ে বেছে নিতে হয় চাকরি। সেই আক্ষেপ মেটাতেই ছেলেকে পেশাদার ফুটবলার তৈরির ভাবনা। সন্দীপকে সবুজ-মেরুন জার্সিতে দেখার স্বপ্ন ছিল। তা হল। তবে মোহনবাগানের হয়ে সন্দীপের এই সাফল্যের দিনটা দেখে যেতে পারলেন না। সন্দীপের বিশ্বাস, বাবা দূর থেকে তাঁকে দেখছেন। আর প্রাণভরে আশীর্বাদ করছেন। সেটাই যে তাঁর পাথেয়।

সন্দীপ মালিকের পারফরমেন্স নজর কেড়েছে কলকাতা লিগে।

জুডো থেকে মিক্সড মার্শাল আর্টস

দেশকে সোনার স্বপ্ন দেখাচ্ছেন সূচিকা

নাগোয়া, ২০ সেপ্টেম্বর : মাত্র ১২ বছর বয়সে ইভটিজিংয়ের শিকার হয়েছিলেন। সেই অপ্রীতিকর ঘটনাই জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে সূচিকা তারিয়ালের।

এবারের এশিয়ান গেমসে প্রথমবার অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন মিক্সড মার্শাল আর্টস। সেখানেই মহিলাদের ট্র্যাডিশনাল ৬০ কেজি বিভাগের কোয়ার্টার ফাইনালে মঙ্গোলিয়ার আলতানচিমেক বাইগালমাকে ২-০ ফলে হারিয়েছেন সূচিকা। তাঁর এই জয়ের সুবাদে ব্রোঞ্জ পদক নিশ্চিত হয়েছে। বক্সিংয়ের মতো মিক্সড মার্শাল আর্টসেও সেমিফাইনালে উঠলেই অন্তত ব্রোঞ্জ পদক নিশ্চিত হয়ে যায়। সূচিকার হাত ধরে প্রথমবার মিক্সড মার্শাল আর্টসে পদক পাচ্ছে ভারত।

সূচিকার শুরুটা কিন্তু মিক্সড মার্শাল আর্টস থেকে নয়। মাত্র ১২ বছর বয়সে দিল্লির একটি সেলুনে ইভটিজিংয়ের শিকার হন তিনি। সেই ঘটনার পরেই জীবনে পরিবর্তন আসে সূচিকার। আত্মরক্ষার তাগিদে জুডো শেখা শুরু করেন তিনি। বয়সভিত্তিক প্রতিযোগিতা থেকে সিনিয়ার পর্যায়, সাফল্য সূচিকার কাছে এসে ধরা দিয়েছে। জুডোতে আটবার জাতীয় চ্যাম্পিয়ন হন তিনি। তবে ২০২২ কমনওয়েলথ গেমসে অল্পের জন্য পদক হাতছাড়া হয় সূচিকার।

এরপরেই খেলার ডিসিপ্লিন বদলান সূচিকা। জুডো ছেড়ে কুরাশে চলে যান। ২০২৩ এশিয়ান গেমসেও অংশ নিয়েছিলেন। কিন্তু প্রাথমিক পর্ব থেকেই বিদায় নিতে হয় তাঁকে। এরপর কিছুদিন জুজুৎসু দেখা গিয়েছিল সূচিকাকে। সেখানে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের শিরোপা জিতেছিলেন। কিন্তু প্রতিটি খেলাতেই বিপুল অর্থের প্রয়োজন। তাই বারবার ডিসিপ্লিন বদলেছেন সূচিকা। ভারতীয় মিক্সড মার্শাল আর্টস ফেডারেশন তাঁকে পেশাদার লড়াইয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। বাকিটা ইতিহাস।

মিক্সড মার্শাল আর্টসে এশিয়ান গেমসে ভারতের প্রথম পদকজয়ী হিসেবে নিজের নামটা ইতিহাসের পাতায় খোদাই করেছেন। এবার সূচিকার লক্ষ্য সোনার পদক। কোয়ার্টার ফাইনালে জেতার পর সূচিকা বলেছেন, 'দেশের জন্য পদক নিশ্চিত করতে পেরে ভালো লাগছে। এবার সোনার জন্য লড়াইয়ে নামব।' তিনি আরও যোগ করেছেন, 'ছোটবেলা থেকেই আমার স্বপ্ন ছিল ফাইটিং শেখার। সেই পথচলাই আমাকে এখানে নিয়ে এসেছে। জুডো আমার ভিত্তি শক্ত করেছে, যা পরের ধাপে যেতে সাহায্য করেছে।' এখন সূচিকার সোনা জয়ের আশায় বুক বাঁধছেন দেশের ক্রীড়াপ্রেমীরা।

পদক নিশ্চিত করার পর সূচিকা তারিয়াল।

পদক তালিকা

স্থান	দেশ	সোনা	রুপো	ব্রোঞ্জ	মোট
১	চিন	১১	৬	৩	২০
২	জাপান	৬	৭	৭	২০
৩	দক্ষিণ কোরিয়া	৪	৩	৭	১৪
৪	কাজাখস্তান	৪	০	২	৬
১০	ভারত	০	২	০	২

ব্রবির হ্যাটট্রিক ব্যর্থ করে জয় সিটির

ম্যাঞ্চেস্টার, ২০ সেপ্টেম্বর : ম্যাচের প্রথমার্ধেই ৫ গোল। প্রতিপক্ষ সান্ডারল্যান্ডের ব্রায়ান ব্রবির হ্যাটট্রিক। তারপরও ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে টানা পঞ্চম জয়ে শীর্ষস্থান ধরে রাখতে সমস্যা হল না ম্যাঞ্চেস্টার সিটির। ৫-৩ গোলে তারা হারিয়ে দিল সান্ডারল্যান্ডকে। ৯ মিনিটে প্রথম গোল এনজো ফার্নান্ডেজের। সিটির হয়ে এটাই তাঁর প্রথম গোল। তাদের হয়ে জোড়া গোল রয়েছে অ্যান্টোনিও সেমেনিওর। বাকি দুই গোলস্কোরার রায়ান চেরকি ও আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ড।

অ্যাওয়ে ম্যাচে লিভারপুল ১-০ গোলে জিতেছে এএফসি বোর্নমাউথের বিরুদ্ধে। ৫৭ মিনিটে আলেকজান্ডার ইসাক গোল করেন। ৫ ম্যাচে ৯ পয়েন্ট লিভারপুল ছয় নম্বরে উঠে এসেছে।

ফুলহ্যামের সঙ্গে ১-১ গোলে ড্র করেছে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড। ৬৩ মিনিটে লিসান্দ্রো মার্টিনেজ আত্মঘাতী গোল করেন। ৮৯ মিনিটে সমতা ফেরান ম্যাথিয়াস কুনহা। ড্রয়ের পর ম্যান ইউ ৫ ম্যাচে ৫ পয়েন্ট নিয়ে ১২ নম্বরে।

হ্যাটট্রিক করেও হতাশা নিয়ে মাঠ ছাড়ছেন ব্রায়ান ব্রবি।

মাদ্রিদ ডার্বিতে হার মোরিনহোর রিয়ালের

সেভিল, ২০ সেপ্টেম্বর : ১৫ বছর ধরে অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদের দায়িত্বে রয়েছেন দিয়েগো সিমিওনে। কিন্তু কোনওদিন হোসে মোরিনহোর বিরুদ্ধে মাদ্রিদ ডার্বি জেতা হয়নি তাঁর। রবিবার সেই আক্ষেপ মেটালেন আর্জেন্টাইন কোচ। লা লিগায় মাদ্রিদ ডার্বিতে এদিন রিয়াল মাদ্রিদকে ২-১ গোলে হারাল সিমিওনের ছেলেরা। একঝাঁক তারকাকে এনে স্কোয়াড সাজিয়েছেন মোরিনহো। তবে ফাঁকফোকরও একাধিক রয়েছে। এদিন অ্যাওয়ে ম্যাচে ৫২ মিনিটে রিয়ালের সমস্যা বাড়িয়ে লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন সেন্ট্রাল ডিফেন্ডার ডিন হুইজসেন। পরের মিনিটে পেনাল্টি থেকে অ্যাটলেটিকোকে এগিয়ে দেন আলেহান্দ্রো গ্রিমাল্ডো। ৫৯ মিনিটে দলকে দ্বিতীয়বার লিড এনে দেন জোনাথন ডেভিড। ৮৯ মিনিটে অ্যান্টোনিও রুডিগার ব্যবধান কমালেও রিয়ালের জয় আনতে পারেননি। হেরে ৭ ম্যাচে ১৫ পয়েন্ট নিয়ে চার নম্বরে নেমে গিয়েছে রিয়াল।

সাতে সাত বার্সেলোনার

অন্যদিকে, স্বপ্নের দৌড় অব্যাহত বার্সেলোনার। টানা সাত জয়ে পয়েন্ট টেবিলের মগডালে কাতালান জায়েন্টরা। শনিবার রাফিনহার হ্যাটট্রিকে সেভিয়াকে ৩-১ গোলে হারাল বার্সা। এই নিয়ে চারদিনে দুইটি হ্যাটট্রিক করলেন রাফিনহা। বার্সেলোনার শুরুটা অবশ্য ভালো হয়নি। ১৯ মিনিটে ইউসুফ ফোফানার গোলে পিছিয়ে পড়ে কাতালান ক্লাবটি। ম্যাচে ফিরতে বার্সা সময় নিল মাত্র তিন মিনিট। আন্দ্রেস ক্রিশ্চেনসেনের নিখুঁত পাস ধরে লক্ষ্যভেদ রাফিনহার। দ্বিতীয় গোল ৫২ মিনিটে। সেভিয়ার দুই ডিফেন্ডারকে কার্যত মাটি ধরিয়ে রাফিনহার উদ্দেশে বল ভাসিয়ে দেন লামিনে ইয়ামাল। হেডারে বল জালে পাঠান রাফিনহা। ৬৯ মিনিটে তৃতীয় গোলের উৎসও ইয়ামালই। দুই গোলে অবদান রেখে ম্যাচের শুরুতেই শট পোস্টে মারার আক্ষেপ কিছুটা হলেও হয়তো ভুললেন স্প্যানিশ তারকা।

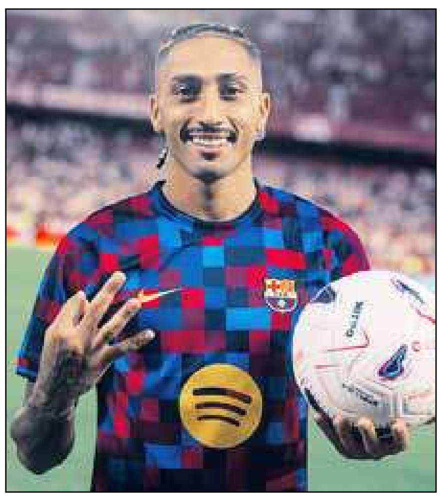

হ্যাটট্রিকের বল হাতে বার্সেলোনার রাফিনহা।

শিল্ডে অনিশ্চিত মহমেডান, ভাবনায় ভবানীপুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২০ সেপ্টেম্বর : কলকাতা লিগে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট ম্যাচে রেফারিং নিয়ে ক্ষুব্ধ মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব। তাই আসন্ন আইএফএ শিল্ডে খেলতে চাইছে না তারা। ইতিমধ্যে আইএফএ-কে চিঠি দিয়ে বিষয়টি জানিয়েছে সাদা-কালো শিবির। সোমবার মহমেডানকে বৈঠকে ডেকেছে আইএফএ। বিষয়টি আলোচনার মাধ্যমে মিটিয়ে নিতে চাইছে বঙ্গ ফুটবল নিয়ামক সংস্থা। একান্তই মহমেডান না খেললে বিকল্প দল হিসেবে ইউনাইটেড স্পোর্টস ও ভবানীপুর এফসি-কে প্রাথমিক প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। ফুটবলার ছেড়ে দেওয়ায় ইউনাইটেড অবশ্য খেলতে রাজি নয়। ভবানীপুর খেলতে রাজি থাকলেও কিছুটা সময় চেয়েছে।

এসআরটি-র স্পোর্টস অ্যাকাডেমির উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২০ সেপ্টেম্বর : শিলিগুড়ি হিন্দি হাইস্কুলে এসআরটি ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশনের স্পোর্টস অ্যাকাডেমির উদ্বোধন হল রবিবার। ভগবতীপ্রসাদ ডালমিয়া, জয়ন্ত সাহার উপস্থিতিতে সভাপতি মণীশ টিব্রেওয়াল ঘোষণা করেছেন, ক্রিকেটের জন্য চারটি নেট ও বিশাল টার্ফ এরিনা রাখা হয়েছে। এসআরটি-র তরফে প্রতিযোগিতা আয়োজন যেমন করা হবে, তেমনি একই সঙ্গে চলবে ক্রিকেট প্রশিক্ষণ। শিলিগুড়ি হিন্দি হাইস্কুল চত্বরেই ব্যাডমিন্টন কোচিংয়ের ব্যবস্থাও করা হচ্ছে। বৃষ্টির জন্য কোর্ট তৈরির কাজ ব্যাহত হয়েছে। তাই দুর্গাপুজোর পরই ব্যাডমিন্টন প্রশিক্ষণ চালু হবে। দুইটি ক্ষেত্রেই ৮ থেকে ১৮ বছর বয়সি ছেলেমেয়েদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। অ্যাকাডেমি তৈরির উদ্দেশ্য হিসেবে স্থানীয় প্রতিভাদের জাতীয়-আন্তর্জাতিক মঞ্চে পৌঁছে দেওয়ার কথাই এসআরটি-র তরফে তুলে ধরা হয়েছে। ৩৬৫ দিন কোচিং চালু রাখতে তাঁরা অ্যাকাডেমির জন্য ভরসা রাখছেন স্থানীয় কোচদের ওপরই।

শিলিগুড়ি হিন্দি হাইস্কুলে স্পোর্টস অ্যাকাডেমির উদ্বোধনে কর্মকর্তারা।

চ্যাম্পিয়ন অটল

বাগডোগরা, ২০ সেপ্টেম্বর : টেরাই টি গার্ডেন ওয়ার্কার্স অ্যান্ড লেবার ওয়েলফেয়ার সোসাইটির একদিবসীয় ৮ দলীয় ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল অটল চা বাগান। রবিবার ফাইনালে তারা ৩-১ গোলে জিতেছে গুলমা চা বাগানের বিরুদ্ধে। অটলের অর্জুন ওরাওঁ, রোশন মাহাতো ও প্রবীণ মিনজ গোল করেন। পুরস্কার তুলে দেন বিএসএফ-এর ডিআইজি মুরারীপ্রসাদ সিং, সংগঠনের সভাপতি ইলা দে প্রমুখ।

রানার্স লেজেন্ড

জলপাইগুড়ি, ২০ সেপ্টেম্বর : টাউন ক্লাবের অনূর্ধ্ব-১৯ ছেলেদের আন্তঃ কোচিং ক্যাম্প ফুটবলে রানার্স হল শিলিগুড়ির লেজেন্ড এফসি। রবিবার ফাইনালে তাদের ১-২ গোলে জেএফএ হারিয়েছে। জেএফএ-র আর্থিক টোপ্পো ও রজত ওরাওঁ গোল করেন। লেজেন্ডের গোলস্কোরার অ্যালান চো। ফাইনালের সেরা জেএফএ-র বুবাই রায়। সর্বাধিক গোলস্কোরার হয়েছেন জেএফএ-র সমীর দে সরকার এবং লেজেন্ডের অনীত ছেত্রী।

ইংল্যান্ডকে টেস্টে এক নম্বরে চান ফ্লেমিং

ম্যাঞ্চেস্টার, ২০ সেপ্টেম্বর : তিনি দায়িত্ব পেয়েছেন জুলাইয়ে। কিন্তু এখনও মাঠে নেমে কাজ শুরু করেননি।

কাজ শুরু না করলেও ইংল্যান্ড ক্রিকেটের আগামীর রূপরেখা ঠিক করে ফেলেছেন নতুন কোচ স্টিফেন ফ্লেমিং। আপাতত দেশের মাটিতে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে সিরিজ নিয়ে ব্যস্ত ইংল্যান্ড। তার মধ্যেই আজ বিলেতের মাটিতে প্রথমবার সাংবাদিকদের সামনে হাজির হয়েছিলেন ফ্লেমিং। সেখানেই তিনি জানিয়েছেন, কোচ হিসেবে তাঁর ভাবনার কথা। ইংল্যান্ডকে টেস্টের এক নম্বর দল হিসেবে তুলে ধরার স্বপ্ন উসকে দিয়েছেন ফ্লেমিং। বলেছেন, 'ক্রিকেট দুনিয়ার অন্যতম সম্মানের কাজ পেয়েছি আমি। ব্যক্তিগতভাবে ইংল্যান্ডের কোচ হতে পেরে গর্বিত। দল হিসেবে ইংল্যান্ড ক্রিকেটকে আগামীর দিশা দেওয়ার জন্য আমি তৈরি। জো রুটদের নিয়ে টেস্টের এক নম্বর দল হতে চাই। দেখা যাক আমরা আমাদের সাফল্যের পথে কতটা এগিয়ে যেতে পারি।' উল্লেখ্য, ২০৩০ সাল পর্যন্ত ফ্লেমিংয়ের সঙ্গে চুক্তি রয়েছে ইসিবি-র।

সুপার ডিভিশনের দলবদল শেষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২০ সেপ্টেম্বর : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের সুপার ডিভিশন ক্রিকেট লিগের জন্য দলবদল রবিবার শেষ হল। শেষদিনে ৬৫ জন সই করেছে। শনিবার প্রথম দিনে সই করেছিলেন ১৪০ জন ক্রিকেটার। উল্লেখযোগ্যদের মধ্যে এদিন স্বস্তিকা যুবক সংঘ থেকে জাভেদ আলম, সায়েন মণ্ডল, সুমিত সিং জিটিএস ক্লাবে সই করেছেন। নীতীশকুমার সিং তরুণ তীর্থ থেকে গেলেন বাঘা যতীন অ্যাথলেটিক ক্লাবে। রনি মিত্র অগ্রগামী সংঘেই থেকে গিয়েছেন।

শেষদিনে একঝাঁক ক্রিকেটার সই করাল বাঘা যতীন অ্যাথলেটিক ক্লাব।

কোয়ার্টারে সেন্ট জোসেফ, আনন্দ চন্দ্র কলেজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২০ সেপ্টেম্বর : উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রীড়া পর্ষদের দাজু সেন ট্রফি আন্তঃ কলেজ ফুটবলে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠল দার্জিলিংয়ের সেন্ট জোসেফ কলেজ ও জলপাইগুড়ি আনন্দ চন্দ্র কলেজ। রবিবার সপ্তম প্রি-কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচে সেন্ট জোসেফ ২-০ গোলে বাগডোগরার কালীপদ ঘোষ তরাই মহাবিদ্যালয়কে হারিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ফুটবল মাঠে জোড়া গোল করেন নিলম ভুজেল।

অষ্টম প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে আনন্দ চন্দ্র ৩-০ গোলে ময়নাগুড়ি কলেজের বিরুদ্ধে জয় পায়। জোড়া গোল বিনীত ওরাওঁয়ের। আনন্দ চন্দ্রের অন্য গোলটি এসেছে ইমন বিশ্বাসের থেকে।